

বাংলা কবিতা সংকলন

কবি : অধীর মন্ডল (+91 79809 33948)

সূচীপত্র

1. বিরহ সংগীত পৃষ্ঠা 9
2. হেলায় আর পাবে কী! পৃষ্ঠা 9
3. বর্ষায় এই জঙ্গলে পৃষ্ঠা 10
4. বৃষ্টি সারাদিন পৃষ্ঠা 10
5. নবীন ও প্রবীন পৃষ্ঠা 10
6. এসেছি ফিরে, তোমার নীড়ে পৃষ্ঠা 11
7. আমাদের ছোটবেলা পৃষ্ঠা 11
8. ছবির মতো ঘর পৃষ্ঠা 12
9. মানবি মূর্তি পৃষ্ঠা 12
10. নদী ঐকে বেঁকে পৃষ্ঠা 13
11. স্বাধীনতা পৃষ্ঠা 13
12. সুন্দর ভোরের ছবি পৃষ্ঠা 13
13. এ তো ছবি নয় পৃষ্ঠা 14
14. বাইশে শ্রাবণ , তোমার স্মরণে পৃষ্ঠা 14
15. দুটি পাখি ফেরেনি নীড়ে পৃষ্ঠা 15
16. মেঘ ভাঙা বৃষ্টি পৃষ্ঠা 15
17. দেশ এগিয়ে পৃষ্ঠা 15
18. বৃষ্টি ভেজা ঝড়ো রাত পৃষ্ঠা 16
19. ছোট্ট জীবন পৃষ্ঠা 17
20. শরৎ এলো বর্ষা গেলো পৃষ্ঠা 17
21. আনন্দে থাকবো পৃষ্ঠা 17
22. জীবনটা পৃষ্ঠা 18
23. নিভুতে পৃষ্ঠা 18
24. দিঘা ভ্রমণ সূচি পৃষ্ঠা 19

25. ফাগুন লেগেছে পৃষ্ঠা 19
26. হোলি পৃষ্ঠা 20
27. হোলির রঙে রঙ ধরেছে পৃষ্ঠা 20
28. সেই গ্রাম পৃষ্ঠা 20
29. ওরা হাঁটে পৃষ্ঠা 21
30. খুঁজে ফিরি পৃষ্ঠা 22
31. দিঘা ডাকে পৃষ্ঠা 22
32. লাল মাটির পথ পৃষ্ঠা 23
33. "ট্রেন ছেড়েছে" পৃষ্ঠা 23
34. দিঘার প্রথম দিন পৃষ্ঠা 24
35. মা আমার কালো মেয়ে পৃষ্ঠা 24
36. ঝাউ বনে পৃষ্ঠা 24
37. রূপকের জন্ম দিন পৃষ্ঠা 25
38. মন ফিরল না পৃষ্ঠা 25
39. দিঘা ভ্রমণ পৃষ্ঠা 25
40. 'বসন্তের পড়ন্ত বেলা" পৃষ্ঠা 26
41. গুরু গুরু গর্জন পৃষ্ঠা 26
42. মনে পড়ে না বৃষ্টি, পৃষ্ঠা 27
43. "নদী বহে আপন মনে" পৃষ্ঠা 27
44. 'ভোর হলো" পৃষ্ঠা 27
45. বুনো দাদু পৃষ্ঠা 28
46. আমি একা হাঁটি পৃষ্ঠা 28
47. "বৃষ্টি ভেজা দুপুর" পৃষ্ঠা 29
48. অস্পষ্ট পৃষ্ঠা 29
49. ছোট্ট মেয়ে মানসী" পৃষ্ঠা 30
50. "ভোর হলো" পৃষ্ঠা 30
51. "বাকিটা জীবন" পৃষ্ঠা 31
52. তোমাকে দেখতে চাই পৃষ্ঠা 31
53. সমুদ্র ছেড়ে চলো যাই জঙ্গলে, পৃষ্ঠা 32
54. পড়ন্ত বেলা পৃষ্ঠা 32
55. "ছায়া ঢাকা গ্রাম" পৃষ্ঠা 33
56. আজব দেশ পৃষ্ঠা 33

57. পেলাম না পৃষ্ঠা 34
58. একটা বীজ পৃষ্ঠা 34
59. "ভুবন ভুলি" পৃষ্ঠা 35
60. "শেষ স্টেশনে ট্রেন থামল" পৃষ্ঠা 35
61. "আমি বঙ্গের চাষী" পৃষ্ঠা 36
62. 'ওরে পাখি' পৃষ্ঠা 36
63. "ভোরের বেলা মেঘ জমেছে" পৃষ্ঠা 37
64. "সবাই মিলে" পৃষ্ঠা 37
65. রূপকের বাড়িতে কিছুটা সময়" পৃষ্ঠা 38
66. "জীবনটা পাহাড়ি রাস্তা" পৃষ্ঠা 38
67. "বসন্ত থাকুক বা না থাকুক" পৃষ্ঠা 39
68. "চাঁদ ঘিরে, তারাদের ভিড়ে" পৃষ্ঠা 39
69. "সহজ পাঠ শিশুর ভাষা" পৃষ্ঠা 39
70. "তাকে বন্ধু বলে জানি" পৃষ্ঠা 40
71. প্রজাপতি পৃষ্ঠা 40
72. 'রাস পূর্ণিমা' পৃষ্ঠা 41
73. 'পথ চেয়ে' পৃষ্ঠা 41
74. "পোষা ময়না" পৃষ্ঠা 41
75. আমাদের এই নদী পৃষ্ঠা 42
76. ",তোমার বাড়ির চারিধারে" পৃষ্ঠা 42
77. ""গীষ্মের তাপ দাহ" পৃষ্ঠা 43
78. "চৈত্রে দহন" পৃষ্ঠা 43
79. "বন্ধু বুলায়ের জন্মদিন" পৃষ্ঠা 44
80. "বিদায় নিয়ে যাবে কোথায়?" পৃষ্ঠা 44
81. নিশি জাগি পৃষ্ঠা 45
82. "নববর্ষের প্রথম সঙ্গী" পৃষ্ঠা 45
83. আজ মন পড়ে পৃষ্ঠা 45
84. "কত দিন নীরবে রয়ে গেছি" পৃষ্ঠা 46
85. ভাবি যদি এখন শীতের দেশে পৃষ্ঠা 46
86. আবার আসিব ফিরে পৃষ্ঠা 47
87. সোনালী রোদ পৃষ্ঠা 47
88. অতীত কে খুঁজে পাব কি কোন দিন" পৃষ্ঠা 48

89. "আকাশ জুড়ে মেঘ ছুটিছে," পৃষ্ঠা 48
90. "চাই মেঠো পথের ধূলায় মিশে থাকতে" পৃষ্ঠা 49
91. "ভোরের মায়াপুর" পৃষ্ঠা 49
92. অসময় দুপুরে পৃষ্ঠা 49
93. "আজকে দিনে আমার সাথে" পৃষ্ঠা 50
94. "স্টেশন কৃষ্ণনগর" পৃষ্ঠা 50
95. "নির্বাক দর্শক" পৃষ্ঠা 51
96. বিরহ সঙ্গীত পৃষ্ঠা 51
97. "প্রকৃতির ক্রোড়ে কত ধন লুকিয়ে" পৃষ্ঠা 52
98. "পথের টানে পথে নামি" পৃষ্ঠা 52
99. এটাই কি এই দেশের রাজনীতি? পৃষ্ঠা 53
100. "বিরহ সঙ্গীত" পৃষ্ঠা 53
101. "আজ বৈশাখী দিনের শেষে" পৃষ্ঠা 54
102. "রেখো সখী মনে" পৃষ্ঠা 54
103. "আজ শুভ লগ্ন" পৃষ্ঠা 55
104. "আমার গ্রামে" পৃষ্ঠা 55
105. "জামের ডালে বউ কথা কও" পৃষ্ঠা 55
106. "সেই মায়াবী দেবী তুমি" পৃষ্ঠা 56
107. একটা বীজ মাটির নিচে পৃষ্ঠা 56
108. "বাগান ভরা কতোই মেলা" পৃষ্ঠা 57
109. নারকেল গাছে নারকেল হয়ে, পৃষ্ঠা 57
110. "রাজপথ" পৃষ্ঠা 58
111. বিনি সুতোর বাঁধনে পৃষ্ঠা 58
112. কালবৈশাখী পৃষ্ঠা 58
113. "হারিয়ে যাওয়া কথা" পৃষ্ঠা 59
114. 'জীবনটা তো হুড়োহুড়ি নামা উঠার খেলা' পৃষ্ঠা 60
115. "ওদের সাথে আছি" পৃষ্ঠা 60
116. "সময় এগিয়ে চলে" পৃষ্ঠা 61
117. "বিরহ সঙ্গীত" পৃষ্ঠা 61
118. ডুয়ার্সের ডাক এসেছে পৃষ্ঠা 61
119. "আজ দুপুর থেকে" পৃষ্ঠা 62
120. একটি ক্ষণের দেখা পৃষ্ঠা 63

121. "ফুলের বাগানে ফুলে ফুলে ভরা" পৃষ্ঠা 63
122. মধ্য গগনে রক্ত নয়নে পৃষ্ঠা 64
123. "তাপসের বাড়ি কাল যেতে হবে পৃষ্ঠা 64
124. তাপসের বাড়িতে পৃষ্ঠা 64
125. "গ্রামে গ্রামে নিয়ম মেনে" পৃষ্ঠা 65
126. "মনটা আমার পাড়ের মাঝি" পৃষ্ঠা 65
127. "পঁচিশ টা বছর পরে" পৃষ্ঠা 66
128. "জন্ম দিন," পৃষ্ঠা 66
129. "'জীবনের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে" পৃষ্ঠা 67
130. "গর্ব ,ও আমার বন্ধু বলে'" পৃষ্ঠা 67
131. "'সন্ধ্যা বেলা পূর্ণিমা আজ,'" পৃষ্ঠা 68
132. "ঘরের চালে ভিড় করেছে" পৃষ্ঠা 68
133. যাত্রী ভর্তি ট্রেন পৃষ্ঠা 69
134. "বিরহ সঙ্গীত" পৃষ্ঠা 69
135. ,**ভোরের নির্জনে সমুদ্র সৈকতে** পৃষ্ঠা 70
136. **গীষ্মের গরমের সতর্ক বার্তা** পৃষ্ঠা 70
137. **নীল আকাশে গীষ্মের দাবানলে** পৃষ্ঠা 71
138. ***ভোরের দিঘার ঝাউ বনে*** পৃষ্ঠা 71
139. **এই দুপুর*** পৃষ্ঠা 71
140. **ব্যাঙের। ডাকে বৃষ্টি নামে*** পৃষ্ঠা 72
141. **পেটের তাগিদে দুই যুবক,আরো অনেকর সাথে*** পৃষ্ঠা 73
142. **তুমি আমাদের খুব কাছের** পৃষ্ঠা 73
143. **বিরহ সঙ্গীত** পৃষ্ঠা 74
144. **পূজার বাদ্য বাজল বলে**, পৃষ্ঠা 74
145. **ঘরে ফেরার সময় হলে** পৃষ্ঠা 74
146. **প্রথম দিন কলেজে** পৃষ্ঠা 75
147. ,**দাসেদের আমবাগানে** পৃষ্ঠা 75
148. **ট্রেন চলেছে নিজের পথে** পৃষ্ঠা 76
149. **বর্ষা সুন্দরী** পৃষ্ঠা 76
150. **আজকে ভোরে বৃষ্টি এলো** পৃষ্ঠা 77
151. ঝরা পাতা পৃষ্ঠা 77
152. **ঝরিঝরি বৃষ্টি নিয়ে*** পৃষ্ঠা 78

153. **আসা যাওয়ার পথে*** পৃষ্ঠা 78
154. **ডুয়ার্স, রিষভ, লাভা ভ্রমণ** পৃষ্ঠা 79
155. **রথের মেলা, বাড়ীতে একলা*** পৃষ্ঠা 79
156. **বর্ষা এল*** পৃষ্ঠা 80
157. **পথিক আমি*** পৃষ্ঠা 80
158. **রাজপুর ফাঁড়ির মোড়টা*** পৃষ্ঠা 80
159. ***ভোর রাতে বৃষ্টি হয়েছে শুরু*** পৃষ্ঠা 81
160. ঠিক দশটায় পৃষ্ঠা 81
161. **বর্ষায় গ্রামের সন্ধ্যায়*** পৃষ্ঠা 82
162. **উল্টো রথে চলেছি পুরী তে** পৃষ্ঠা 82
163. **পুরীর আকাশ মেঘে ঢেকে আজ** পৃষ্ঠা 83
164. **রথের দিন পুরীতে*** পৃষ্ঠা 83
165. মাসির বাড়ি এক সপ্তাহ থেকে, পৃষ্ঠা 83
166. **আজ ঘরে ফেরা*** পৃষ্ঠা 83
167. **রাতের অন্ধকারে*** পৃষ্ঠা 84
168. **ফিরে এলাম*** পৃষ্ঠা 84
169. **পথ হারা পাখি*** পৃষ্ঠা 85
170. প্রকৃতির রূপে উন্মাদ আমি পৃষ্ঠা 85
171. **বর্ষার জলে মাঠ ঘাট হাঁটুজলে*** পৃষ্ঠা 86
172. **আমি স্বপ্ন দেখি** পৃষ্ঠা 86
173. **স্বপ্নে আমি তোমায় দেখি*** পৃষ্ঠা 86
174. ***মুখোশের আড়ালে*** পৃষ্ঠা 87
175. **বড় সাধ*** পৃষ্ঠা 87
176. ***মৃত্যু মিছিল বন্ধ হোক*** পৃষ্ঠা 88
177. **দুটি গাছে বাঁধা দড়ি*** পৃষ্ঠা 88
178. **রাত দুপরে বৃষ্টি এলো*** পৃষ্ঠা 89
179. **বেলা বয়ে যায়*** পৃষ্ঠা 90
180. , **দিনের শেষে বেলা বহে** পৃষ্ঠা 90
181. ভোরে আকাশের মুখ ভার। পৃষ্ঠা 91
182. **ভোরের আকাশে মুখ ভার*** পৃষ্ঠা 91
183. অভিমানী পৃষ্ঠা 91
184. **জোড়া দীঘি*** পৃষ্ঠা 92

185. **প্রজাপতি ডানা মেলে*** পৃষ্ঠা 92
186. **শ্রাবণ ধরা*** পৃষ্ঠা 93
187. **এই মাটিতে জন্ম আমার*** পৃষ্ঠা 93
188. **ওরে হলুদ পাখি*** পৃষ্ঠা 94
189. **মনে পড়ে*** পৃষ্ঠা 94
190. **ও মাঝি রে*** পৃষ্ঠা 95
191. ***বর্ষার রূপে গ্রাম সাজে** পৃষ্ঠা 95
192. "তোমার আগে যদি আমি চলে যাই" পৃষ্ঠা 96
193. "বৃষ্টি ভিজে সন্ধ্যা নামে" পৃষ্ঠা 96
194. বাহিরে বৃষ্টি পৃষ্ঠা 97
195. "উনি হাতে খড়ির কারিগর" পৃষ্ঠা 97
196. "উনি হাতে খড়ির কারিগর" পৃষ্ঠা 98
197. "আমরা চলেছি দিঘার পথে" পৃষ্ঠা 98
198. "এ রাত পোহালে চলে যেতে হবে" পৃষ্ঠা 99
199. আঁকা বাঁকা এই রাস্তা পৃষ্ঠা 99
200. "পথ হারা পথিক হয়ে" পৃষ্ঠা 100
201. "দুজনে" পৃষ্ঠা 100
202. "শ্রাবণ দিনে বৃষ্টি থেমে" পৃষ্ঠা 101
203. "ডাক পড়েছে বকখালিতে" পৃষ্ঠা 101
204. "স্বাধীনতা" পৃষ্ঠা 102
205. "ফুলে ফুলে বনে বনে" পৃষ্ঠা 102
206. যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ । পৃষ্ঠা 103
207. "বকখালি তটে বালু ধু ধু" পৃষ্ঠা 103
208. স্বপ্ন ভঙ্গ পৃষ্ঠা 104
209. "ভোরের আলোয় সূর্য ওঠে" পৃষ্ঠা 104
210. নীল আকাশে পৃষ্ঠা 105
211. **ও মাঝি রে*** পৃষ্ঠা 105
212. "বৌদির চায়ের দোকান" পৃষ্ঠা 105
213. "প্রবীণ কে হতে চায়,আমরা নবীন" পৃষ্ঠা 106
214. সুন্দর পৃথিবী পৃষ্ঠা 106
215. "চাঁদ তুমি কতো সুন্দর" পৃষ্ঠা 107
216. "থেমে গেছে গান" পৃষ্ঠা 107

217. "খেলা ঘরে শেষের বেলা" পৃষ্ঠা 108
218. শরৎ এলো দ্বারে পৃষ্ঠা 108
219. চাঁদ মামা ছিলো দূরে এখন এলো ঘরে পৃষ্ঠা 109
220. সংসারের ইতিকথা পৃষ্ঠা 109
221. "বরিষণ মুখর বাদলও দিনে", পৃষ্ঠা 110
222. শসা ফিরে এসো পৃষ্ঠা 110
223. "বিরহ সঙ্গীত" পৃষ্ঠা 110

1. বিরহ সংগীত

যেদিন আমি থাকবো নাকো,
থাকবে স্মৃতিগুলো।
অলস বেলায় উড়িয়ে দিয়ে,
মেঠো পথের, ধুলো।

ভোরের পাখি ডাকবে যখন,
আঙিনা শূন্য পড়ে।
মেঠো পথে বহিবে বাতাস,
হিমেল প্রশ্ন ভোরে।

হয়তো বা সিন্ধু নয়ন,
শিশির ভেজা জলে।
পথের পানে তাকিয়ে তুমি,
বিদায় আমায় দিলে।

রহিল কিছু স্মৃতির পাতা,
উড়িয়ে তুমি দেখ।
হারান স্মৃতির ছবি গুলো,
আবার না হয় ঐকো।

বৃক্ষ লতা বাসতো ভাল,
ছিল আমার সাথী।
ওদের মাঝে থাকবো আমি,
সবুজ পাতায় মাতি।

শ্রাবণ দিনে খুঁজবে যখন,
খোলা ওই বাতায়নে।
আমি তখন অনেক দূরে,
শুধুই, রবে মনে।

2. হেলায় আর পাবে কী!

জীবনে খোলামেলা মাঠে,
গোধূলি দিগন্ত যদি না দেখি।
সূর্য অস্ত্রাচলে রঙ মেখে,
হেলায় আর পাবে কী!

পূর্ণিমা রাতে গভীর নিশীথে,
যদি না চাঁদ দেখি।
চাঁদের রূপের মোহিনী মায়া,
হেলায় আর পাবে কী!

সবুজ ঘোমটা ঢাকা গ্রাম।
যদি গোধূলি বেলায় না দেখি।
নয়নের সাধ মিটেবে না গো,
হেলায় আর পাবে কী!

শীতের শিশির ভেজা দুর্বা
ঘাসে,

ভোরে যদি না হাঁটি।
প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ,
হেলায় আর পাবে কী!

নিশি ভোরে পূবের আকাশ,
যদি না দেখি।
আলো আঁধারে রঙের খেলা,
হেলায় আর পাবে কী!

শরৎ বাতাসে শিউলির গন্ধ,
মাঠে কাশ ফুল যদি না দেখি।
পূর্ণ হবে না সার্থক জীবন,
হেলায় আর পাবে কী!

সন্ধ্যার মুখে নীড়ে ফেরা পাখি,
তাদের উল্লাস, যদি না দেখি।
নয়ন হবে না সার্থক আর,
হেলায় আর পাবে কী!

চৈত্রের তপ্ত বিকেলে,
কালো মেঘের ঝড় যদি না
দেখি।

উন্মাদ মেঘের তান্ডব লীলা,
হেলায় আর পাবে কী!

শীতের আগমনে গাছের পাতা
ঝরা,
যদি না তাঁদের দুঃখ দেখি।
মাটির ধুলায় অবহেলায় আজ,
হেলায় আর পাবে কী।

প্রকৃতির কত রূপ, কত কান্না
বেদনা,
যদি না তাঁদের সমব্যথী থাকি।
জীবনটা মরুময় মরীচিকা,
হেলায় আর পাবে কী।

3. বর্ষায় এই জঙ্গলে

বর্ষায় এই জঙ্গলে ঢাকা,
আমার বৃষ্টি ঘেরা নীড়।
চারিদিকে হাঁটু জল,
সাপ, ব্যাঙ, শিয়ালের ভিড়।

পথে জঙ্গল, জল কাদা।
দিনে রাতে বৃষ্টি, ভাদোর মাস।
বাঁশ গাছ, পথে ঝুঁকে,
অঝোরে বৃষ্টিতে হাঁসফাঁস।

সারাদিন ঘরে কালো মেঘ

ঘিরে,
আঁধারে বৃষ্টি বিরাম হীন।
বাড়ছে আবাত্তে গাছপালা,
যে দিকে তাকাই সবুজ রঙিন।

পুকুর, মাঠ ছাপিয়ে জল,
উঠোনে মাছ খেলে।
কৈ, ল্যাটা, শোল, বোল,
সব উঠেছে বর্ষার জলে।

ছেলের দল, বেড়িয়েছে পথে,

সঙ্গে মাছ ধরার ছাঁকনি জাল।
সাপে, মানুষে কোলাকুলি
জলে,
সাপের ছোবলে কী হাল!

রাত্রি গভীর আরও নিবিড়,
আরও নিশি কে কাছে পাওয়া।
বাহিরে বৃষ্টির বুম বুম গান,
রাতের বাদল হাওয়া।

4. বৃষ্টি সারাদিন

বৃষ্টি সারাদিন থেমে থেমে,
একটু বিশ্রাম দুপরে।
কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে,
হয়তো নামবে পরে।

সন্দের মুখে আবার বৃষ্টি,
মনে করি, আড্ডায় বন্ধুরা
সকলে।
বৃষ্টির মাঝে মেঘে ঢেকে
তখন সূর্য গেছে অস্তাচলে।

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, দমকা বাতাস,
ঘরে কফির ধোঁয়া, পকোড়া।
হৈ হুল্লোড়, স্মৃতি চারণ কত,
কত কৌতুক, কবিতা, ছড়া।

বেগুনি, ফুরুলি,
পাঁপড়, পিঁয়াজি,
চপ মুড়ি বাটি বাটি।
ছেলে মানুষী সকলের মধ্যে,
হাসির ফোয়ারায় ছটিপাটি।

সামনে বেড়ানো, স্থান কাল,
সবই আজ আলোচনায়।
ক্ষণে ক্ষণে বদল, ভিন্ন মত,
স্থান কাল নিয়ে দোটানায়।

সন্ধ্যা গড়িয়ে বাড়ছে রাত,
সকলে উঠি উঠি।
থামেনি বৃষ্টি, ছাতা মাথায়,
যাবার সময় দুটি মিষ্টি।

5. নবীন ও প্রবীন

বয়স বাড়ে, শরীর ঝরে,
মনটা থাকে রঙিন।
প্রতি বছর জন্মদিনে,
ক্রমে আমরা প্রাচীন।

নবীন প্রবীনের সূক্ষ্ম ভেদ,

অলক্ষ্যে একটা সীমা।
প্রবীন, সংযত শান্ত বৃক্ষ ছায়া,
নবীন, আগামী যুদ্ধের দামামা।

প্রবীণ, ভোরের মিঠে হাওয়া,
নবীন, কালবৈশাখী ঝড়।

প্রবীণ, শীতের সূর্য ওঠা,
নবীন, গ্রীষ্মের রৌদ্র প্রখর।

প্রবীন সকাল সন্ধ্যায় ভজনা,
নবীন, ময়দানে দৌড় তার।
প্রবীন, চায় দায় মুক্ত জীবন,

নবীন, কাঁধে তুলে নেয় ভার।

প্রবীন, পড়েছে কিছুটা পিছিয়ে,
নবীন, সবার সম্মুখে।

প্রবীন, চলনে ভাঙ্গন দুটি পা,
নবীন, ছুটেছে লক্ষ্যে।

প্রবীন, দিয়েছে জয়ের পতাকা,

নবীন, নিয়েছে সম্মানে।

আজ নবীন, কাল প্রবীন,
নবীন প্রবীন মিলমিশ চিরদিনে।

6. এসেছি ফিরে, তোমার নীড়ে

এসেছি ফিরে, তোমার নীড়ে,

তব শান্ত কলেবর।

উন্নত শির, গুরু গম্ভীর,

বজ্র সম স্বর।

পণ্য কুঠির, সংযত ধীর,

জলরাশি বেষ্টিত পদ্ম কোমল।

পূর্ণ সরোবর, ভোরের শিশির,

ঝরিছে পদ্ম জল।

বৃক্ষ লতা, বারে পড়া পাতা,

নীরবে শরৎ সমীরে।

রৌদ্র পড়ন্ত, সবুজ দিগন্ত,

সোনালী রূপালি ঝালোরে।

মুগ্ধ নয়ন, কুটির প্রাঙ্গন,

ফুলে ফুলে ওলি গুঞ্জন।

রঙে মাতি, কত প্রজাপতি,

কী তার রঙিন বসন!

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, অখণ্ড ভূখণ্ড,

পাহাড় সাগর সমতল।

শস্য শ্যামল, মায়ের আঁচল,

শ্যামল সবুজ তরুদল।

7. আমাদের ছোটবেলা

আমাদের ছোটবেলায় মনে
পড়ে,

ভাই বোনের কত মিলমিশ।

দামি খাবার জুটতো না ঘরে,

আমিষ না হয় নিরামিষ।

ভাত ডাল মাছ,

সবাই মিলে মিশে সাথে।

ভাগাভাগি নিজেরা মিলে,

সব সবার পাতে।

ঝগড়া ঝাটি প্রায় সময়,

আবার মিল মিশ বেশি।

ছোটোর আদর বেশি বটে,

তাতে আমরাও খুশি।

ভাই বোনে খেলা সারাদিন,

এখন নিজের ভাই বোন কোথা?

চার দেওয়ালে শুধুই একা,
মোবাইলে টানটা শুরু সেথা।

এখন শিশুদের খাওয়া নিয়ে,

সমস্যা বাড়ছে ক্রমে।

ভাত ডাল মাছ অরুচি মুখে,

ফার্স্ট ফুড পুরোদমে।

মোবাইলে আসক্তি শিশুর
মধ্যেও ,

খুশি মোবাইল পেলে।

যুগের হাওয়াই মোবাইল যুগ

শিশু খুশি মোবাইল দিলে।

ঘরের দুস্টুমীতে বিরক্ত সবাই,

সবেতে শান্ত মোবাইলে।

নিশ্চিন্তে কয়েক ঘন্টা হাঁফ

ছেড়ে,

আগের সেই খেলা ধুলা নেই
বলে।

মাঠ ঘাট কোথায় এখন,

বহুতলে ঘরে বন্দি দশা।

বই নিয়ে থাকুক বসে!

ছোট বেলা থেকেই হতাশা।

খেলার সময়ে মোবাইলে গেম,

ঘরে বসে শরীরে ঘুনের বাসা।

পোশাক পরিচ্ছদে সাহেবিয়ানা,

বাড়ছে মোবাইলে নেশা।

শিশু বয়স থেকেই মোবাইলে
ডুবে।

বাঁধা ধরা নেই প্রোগ্রামে।

মাদকের চেয়েও ভীষণ নেশা,

সমাজ অন্ধকারে ক্রমে।

আমাদের সময়ে ছোট বয়সের
নেশা,

মাঠ ঘাট পাখি ফুল ফল।
ভাত ডাল মাছ পেট পুরে

খাওয়া,
খেলাধুলায় ছিল বল।

৪. ছবির মতো ঘর

খড়ের চাল, মাটির বাড়ি,
নিকানো লাল মাটি।
ছবির মতো ঘর, অপরূপ,
সাজানো গোছানো পরিপাটি।

এক চিলতে উঠোন সামনে,
পাশে পথ, পুকুর পাড়ে।
সিদ্ধ ধান উঠোনে শুকায়,
চৈত্রের কাঠ ফাটা দুপুরে।

সিদ্ধ শুকনো ঢেকিতে
ভাঙ্গানো,

চাল, খুঁদ, কুঁড়ো।
গরু বাছুর গোয়ালে বাঁধা,
খাঁটি দুধ, স্বাদ বড়ো।

ঘরের চালে লাউ, কুমড়ো,
সামনে পুঁইয়ের মাচা।
পুকুরে কুড়ি খানেক হাঁস,
পাড়ে বাঁধা ওদেরই খাঁচা।

সকালে বুড়ি ভর্তি ডিম,
পুকুরে মাছ কিল বিল।
গ্রামের বাহিরে পথের দুপাশে,

বড় দুটি বিল।

ক্ষেত ভর্তি সবজি নানা,
মাঠ ভর্তি সোনালী ধান।
চাষ করে চাষী মহানন্দে
মাটিই তাঁদের প্রাণ।

শান্তির নীড় ওখানে বোধ হয়,
মিলে মিশে সবাই একসাথে।
হিন্দু মুসলমান জাতপাত নেই,
চন্দ্রিমন্ডপে আড্ডা রাতে।

৯. মানবি মূর্তি

মানবি মূর্তি এ নারী,
পৃথিবীর আর এক রূপ।
সৌন্দর্যের প্রতীক কল্পনা,
পাষণ নারী নিশ্চুপ।

উদাসীন নয়ন মর্মভেদি, ধরণী
খেয়ালি চঞ্চল।
আভিজাত্যে নারীত্বের উৎকর্ষ,
মর্মভেদি বিস্ময় বিহবল।

দিক দিগন্ত অনাদি অনন্ত,
কল্পনায় চির বসন্ত।
শিশিরে ফোটা পদ্ম কোমল,
রবির কিরণে ফুটন্ত।

পাষণী রমণী ধ্যানমগ্ন যোগিনী,
তেজপুঞ্জ জ্যোতি অন্ত ভেদি।
রুদ্রাক্ষ কণ্ঠের মালা, হে রুদ্রানী,
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত আদি।

ভ্রু কুণ্ডিত পাণ্ডুর মুখমন্ডল,
অবহেলিত উদাসীন।
মায়াবিনী মায়াবী নারী,
চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রে বিলীন।

ক্যানভাসে তুলির টানে,
জীবন্ত জ্বলন্ত আগুন।
যোগিনী মূর্তি সন্ন্যাসিনী,
কুবের রত্ন ভাণ্ডারে ও দীন।

10. নদী ঐকে বেঁকে

গ্রামের পাশ দিয়ে, নদী চলে
ঐকে বেঁকে।

এক দিকে সবুজ মাঠ ,
গ্রাম অন্য দিকে।

পর পর গ্রাম সব,
একই তুলি পটে আঁকা।
টিন,খড়ের ছাউনি ঘর,
গাছ গুলো ঝোঁকা।

দিকে দিকে মেঠো পথ,
সরু আঁকা বাঁকা।
সবুজ দুর্বা শ্যামল,

সবুজ গালিচায় ঢাকা।

তাল সুপারি আম কাঁঠাল,
নানা সবুজের মেলা।
গ্রীষ্মে নদী মরা প্রায়,
বর্ষায় ফুলে ফেঁপে চলা।

সব চাষ বারোমাস, ওই নদীরই
জলে।
বর্ষায় ছাপায় দু কুল,
বন্যা হলে।

নদী পথে যাতায়াত,

ডিঙি বাঁধা ঘাটে।

চাষী সেই সকালে,
সারাদিন মাঠে।

ছেলে মেয়ে কাঁধে কাঁধ,
মাঠই তাঁদের ঘর।
মাটি মা,সোনার ফসল,
সেটা সত্যি,সবার উপর।

[tinyurl.com/
adhirnama](http://tinyurl.com/adhirnama)

11. স্বাধীনতা

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সূর্য,
পূবের আকাশ লাল।
কত শহীদের জমাট রক্ত,
স্মরণে রয়ে চিরকাল।

দেশমাতার বন্দি দশা, সেদিনও
ছিলো কত বেইমান।
নামেতে স্বাধীন, কিন্তু পরাধীন,
আজও কত শয়তান।

মিছিরির ছুরি,কত বাহাদুরি
15ই আগস্টে পতাকা উত্তোলন।

লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ নিয়ে,
কী অভিনয়, কী অশ্রু বিসর্জন।

বিদেশি শৃঙ্খল,মায়ের মোচন,
সন্তান অবিচল লক্ষ্য।
এখন স্বাধীন ভারত,দেশি শৃঙ্খল
লুঠেরা উপনিবেশে দক্ষ।

শান্তি পেলো না তাঁদের আত্মা
এ কোন স্বাধীন ভারত।
শুধুই শোষণ মনীষী বরণ,
বড় কর্তা তোষামোদ।

ভারতবাসী ভোলেনি তাঁদের,
স্মরণে অমর বলিদান।
ইতিহাস থেকে যতই সরাক,
হৃদয় মনিকোঠায় স্থান।

শহীদ বেদীতে পুষ্প স্তবক,
মনীষী মূর্তিতে মাল্য দান।
এসো, ধরো হাত, সংকল্পে
অটুট,
দেশমাতার জয় গান।

12. সুন্দর ভোরের ছবি

সুন্দর ভোরের ছবি,
উদ্ভাসিত রবি ওই পূবে।
সবুজ গ্রাম সবুজ মাঠ,

ধরণীর কোলে এমনি রবে।
বৃক্ষ লতার আড়ালে,

খড়ের ছাউনি,নিকানো
দেওয়াল।
সারি সারি নারকেল সুপারি,

ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাল।

মাঠ ভরা হাঁটু জলে,
সতেজ ধানের গোছ।
শীষ বার হতে মাস দেরি,
পরিচর্যায় রোজ।

সবুজ, আরও সবুজ,
দিগন্তে যে দিকে তাকাও।
চোখ জুড়িয়ে যাবে, বর্ষায়
একবার যদি যাও।

যত দূর চোখ যায়,
ছবির মতো সব গ্রাম।

মেঠো পথ ঐকে বেঁকে,
কত নাম ধাম।

আকাশ নীল, মেঘ বলাকা,
উড়ছে ডানা মেলে।
পাখি সব কলরব,
বট আর অশ্বথ ডালে।

13. এ তো ছবি নয়

এ তো ছবি নয়,
পৃথিবীর ক্যানভাসে ছোট এক
গ্রাম।
টিনের ছাউনি, কাঠের তৈরী,
বাড়ি,
কী যেন গ্রামের নাম!

সবুজ তৃণভূমি, তাল, সুপারি
নারকেল, বৃক্ষ রকমারী।
পাখিরা নিরিবিলি, স্বাধীন ওরা,
কত রঙ বেরঙের বাহারি।

ভোরের আলো ফোটার

আগেই,
পাখিরা ওঠে জেগে।
কিচিমিচি কত সুর তার,
কী ভালোই লাগে।

নীল আকাশে, নীল সাগরে
পেঁজা তুলোর ভেলা।
দিকে দিকে কাশ ফুল,
আর শিউলি ফুলের মেলা।

ছোটো গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে,
চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর।

সবুজ ঘোমটায় আড়ালে,

অপরাজিতা নীল নীলাম্বর।

রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়ে,
শিশির ঢাকা ভোরে।
ঘাসের ডগায় মনি মুক্তো,
ঝরে মাটির পরে।

বৃক্ষ শাখে কচি পাতা,
শরৎ হাওয়ায় দোলে।
শীতের আঁচড়, ভোরের ছোঁয়া,
শীত এলো চলে।

14. বাইশে শ্রাবণ , তোমার স্মরণে

এমনি দিনে তুমি চলে গেলে,
দিয়ে গেলে অমূল্য রতন।
রেখেছি সাজায়ে মনের
গভীরে,
দিবা নিশি করিয়া যতন।

সাহিত্য ভাষারে তব, মনি
মানিক্য রত্ন ভাষার।
যার তুলনা তুমি নিজে কবি,
গান, গল্প, উপন্যাস বিবিধ

বাহার।

সকল ঋতুতে প্রকৃতির সাথে,
সুখে, দুঃখে ও প্রেমে।
কলম তোমার অবিচল
জাদুকর,
বাইশে শ্রাবণে গেছে থেমে।

তোমার মহিমা দিকে দিকে
দেশ হতে দেশান্তরে।

শ্রষ্টা তুমি, সৃষ্টি নিয়ে,
বেঁচে আছ চিরকাল ধরে।

প্রণাম শত কোটি , আমি ক্ষুদ্র
অতি,
যেন তোমার পরশ টুকু পাই।
মহামানব, তুমি সাগর সলিল,
তুমি, তোমার গভীরতাই।

15. দুটি পাখি ফেরেনি নীড়ে

আজ দুটি পাখি ফেরেনি নীড়ে।
সন্ধ্যা নামে, মন চায় নি,
এখনো গাছের ডালে।
পূর্ণিমা চাঁদ গাছের ফাঁকে,
ওরা দুটিতে পাশাপাশি বসে,
যেতে কী পারে এমন চাঁদকে
ফেলে।
আজ দুটিতে মন কষাকষি,
নিভুতে সন্ধ্যায় বসে।
প্রেম বিরহ আসে আর যায়,

দুটি মন এক হতে এই তো
সময়।
ছিলো দুটি, দু ডালে,এল
পাশাপাশি প্রেম একে বলে।
মিটি মিটি তারা, হাসে
মিটিমিটি,
চাঁদ বিস্ময়ে!ওরা কত
অভিমानी।
জোহনা ভাসিয়ে রাতের
আকাশ,

ওদের দুজনের কানাকানি।
প্রেম ভালোবাসা কতই নেশা,
বিরহে পাগল প্রায়।
জীবনটা হতাশা,আশা
পরিপূর্ণ ভালোবাসা,
ওরা ফেরে নিজের বাসায়।
অভিমাণে নিবিড় প্রেম, চাঁদিনী
রাত,
জীবনে বিরহ, প্রেম, হতাশা
ও ভালোবাসা, সবই বিস্ময়।

16. মেঘ ভাঙা বৃষ্টি

দুপুরে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এলো,
আকাশ জুড়ে মেঘ।
মেঘ ভাঙা সে প্রলয় বৃষ্টি,
কী করে করি উল্লেখ!

ঘন ঘন বাজ পড়ছে,
কেঁপে উঠছে দিক।
বিজলী চমক গগন ভেদি,
চোখ ঝাঁপিয়ে ধিক।

আধঘন্টা অধিক জোরে,
একটু থেমে আবার।
চোখের সামনে মাঠ ছাপিয়ে,
রাজপথে রাস্তার অধিকার।

রাস্তা জুড়ে হাঁটু জল,
কোথাও আরও অধিক।

যান চলাচল বিপর্যস্থ,
ভাসছে চারিদিক।

ছুটির ঘন্টা বাজলো যখন,
বৃষ্টি প্রবল বেগে।
ছাত্র ছাত্রী বাড়ির পথে,
পথ নেই আর জেগে।

বৃষ্টি ভিজে কী আনন্দ আজ,
সাইকেল কিংবা হেঁটে।
অন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে সবাই,
বিশাল যানজটে।

ছোট্ট শিশু মায়ের কাঁধে,
চারি দিকেই হাঁটু জল।
রেন কোর্ট পরে পুতুল পুতুল,
মায়ের কী আদর বল!

ভয় পায় না কেউ তখন,
বাড়ি ফেরার তাড়া।
বৃষ্টি সাথে বিজলি ঝিলিক,
শ্রাবণ -এ এমন ধারা।

অটো, ট্যাক্সি এতো জলে,
হয়ে গেলো স্টার্ট বন্ধ।
জলের তলায় রাজপথ তো,
গর্ত, খানা খন্দ।

ঘন্টা তিনেক তুমুল বৃষ্টি,
রাজপথ ডোবা,পুকুর।
জল পথ বন্ধ সবই,
মেঘ ভাঙা এই দুপুর।

17. দেশ এগিয়ে

দেশ এগিয়ে, মানুষ এগিয়ে,
শিক্ষিতের হার বেশি।
খাতায় কলমে, মিডিয়া প্রচারে,
দেশের নেতারা বেশ খুশি।

কৃষি কমেছে, শিল্প কমেছে,
আরও উন্নতিতে কাট মানি।
কয়লা চুরি, বালিচুরি, গরু চুরি,
রেশন চুরি, চাকুরী চুরি, এটাই
শিল্প জানি।

উলঙ্গ রাজার উলঙ্গ পারিষদ,
কী উল্লাস, কী আশ্চর্যলন!
জনগন জেনেও ভয়ে বলছে,
পরনে ওদের অদৃশ্য আচ্ছাদন।

শাসন শোষণ নব কৌশল,
উন্নতি উন্নতি কত স্লোগান।
ভেদা ভেদে কোমর
বেঁধে, প্রচারে
যীশু, আল্লাহ, ভগবান।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব বড় মানুষের,
আমরা শুধু হাত তোলা
জনগন।
রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে, বাঁচতে
এটাই তো মানুষের উন্নয়ন।

রাজপথ শুধু নালা নদী খানা,
খন্দ,

রাস্তা খুঁড়ে শুধু টালবাহানা।
সময় মতো হয় না কাজ,
বাঁ হাতের শুধুই আনাগোনা।

বর্ষা এলেই নদী বাঁধ,
কোদাল নিয়ে তখন ছুটোছুটি।
বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা,
সেখানেও অনেক কলকাটি।

ভিন্ন প্রকল্পে ভিন্ন টাকা,
অদৃশ্য অনেক হাত।
দেশ চলছে শুধুই প্রচারে,
কী জানি অমাবস্যা না পূর্ণিমা
রাত!

18. বৃষ্টি ভেজা ঝড়ো রাত

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে,
বৃষ্টি হবে শুরু।
বাঁশের বনে জমাট আঁধার,
বুক করে দুরু দুরু।

দমকা বাতাস বহিছে এখন,
রাত্রি দ্বি প্রহর।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে,
শিয়াল ডাকে জোর।

দূরে ওই আমার বনে,
মিটিমিটি আলো জ্বলে।
জোনাকিরা বৃষ্টি ভিজ়ে,
ওই আলো দেয় যে জ্বলে।

বৃষ্টির ছাট জানলা দিয়ে,
আমায় পরশ করে।

রাত্রে একা শ্রাবণ রাতে,
মনে নেশা ধরে।
বৃষ্টি এখন মুসল ধারে,
থামবে বলে হয়না মনে।
খানা ডোবা জলে ভরে,
নিঝুম রাতে ব্যাঙ এর গানে।

তারার দলের আজকে ছুটি,
চাঁদ ফিরছে মেঘে ঢাকি।
ছুটো ছুটি মেঘের সাথে,
ক্লান্ত তারা বড়ই দুঃখী।

ঝাঁঝ পোকাকার কলরবে,
ঘুম যে আমার কখন হবে।
লাগছে ভালো শ্রাবণ এলো,
বৃষ্টি মুখর রাতটি যাবে।

বুঝতে পারি নদীর ঢেউয়ে,
তীরের মতো বৃষ্টি ঝরে।
ঝড়ের দাপট এরই সাথে,
ঢেউয়ের তালে নিত্য করে।

বন লতা স্নানে মেতে,
আঁধারে সে আছে ঢেকে।
পাখিরা নীড়ে বসে,
দুলছে বাসা ,ভয়ে দেখে।

রাতের পাখি একটু ডেকে,
নীড়ে এখন গেছে ঢুকে।
আমি আছি বিছানাতে,
বৃষ্টি ভেজা ঝড়ো রাতে
আমি আছি মহাসুখে।

19. ছোট্ট জীবন

কাজের তাড়া ওরে দাঁড়া,
একটু দেখে যা।
স্ত্রী পুত্র কন্যা ঘরে,
অসুস্থ বাবা মা।

তোরে ওপর তাদের ভরসা,
করবে যে আবদার।
মানছি আমি ছোট্টার যুগে,
কর্ম ব্যস্ত জীবন তোমার।

যে কাজটা ভাবছিস ওরে,
ওটা হবে পরে।
কর্ম তো হবেই হবে,
কর্তব্য টা সেরে।

হঠাৎ যদি ওপারের ডাকে,
চলে যেতে হয়।
সবই রইবে পরে রে ভাই,
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব,
কেউই তোমার নয়।

চাইলে পরে পাবি নারে,
ওদের সময় দিতে।
ওরা তোরে চিনবে নাতো,
চাইবে তোকে ভুলতে।

কর্ম কর, কর্তব্য কর,
চলো ধর্মের পথে।

ঈশ্বরে ভক্তি রাখ,
থাকো সবার সাথে।

মূল্যবান ছোট্ট জীবন,
হেলায় হারাস না আর।
অবহেলায় ,ঘোড়দৌড়ের,
কি প্রয়োজন তার।

বাবা মায়ের স্নেহে,
তুই তো এত বড় হলি।
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা তোর তো,
পয়সার লোভে ,সবই গেলি
ভুলি।

20. শরৎ এলো বর্ষা গেলো

মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া।
আকাশ জুড়ে মেঘ ছুটেছে,
ফিরে যাবারই তাড়া।

হিমের পরশে বাতাসে বাতাসে,
খবর পেয়েছে তারা।
হয়েছে সময়, পাতা ঝরানোর,

বনে বনে তারই তাড়া।

শরৎ প্রভাতে শিশির পায়,
হালকা হিমেল হওয়া।
হাঁটিতে পথে পূজার গন্ধ,
মাকে ফিরে পাওয়া।

ঢল ঢল করে জল,
দিঘি ভরে ,ফুলে ফুলে।
মেঘেরা ফিরিছে দূর পরবাসে,
বিদায় নিয়েছে আঁখি জলে।

21. আনন্দে থাকবো

আনন্দে থাকা, ভালো থাকা,
সহজ কিন্তু নয়।
ধন দৌলত যতই থাকুক,
মন যদি দিল দরিয়া হয়।

মনটা যত উদার হবে,

মেঘ সরিয়ে সূর্য উঠবে,
কালো মন আলো হয়ে,
আনন্দে মন ভরে যাবে।

ভালো করে বাঁচার জন্য
যা কিছু প্রয়োজন।

তার থেকে আরো চাওয়া,
লোভে পাপে ,ভরবে ভোলা
মন।

দুঃখ কষ্ট আসবে যাবে,
মেঘ করলে বৃষ্টি হবে,

আবার নীল আকাশ,
নীল আকাশ ই রবে।

বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন,
সবার নিয়ে ভুলবে এ মন।
আনন্দে হাসি গানে,
তোমার হৃদয় ভরবে যখন।

একা আসা একা যাওয়া,
সঙ্গে কিছু ছিলো নাতো।

যাবার সময় একা যাবি,
ভাবছি কেনো এতো শত।

যতদিন আছিস ভবে,
ধর্ম কর্ম সবই হবে।
মিথ্যা মোহে ঘুরে ঘুরে,
পাড়ের কড়ি কেই বা দেবে?

আনন্দে তে থাকব মোরা,

সাধন ভজন করবো।
ন্যায়ের পথে সবার সাথে,
হাতে হাত রাখবো।

ঈশ্বরে ভরসা রাখি,
ভবের কান্ডারী যিনি,
বিপদ সাগরে পার করে,
সন্তানের ই দেবেন তিনি।

22. জীবনটা

জীবনটা তোমার, জীবনটা
আমার
জীবনটা অন্য জনের।
জীবনের চলার পথ,
কখনও সোজা, কখনো কঠিন,
বিপদ সংকুল।
এটাই অঙ্গ জীবনের।
হাঁটতে হবে, ছুটতে হবে,

ক্লান্ত হলে বসতে হবে।
আবার তোমার চলতে হবে।
হঠাৎ যদি বসেই যাও,
জীবনটা তো থমকে যাবে।

চলার পথ সমতলে নয়।
ওটা চলে গেছে,
সমতল ছেড়ে পাহাড় শিখরে।

উঁচু নিচু পথ, বড়ই বন্ধুর,
শিখর কিন্তু অনেক দূর।
স্থির মতি ধীর গতি,
লক্ষ্য শিখর দেশ।
সকল খেলায় হার জিত
থাকবে,
লক্ষ্য স্থির রেখে চলবে।
যা ঘটে ঘটুক অবশেষ।

23. নিভতে

নীরব নিভতে বসিয়া ধ্যানে,
তোমারও কথা পড়ে মনে।
প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে,
মনকে সেদিন ভোলালে।
কখন ফুল হয়ে, পথ ভুলে,
আমার আঙিনায় তিমি গন্ধ
বিলালে।
কখন ভোরের পাখি, আমায়
বলে,

গান শুনিye গেলো চলে।
সেদিন শিশির হয়ে, ঘাসের
জলে,
আমার পা ভেজালে।
ভোরের তারা হয়ে, আমায়
ভুলে,
সেদিন পথ দেখালে।
চাঁদ হয়ে, রাত জেগে,
কেন সেদিন আমায় তুমি

জাগালে?
গোধূলির আলোয় সেদিন,
কতো করে আমায়, তুমি
ডাকলে।
সেদিন থেকে তোমার ধ্যানে,
মুগ্ধ আমি তোমায় নিয়ে।
স্বপ্ন নিয়ে বিভোর হয়ে,
রূপে আমায় ভরিয়ে দিলে।

24. দিঘা ভ্রমণ সূচি

76 ব্যাচ তৈরি এখন,
দিঘায় তাঁরা যাবে।
13ই মার্চ খুব ভোরে তে,
সবাই রহ না হবে।

ভ্রমণ সূচি তৈরি হলো,
আজকের আলোচনায়।
হাওড়া পর্যন্ত জুটি তৈরি,
কোন জুটি,কোন গাড়ি,
যাবে ভোরবেলায়।

এক কাঁদি পাকা কলা,
বাগান থেকে যাবে।
প্রাতঃ ভোজের বাকি খাবার,
ট্রেনে কেনা হবে।

দিঘায় পৌঁছে সবাই,
গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছে

যাবে।
দুপুরে সমুদ্রে , স্নান সেরে,
দুপুরের খাওয়া হবে।

অল্প গড়িয়ে, দুপুর পেরিয়ে,
নুতন ও পুরনো দিঘার আসে
পাশে দর্শনীয় সব কিছু ই
দেখা হবে।

তার পরে সমুদ্র তটে,
ঝালমুড়ি, চা, কফি,
আরো যেনো কি কি
খাওয়া হবে।

পরের দিন ভোর ছটায়,
আবার রহনা হবে।
তালসারি, বিচিত্রপুর,চন্দনেশ্বর
দেখে ,হোটেলে ফিরে আসবে।

দুপুরের খাওয়া সেরে,
আবার রহ না হবে।
এবার মন্দারমনি, তাজপুর,
সংকর পুর,দেখে,
সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরবে।

সমুদ্র ত টে হইছল্লোড়,খুনসুটি,
অনেক কিছু হবে।
তার পর হোটেলে ফেরা,
রাতের খাওয়া খেয়ে,
ব্যাগ গুছিয়ে এবার নিতে হবে।

পরের দিন সমুদ্র ঘুরে,
হোটেল ঘুরে,স্টেশনে
ফিরে আসবো।
দুপুর গড়িয়ে বিকেলে,
কলকাতায় পৌঁছাব।

25. ফাগুন লেগেছে

ফাগুন লেগেছে, ফুল ফুটেছে,
বনে বনে।
বসন্তের হওয়া, আকাশে
বাতাসে,
ছোঁয়া লেগেছে , মনে মনে।

দখিনা বাতাসে হোলি খেলা।
শিমুল,পলাশ, কৃষ্ণচূড়া,
লালে লালে,
ফুলের মেলা।

কোকিলের ডাক ,

আনাচে কানাচে।
পাখিরা উড়ছে,
নব উচ্ছ্বাসে।

হোলি উৎসবে, মাতোয়ারা
ধরনী।

রঙে রঙে,
বসন্ত উৎসবে,
কি অপরূপ লাভনী।

প্রজাপতি আজ ,
রঙের খেলায়,

মাতল যেনো উজান ভেলায়।
ভ্রমরের গুঞ্জন,
বনে বনে ফুল বন,
ডাকিছে "আয়" "আয়" "আয়"।

গোধূলী বেলায়,
সূর্য ছড়ায়,
আবীর মুঠো মুঠো।
নদীর জলে,হোলি খেলে,
নিজের মনের মতো।

26. হোলি

হোলির রঙে রাঙিয়ে নেবো,
তোমার আমার মন।
বয়স বলে মানবো নাকো,
এখনো সজীব মন।

হোলির দিনে ফিরে যাবো,
অতীত কোনো দিনে।
রঙ মাখিয়ে রাঙিয়ে দিলাম,
সেদিন পড়ে মনে।

লাজে রঙে মুখ ঢেকেছ,
আমায় রাঙিয়ে দিয়ে।
ফাগুন ছোয়ায় আমার মনে,
স্বপ্ন তোমায় নিয়ে।

সেই রঙ আজো আছে,

এই বয়সে মনে।
চলো আজ রঙ খেলি,
আমার সুরে, তোমার ই গানে।

সে দিনটা সেদিনের মতো,
ফিরবে না কোনো মতে।
তুমি আছো আমি আছি আজও
দুজনে দুজনার সাথে।

মনের মতো মাখবো রঙ,
ভাসবো রঙিন ভেলায়।
ডুববো আজ সারাটা দিন,
রঙিন রঙের খেলায়।

সে দিনের সকাল তুমি,
আজকে দিনে রাত।

সে দিনের ভালো লাগা,
শক্ত করে ধরা, আজকে
তোমার হাত।

এসো এসো হোলি খেলো,
রঙ বে রঙের রঙে।
ফাগুনে বসন্ত ছোয়া,
প্রেম জেগেছে সবার মনে
মনে।

ফাগুন এলো বসন্ত এলো,
হোলি এলো সাথে।
রঙে রঙে রঙিন এ মন,
সবাই সবার সাথে।

27. হোলির রঙে রঙ ধরেছে

হোলির রঙে রঙ ধরেছে,
সবার রঙিন মনে।
কৃষ্ণচূড়ায় ফুল ধরেছে,
পলাশ, শিমুল বনে।

সকাল থেকে নাচে গানে,
রাজপথের অনুষ্ঠানে।
মাতল ও সবাই রঙে রঙে,
বসন্তেরই আগমনে।

পথে ঘাটে ঘরের কোণে,
রঙ লেগেছে সবার মনে।
প্রেমের পরশ সবকিছুতেই,
ফুল ফুটেছে বনে বনে।

কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যে,
হোলির গান একই সুরে।
ফাগুন বাতাস দখিনা বায়ে,

মিলন বার্তা ঘরে ঘরে।

এসো এসো এসো সবে,
রঙ ছড়িয়ে, মন মাতিয়ে যাই।
উৎসবের ঘনঘটায় দিনটা
কাটুক,
পূর্ণিমা তিথি। রাধা কৃষ্ণ এর
দোলযাত্রায়।

28. সেই গ্রাম

সবুজে সবুজে ঘেরা,
কি অপরূপ গ্রাম খানি।
"বৌ কথা কও" ডাকছে সেথা,

এ তো সেই স্বর্গ জানি।
বড়ো বড়ো গাছ,

বাঁশ বন ঝুঁকে ঝুঁকে।
তারই পাশে নদী এক,
চলে একে বেঁকে।

নদী পাড়ে মেঠো পথ,
সোজা গেছে চলে।
ঝাউ বন দুই ধরে,
আছে হেলে দুলে।

গ্রামে যেতে এই পথ,
বামে গেছে ঘুরে,
সোজা গিয়ে এই পথে,
কত গ্রাম পড়ে।

সারাদিন এই পথে,
কতো লোক চলে।
এই গ্রামে বেশী লোক,
চাষী আর জেলে।

পাখি কতো ডালে ডালে,
ফুল আছে বনে বনে।
প্রজাপতি ডানা মেলে,

ভ্রমর এর গুঞ্জে।

বর্ষায় নদী জল,
দু কূল ছাপিয়ে।
মাঠে গ্রামে ঢুকে পড়ে,
চাষীদের কাঁদিয়ে।

চৈত্রের দুপুরে,
হাঁটু জল নদী ঘিরে।
মাছ ধরার ভিড় লাগে,
কাঠ ফাটা রৌদ্রে।

বকেরা মাছ ধরে,
কাদা জল যেখানে।
শালিকের হাঁক ডাক,
স্নান করে সেখানে।

পায়রা স্নান সেরে,
পাড়ে গাছ বসে ডালে।

পালকের জল ঝাড়ে,
ওরা সব দলে দলে।

কাদা খোঁচা পাখি সব,
ফুটি ফাটা রৌদ্রে।
কাদা ঘেঁটে দেখে তারা,
খায় তারা মাছ ধরে।

চাতক পাখি জলের খোঁজে,
কোথায় যেন ডাকছে বসে।
কোকিল ডাকে আমের বনে,
চড়াই ডাকে চালে বসে।

পাখিদের কলরবে,
মুখরিত গ্রাম গুলো।
সুখ দুঃখ মিলে মিশে,
কতো শান্তির গ্রামের ধুলো।

29. ওরা হাঁটে

দুটি শিশু।
বোঝেনা কিছু।
হাঁটে দুজনে আপন মনে,
রাস্তার দু পাশে,
পুকুর,ডোবা,নালা,
কাঁটা ঝোপ ঝাড় কতো আছে।
সামনে এগিয়ে,
রাস্তা উঁচু নিচু,
চলে গেছে ওই পাহাড়ের
কোলে।
ওরা কিছুই ভাবেনা,
ওরা বোঝে না বলে।
ওই রাস্তা পাহাড় কে জড়িয়ে,
লাতার মতো গাছকে পেঁচিয়ে,

উপরে,
আরও উপরে
চলে গেছে।
রাস্তার এক ধারে খাদ
সামনে চড়াই উৎরাই।
ওদের কোনো ভ্রক্ষেপ নেই।
ওরা বোঝে না বলে,
ওরা কিছুই ভাবেনা।
ওরা হাঁটে ধীর পায়ে।
স্বাধীন লক্ষ্য হীন।
ওরা কিছুকে ভয় পায় না।
কতো বিধি নিষেধ,
পরাদীনতার শৃংখল ওরা
পড়েনি।

তাই ওরা কিছুই বোঝে নি।
ক্ষত বিক্ষত সমাজ,
বেকারত্বের হাহাকার,
রাজপথে মুখ খুবড়ে পরা,
আগামী দিন,রাজনীতির ঘোলা
জল।যন্ত্রনায় ছাত্র সমাজ।
কতো প্রশ্ন তাদের সামনে
আজ।
দুটি শিশু হাঁটে।
ওরা কিছু বোঝে না।
ওরা কিছুই ভাবে না।
আগামী দিনে ওদের সামনে,
কি পথ দেখাবো?জানিনা।
এর উত্তর হয়না যেনো,

যুব সমাজের অধঃপতন।
নূতন সৎ নেতা নেত্রীর , আজ
বড় প্রয়োজন।

30. খুঁজে ফিরি

আমি যাযাবর,
এদিক ওদিক ঘুরি,
খুঁজে ফিরি তারই।
সেদিন সন্ধ্যা। তুমি অষ্টাদশী।
শ্যামল বরণ, সজল নয়ন,
ধীর চরণ। তব চঞ্চল মন।
তুমি ছিলে ঘিরে,
হাজার তারার ভিড়ে।
আমি ছিনু দূরে দাঁড়িয়ে,

তুমি দেখিলে ক্ষণিক তাকিয়ে।
আমাকে দিলে যে ভরিয়ে।

ভালো লাগা ভালো বাসা,
,জানি তোমার আমার,
কিছুই সেদিন ছিল না।

দিনে দিনে আনমনে,
সে দিনের তোমাকে,
ভোলা তো আজও গেলো না।
ভাবি মনে ,সেদিনের কোনো
কথা,
কিছুই কি তোমার মনে আজ
পড়ে না?

আজ তুমি ,কোথায় আছ,
কেমন আছ।

আছ কি না জানিনা।
সমতলে, সাগরে, পাহাড়ে,
মরুপ্রান্তরে। ঘুরেছি অনেক,
আশায় বুক ভরে।
তোমার ছলনায় ,আর দেখা
হলো না।

সেদিনের সেই স্মৃতি,
রাখি আমি গোপনে।
হয়তো আবার দেখা, হয়তো
হবে,
তোমার আমার মরনে।

31. দিঘা ডাকে

দিঘা ডাকে আয় আয়,
তোরা চলে আয়।
আমারে সঙ্গী করে,
ক দিন থেকে যা।

আমার জলে গা ডুবিয়ে,
একটু বসে যা।
ঢেউয়ের ছোয়ার পরশ নিতে,
আমার কাছে আয়।

আমার বয়স অনেক হলো
তোদের চেয়ে কত শত।
হয়ে আছি এখনো

তোদের মনের মতো।

হৈ হুল্লোড় আনন্দে তে,
থাকনা এসে আমার সাথে।
রাতের ঢেউয়ে চাঁদের আলোয়
মানিক জ্বলে ,আয়না রাতে।

তোদের নিয়ে আমি সুখে,
আপন বলে কে আর আছে।
দিনে সূর্য রাতে চাঁদ,
এরাই আপন, এরাই কাছে।

আমার কাছে আসবি,

আমায় ভালো বাসবি।
যাবার সময় ভুলে গেলেও,
মনে পড়লে আবার ফিরে
আসবি।

এটাই আমার ঘর,
এটাই আমার বার।
সব সময় তোরাই আপন,
কেউ নয় আমার পর

সবার কাছে একটা কথা,
বলার আমার আছে।

সুন্দরী করে রেখে আমায়,
কাজের ফাঁকে আমায় তোমায়।
এসো কিন্তু কাছে।

32. লাল মাটির পথ

সামনে লাল মাটির পথ,
গেছে চলে অনেক দূরে।
দুধারে
পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ার,
ডালে ডালে, ফুলে ফুলে ভরে।
ঝরা ফুল পথে পড়ে,
ঝোপ ঝাড় চারিধারে,
লতা পাতা, বড় গাছ জড়িয়ে।
কাঁটা বাবলা মাঝে মাঝে,
ছোটো বড়ো কতো আছে,
কেউ কেউ, সব গাছ ছাড়িয়ে।
পথে যেতে পরে দুধারে,
দশ বারোটি গ্রাম।

সবুজ গ্রাম সবুজ মাঠ,
বিচিত্র সব নাম।
দূরে পথের বাঁকে বট এক,
হাত পা ছাড়িয়ে,
বাঁধানো চারি ধার,
কতো যুগ দাঁড়িয়ে।
ভোর থেকে পথ চলা,
সারাদিন, রাতও হয়ে গেলে।
ভ্যান, রিকশা, গরুর গাড়ি,
মোটরভ্যান, সাইকেল চলে।
পূজা, পার্বণ, মেলা, হাট,
গ্রামে গ্রামে বসে।

সব গ্রামের লোকজন,
সব গ্রামেতে আসে।
গ্রামে গ্রামে যোগাযোগ,
নিবিড় সম্পর্ক কতো আছে।
ফসল ভরা মাঠ, গোলা ভরা
ধান,
পুকুর ভরা মাছ।
দুঃখ আছে, সুখও তাদের
কাছে।
লাল মাটি র পথএ
ফুল পড়ে বারে।
কতো দিন হয়ে গেলো,
আজও মনে পড়ে।

33. "ট্রেন ছেড়েছে"

ট্রেন ছেড়েছে, সবাই চলেছে,
দিঘা দিঘা দিঘা। দিঘা সুন্দরী।
সুন্দরী ডাকছে, ট্রেন চলছে,
আমি তুমি, আহা মরি মরি।
আসনে বসে নেই কেউ,
সবাই উল্লাসে, মনের আনন্দে,,
স্বপ্নে বিভোর।
ট্রেন ছুটছে, সবাই দুলছে,
মাঠ ছাড়িয়ে, দূরে দূরে মেঠো
ঘর।

ঘর ছেড়ে দূরে,
দিঘা বালুচরে,
চলো চলো যাই সবাই।
সব কিছু ভুলে,
ট্রেন দ্রুত চলে,
সবার ব্যস্ততার অন্ত নাই।
বয়স ভুলে, আজ শিশু হলে,
দুষ্টমিতে শিশু কাল হারে।
মা নেই সাথে, কোথায় যে
আছে,
কে সামলাতে পারে?

সূর্য উঠে আলো ছড়িয়ে,
পথে নদী বহে।
মাছ ধরছে, নৌকা সাথে,
ট্রেনটা এখন থেমে।
মাঠে মাঠে ফসল ভরে,
গ্রামগুলো ওই পথে পরে,
দিঘা যেতে অনেকটা পথ
বাকি।

34. দিঘার প্রথম দিন

ট্রেন এলো সাড়ে দশটায়,
বেশ বেলা হলো।
চা ,কেক খেয়ে সবাই, সমুদ্রে,
পাড়ি দিলো।

চেউয়ের সাথে নৃত্য করে,
স্নানটি সারা হলো।
গড়া গড়ি হাবু ডুবু,
নাকে মুখে নোনা জল,
ঘন্টা খানেক কাটিয়ে দেওয়া

গেল।

ক্লান্ত দেহ,জোরালো খিদে,
হোটেল এলাম ফিরে।
ভাত,সুজ্ঞ ,ডাল, আলুর চিপস,
বড় পার্সের ঝাল, চাটনি,পাঁপড়,
মৌরি সবার পরে।

দুপুরের খাওয়া জমিয়ে হলো,
দু ঘন্টার rest.

বিকেল এদিক ওদিক ঘুরে,
সন্ধ্যায় old দিঘায় অবশ্যই
best।

হোটেল ফিরে চা পকড়া,
জমিয়ে হবে খাওয়া।
রাতে হবে চিকেন কষা, ভাত
কিংবা রুটি।
সঙ্গে থাকবে সবজি,ডাল।
এই ভাবে কাটবে দিন একটি।

35. মা আমার কালো মেয়ে

মা মা বলে ডাকি তোরে,
সাড়া তুই দিলি নারে।
মুখ ফিরিয়ে রহিলি কেন,
দূরে কেন সন্তানারে।

কালী কালি বলে ডাকি,
তুই তো আমার কালো মেয়ে।
রাগ করিস না , তুই তো মাগো,
থাকনা ঘরে আলো হয়ে।

তুইতো কালো জগৎ আলো,
তোর আলোতে ধন্য হল,
রামকৃষ্ণ,বামাখোপা ,রামপ্রসাদ।
মেয়ে আবার কালো কিরে,
আলোয় ভরা আমার এ ঘর।

মুন্ডু মালা গলে ,হাতে,
দুষ্ট দমন ভয়ঙ্করী।

এ জগতে কতো লীলা,
তুমি মাগো অধিশ্বরী।

তোমার মহিমা কি করি বর্ণনা,
তুমি যে আনন্দময়ী।
শান্ত স্নিগ্ধ রূপ দেখা মা,
তুই যে আমার করুণাময়ী।

36. ঝাউ বনে

ভোরের ঝাউ বনে,
আমরা দুজনে, সামনে সমুদ্র
সৈকত।
ভাঁটার টানে সমুদ্র দূরে,
উন্মুক্ত বেলাভূমি,
ভোরে হাঁটার পথ।

জন সমাগম ভোরেই তখন,
সূর্য ওঠেনি এখনও।

হিমেল বাতাস বহিছে,
স্নানে কেউ নামেনি তখনও।

কারে যেন কথা দিয়ে,
সৈকতে আসেনি তখনও।
একা বসে নীরবে, তাকায়
সমুদ্র পানে ,
ওই দূর শূন্যে।

ঘরে ফেরা চাঁদ,
উঁকি মারে ওই।
তারাদের দেখা আর নাহি পাই।
পাখিরা উড়িছে দল বেঁধে তারা,
নীড়ে বসে তারা নাই।

ঝাউ বন কত মনোরম,
কতো স্মৃতি কত ক্ষণ।
হারিয়ে পেয়েছি আমরা দুজনে,

দিঘার প্রিয় এই ঝাউ বন।

আজ মৃত প্রায় এই ঝাউ বন,

কৃত্তিম ভাবে সেজে ,দিঘা
সুন্দরী।

চোখে তাঁর জল,করে ছল ছল।

মরমে মরিয়া, ঝাউবন ছিল,
অতীতের সাথী তারই।

37. রূপকের জন্ম দিন

তোমার জন্ম দিন আসুক
বারে বারে।

আমাদের 76 ব্যাচের শুভেচ্ছা,

রহিলও তোমার পরে।

তোমার সাথে আমরা যেন,

আনন্দে তে হারিয়ে যেতে চাই।

রূপক ভাই সবার সাথে,
সঙ্গী হয়ে তাই।

38. মন ফিরল না

ফিরি ফিরি বলে মনে করি,
পেছনে কে যেন টানি?
ছেড়েও ছাড়ে না,মন তো
মানেনা,
সুন্দরী দিঘা, তাকে বহু দিন
চিনি।

কদিন তোমাকে নিয়ে,
আমাদের মন নিয়ে,
যে খেলা খেলিলে।
কানে কানে কত কথা,
হাসি কান্না সুখ দুঃখ

কত ব্যথা।

তুমি গোপনে যে জানালে।

ফিরেও হবেনা ফেরা,
ঘরে মন বসে না।
বারে বারে মন ফেরে,
তুমিতো বিদায় দিলে না।

দিঘা সুন্দরী,
তুমি মোহ ময়ী,
তোমার ছলনা, বুঝেও বুঝিনা।
মনে কি পড়ে?আগেও ফিরেও,

তোমাকে ভোলা কেন
গেলোনা।

আবার আসবো ফিরে,
স্বপ্ন তোমায় ঘিরে,
ভুলেও তোমায় ভুলবো না।
অবসরে সব গেছে দূরে,
তুমিতো আছো,আগেও ছিলে,
আমাকে কখনও ,ভুল তুমি বুঝ
না।

39. দিঘা ভ্রমন

সব শেষ অবশেষ,
কেটে গেল তিন দিন।
কলা দিয়ে শুরু মিষ্টি তে শেষ,
স্মরণে রবে বহুদিন।

একুশ জন মিলে,
দিঘাতে এলে।
বাকি সকলে আসেনি হয়তো,

মনটা তাদের আমাদের সাথে,
স্বপ্নে ভাসিয়ে দিলে।
এ কম কথা নয় তো।

এখানে আমরা, দূরেতে
তোমরা,
উৎসাহ দিয়ে গেলে।
চাই ,পরের বারে আসবো

সকলে,
একসাথে যাবো মিলে।

অবসরে সকলে মিলে,
যে বাঁধনে বেঁধেছি নিজেই।
যতদিন বাঁচি সকলেই আছি,
গুটিয়ে নিও না তারে।

এখানে ওখানে গিয়েছি অনেক,
অনেক কিছু দেখেছি।
76 ব্যাচ এক সাথে,
এমন আনন্দ আগে কি

পেয়েছি?
দিঘা ভ্রমণ অতি সাধারণ,
আগে সকলে অনেক ঘুরেছে।

76 ব্যাচের ভ্রমণ অতি
অসাধারণ
আনন্দের জোয়ারে ভেসেছে।

40. 'বসন্তের পড়ন্ত বেলা'

বসন্তের পড়ন্ত বেলা,
সূর্য পশ্চিমে হলে,
আমি অলস ভরে,
বসি আনমনে।
কোকিল ডাকিছে অহরহ,
পেছনের আমার বনে।

পাখিরা ডাকিছে, নিত্য করিছে
ডালে ডালে।
বুলবুলি, চড়াই,
দোয়েল, শালিক।
টুনটুনি কটি, শুধু ছোটছুটি।
দুটি টিয়া আমড়ার ডালে,

কাঠবেড়ালি লেজ তুলে,
মহানন্দে, এ গাছ থেকে,
অন্য গাছে ছুটিছে।
এই অবসরে, সূর্য কখন যেন,
অস্তাচলে গিয়েছে।

শুরু হয়ে গেছে, নীড়ে ফেরা,
বলাকারা পাখা মেলে,
ফিরিছে দলে দলে।
ডাকিছে কতো সুরে,
খুজিছে সঙ্গিনীর এ, বেলা চলে
যায়।
এখন হলো নীড়ে ফেরার সময়।

কেউ নীড় ছেড়ে, গিয়েছিল
অনেক দূরে,
ফিরতে হবে দেবী,
তাদের তাই এত তাড়াতাড়ি।
কোকিল এখনো ডাকিছে,
কুহু কুহু সুরে।
পাখিরা ফিরিছে নীড়ে।

গোধূলী সন্ধ্যায় আঁধার ঘনায়ে,
দিবস বিদায় বেলা।
আবার শুরু হলো আজ,
রজনীর পথ চলা।

41. গুরু গুরু গর্জন

মেঘেদের আনাগোনা,
বহিছে ঝড়ো হাওয়া,
বৃষ্টি হলো শুরু।
তখন মধ্য রাত বোধ হয়।
বৃষ্টি নামার আগে, ঝড়ের
দাপটে,
শুকনো ঝরা পাতা,
উড়িছে ঘুড়ি হয়ে।

অলক্ষ্যে কে যেন দিতেছে,
ঘুড়িতে টান।
এ যেন অদ্ভুত।
এখন মধ্যরাত বোধ হয়।

বৃক্ষ লতা পাতা আনন্দে অধীর,
বৃষ্টি হলো শুরু।
ঝড়ের দাপটে, মেঘ গর্জনে,

বুক তখন করিছে দুরু দুরু।

মেঘের কোলে কোলে,
বিদ্যুতের ঝলক,
চোখের পলকে কাঁপিছে গুরু
গুরু রবে। বৃষ্টির ছাট জানালার
ফাঁকে,
মনে পড়ে না

42. মনে পড়ে না বৃষ্টি,

হয়েছে কবে।

এমন অসময়ে বড় বৃষ্টি,

বড় ভালো লাগে,
ঘুম ছেড়ে বসে থাকি,
আজ আছি জেগে।

""অসময়ে বৃষ্টি""

43. "নদী বহে আপন মনে"

নদী বহে আপন মনে,
কোনো কথা মানে না সে।
সামনে শুধু এগিয়ে চলা,
সাগর তার লক্ষ্য যে।

বাঁধা দেবার আপন জন,
বোধ হয়, কেউ কোথাও নাই।
একলা জীবন বাঁধন হারা,
পেছনে সে তাকায় নাতো তাই।

ঘর তো তাঁর হারিয়ে গেলো,
যে দিন জন্ম হলো।
সে দিন থেকে পথ চলা,
সামনে শুধু চলো।

মনের মানুষ কোথাও যদি,
থেকেও তাঁর থাকে।
বাঁধন খোলা, হ্রম ছাড়া,
কে রুখবে তাকে।

পিছনে যদি তাকায় বা সে,
রাখেনা কিছুই মনে।
সে তো এখন ছুটছে শুধু,
সাগরেরই টানে।

ঢেউকে এখন সাথী করে,
এগিয়ে চলে তারই তালে।
নৌকা, ডিঙি, বাঁধা ঘাটে,
পারাপারে নদীর জলে।

সুখে দুঃখে সবার সাথেই,
নদীই মিশে আছে।
প্রতিদানে নাই প্রয়োজন,
দূরে থেকেও আছে সবার
কাছে।

দুই ধারে ঢালু পাড়ে,
ছলাৎ ছলাৎ আছড়ে পড়ে।
মনের দুঃখ মনের মাঝে,
কে তারে বুঝতে পারে?

স্নানটি সেরে নদীর জলে,
সূর্য ওঠে পূবের কোলে।
সন্ধ্যা নামে, পশ্চিম এ , সূর্য
তখন অস্তাচলে।

দিন কাটে রাত কাটে,
সাগরে সে যে মিশে আছে।
কি প্রয়োজন আসে পাশে,
সাগর তো তার বড়ই কাছে।

নদীকে বলি শুধু,
বহে ই শুধু যাও।
তোমার দুঃখ, তোমার কষ্ট,
তুমি আমায় না হয় দাও।

সুখ টা না হয় থাকুক,
তোমার সাথে।
হাত বাড়িয়ে খুঁজি তোমায়
তোমার হাতটি পেতে।

44. 'ভোর হলে'

এখন আমি অবাক হয়ে যাই।
এ দেশেতে অসৎ বড়,
সৎ এর মূল্য নাই।
ঘরে ঘরে টাকার পাহাড়,
খবরে যেটা পাই।

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ,
এই দেশেতে তাই।
গরু চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি,
কতো কি চুরি হয়।

সব চেয়ে বড় চুরি,
চাকরি চুরি বোধ হয়।
খবরের কাগজ, টি.ভি. মারফত,
এতো কিছু জানা।

আদালতের রায়ে চাকরি
গেলো,
ঘুষের টাকায় চাকরি যাদের
হলো।
যোগ্য প্রার্থী পথে বসে,
কি দোষ তাদের ছিল?

তদন্ত চলছে এখন,
অনেকেই এখন জেলে।
দোষী কি নির্দোষ প্রমাণ হবে,
কোর্টের রায় পেলে।
রাজনীতির কচকচানিতে
কানে লাগে তাল।

আসল দোষী প্রমাণ হোক,
বন্ধ হোক এই চুরি চুরি খেলা।
সব কিছু স্বপ্নের মতো,
পারছিনা আর ভাবতে।
সব অন্ধকার কেটে যাবে,
ভোরের আলো ফুটতে।

45. বুনো দাদু

বুনো দাদু, ভাঙা হাঁটু,
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে।
উপরের কটা দাঁত, গেছে
পড়ে।
নিচের কটা নড়ে।

লুঙ্গি পড়ে গামছা কাঁধে,
খোস মেজাজে থাকে।
খোঁজ করলে চায়ের দোকান,
দাদুর খবর রাখে।

গোলগাল দেখতে তার,
ভুঁড়িটি গেছে বেড়ে।
কম নেই খাওয়া দাওয়ার,
সুগার গেছে ধরে।

প্রেসার টা বাড়ে যখন,
দাদু কুপকাত।

নরেন ডাক্তার নাড়ি টেপে,
ধরে তাঁর হাত।
দাদু কিন্তু খোস মেজাজে,
মনটা সবুজ রাখে।
হোকনা বয়স কিসের তাড়া,
বুড়ো বলবো কাকে?

বন্ধুদের আড্ডা খানায়,
অবশ্যই সে যাবে।
চা সিঙ্গাড়া কয়েক দফা
অবশ্যই অবশ্যই খাবে।

এক কালের ডাকসাইটে সে
পুলিশ অফিসার,
বাঘে গরু এক ঘাটেতে জল
খাওয়াত,
জুড়ি মেলা ভার।

অবসরে খাওয়ার তোড়ে,
বাড়লো দেহের ভার।
শারীরিক সমস্যা থাকলেও
কুচ পরোয়া তার।

বনহারি হালদার, বুনো এখন
নাম,
পাড়ার সে বুনো দাদু,
ছোটো বড় সবার কাছে,
দাদুর অনেক দাম।

গাড়ির ধাক্কায় জখম পায়,
যায়নি সে দমে।
তাঁকে দেখলে মনে হবে,
সত্যি, আমাদেরও বয়সটা গেছে
কমে।

46. আমি একা হাঁটি

আজ সাথী নাই।
সমুদ্র সৈকত, ঢেউয়ে বালুচর,
তুমি নেই তাই।

ঝাউ বন সাথে,

এসেছি রাতে,
আজ ভ

""সবুজে সবুজে জোটবন্ধ
অবসরে""

ছোটো বেলা থেকে,
দিঘা আসি যাই।
বারে বারে মনে হয়

দিঘার সব কিছুই,
নুতন তাই।

একা একা এসেছি,
দুজনেও এসেছি।
76 ব্যাচের সাথে, দিঘা ভ্রমণ,
কি আনন্দ পেয়েছি।
নাচে গানে গল্পে,
কবিতা পাঠে,
স্নানে, চেউয়ের তালে তালে,
আমরা সকলে কদিন মেতেছি।

আমরা আনন্দ পেয়েছি।

অনেকে পারেনি যেতে,
ছিলো কিন্তু সদা সাথে,
ছবিতে, ফোনে, ছিলো
যোগাযোগে।
আনন্দে মেতেছিল তারাও,
এতো আনন্দ পায়নি আগে।
মাঝে মাঝে তাদের মতামত,
সুগম হয়েছে ভ্রমণের পথ।

আগামী দিনে একসাথে চাই,
বাধা বিপত্তি থাকতেই পারে।
হাতে হাত জোটবদ্ধ আমরা,
সবুজে সবুজে অবসরে।

হাসি খুশি মন আমরা এখন,
চলো বেরিয়ে পড়ি।
চাই সহধর্মিনী সহ,
এবারে সবাই আমরা চেষ্টা
করি।

47. "বৃষ্টি ভেজা দুপুর"

মেঘেরা আজ বাঁধন ছাড়া,
চৈত্র দুপুরে,
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, অবিরত ধারা।
আমি এখন দাঁড়িয়ে,
জানালা ধারে।
মেঘেদের গর্জন, শুরু হলো
বর্ষণ,
চারিদিক আঁধারে, গেলো ভরে
যে।
রবির কিরণ, মেঘে ঢেকে
আজ,
হঠাৎ দূরে পরে ওই বাজ রে।

চারিদিক আজ সাজো সাজো
রবে,
এতো দিন পরে বৃষ্টির ফোঁটা,
ভুলে গেছি তুমি এসেছিলে
কবে।

বৃক্ষ, তরুদলে, এই বৃষ্টির জল
সোহাগ করে রে।
পাখিরা অসময়ে কেমন যেনো
থমকে পড়ে।
নীড়ে ফেরার তাড়া যে।
আমি এক মনে,

দেখি দূর বনে,
গাছেরা নাচে, দখিলা বাতাস
বহে।
কানে কানে কে যেন বলে,
আমি বেশি দূর নহে রে।

এতো দিন পরে,
তুমি এলে ঘরে,
শুষ্ক মাটিতে কোমল পরশ।
এসো আজ, যেওনা ফিরে, তব
সাথে,
কতো কথা হবে রে।

48. অস্পষ্ট

আজ সকালে
ভেবেছিলাম, তোমাকে একটা
ফোন করব।
বেশ কিছুদিন হলো তোমাকে,
ফোন করা হয়নি।
যদিও তুমিও করোনি।
কেমন যেন সম্পর্কটা

অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।
আগে ছিলাম তোমার পাড়ায়,
সকাল বিকাল দেখা।
আমায় তোমায়।
সেই যে নদীটা ছিলো,
ওর পাড়ে, সেই বকুল গাছটা,
তোমার কি আজও মনে পড়ে,?

বিকেলের দিকে বসতাম,
কথার চেয়ে তোমাকেই
দেখতাম।
নদীর জলে ঢিল ফেলা,
কথা কিছু কিছু বলা।
মনের গোপনের কথা বলি বলি
করে, বলা হয়নি।

হয়তো তোমারও বলা হয়ে
ওঠেনি।
সূর্য গাছ গুলোর ফাঁকে অস্ত
যেত।
তুমি বলতে ওঠ, আমি বলতাম
একটু থাক।
হাসতে। তুমি কিন্তু থাকনি।

কত রাত পর্যন্ত কথা বলতে,
আমিও বলতাম।
তোমার কি মনে পড়ে।
একদিন কথা না বলে,
থাকতে পারিনি।
যদিও তুমিও নয়।
আজ আমি অনেক দূরে,

চোখের দেখা নেই,
মনের দেখা,
কেমন যেন অস্পষ্ট।
আজও ইচ্ছা ছিল, মনও ছিল।
ফোন করা হলো না।
কে জানে তুমিতো কেন, ফোন
কর না?

49. ছোট্ট মেয়ে মানসী"

মানসী কে মনে আছে?
দিঘা থেকে কলকাতায় ফেরার
পথে,
ট্রেনেই দেখা।
বয়স সতেরো আঠারো হবে,
রাইফেল সুটার। বাংলার।
আমার পাশের সিট ফাঁকা।
আলাপ করলো একা।
অবসরে, আমরা বন্ধু স্কুলের,
সঙ্গে সহধর্মিণী সহ একুশ জন।

গল্প গুজব, হৈ হুল্লোড়।
উর্ধে ষাট, মন আঠারো, সবুজ
মন।
আকৃষ্ট সবাই, মানসী ও তাই,
ট্রেনের ওই কামরায় বাইরের,
যত লোক ছিল।
মানসী, নয় বাঙালি। বোঝে
বাংলা,
পড়তে লিখতে শেখেনি।
নিজে থেকে ও এগিয়ে এল।

বিস্ময়ে দেখলো। বললো
"আগে কখনো এমন দেখিনি"।
এই বার্তা দিতে পারি যেন বারে
বারে।
একটা ছোট্ট মেয়ে, পথ অনেক
পড়ে।
আগামী দিনে আসুক সাফল্য,
বাংলা তথা ভারতবর্ষে,
পাশে বসা সেই মানসী কে
ঘিরে।

50. "ভোর হলো"

ভোর হল ধরলো আলো
সূর্য উঠি উঠি।
পূব আকাশে রঙ ধরেছে,
রাতের হল ছুটি।
পাখিরা দলে দলে,
নীড় ছেড়ে গাছের ডালে।
চড়াই পাখি ডাকছে বসে,
রান্না ঘরের খোলার চালে।
কটি শালিক বগড়া করে,
পথের পাশে ঝোপের ধারে।
কোকিল ডাকে আমার বনে,

শাখা দুলছে আমার ভারে।
রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে,
প্রজাপতি তারই খোঁজে।
গন্ধরাজ কম যায়না,
গন্ধ রূপে নূতন সাজে।
ভোরের বাতাস বইছে এখন,
হালকা শিশির ঘাসের পরে।
বকের পাখায় ভোরের আলো,
চলেছে তারা নদীর চড়ে।
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে,

কাঁঠাল থেকে জামের ডালে।
আবার সে তো বাড়ির চালে,
লাফ দিয়ে যায়, কোথায় চলে?
নদীর ঘাটে লোক আসেনি,
নৌকা বাঁধা ঘাটে।
মাঝিরাও এখনো আসেনি,
ওই দেখা যায় পথে।
ভোরের ঢেউয়ে ছলাৎ ছলাৎ,
ঢালু দুই ওই চড়ে।
ভাবি বসে, বিধাতার এমন সৃষ্টি
দেখব দু চোখ ভরে।

ভোরকে দিয়ে দিনের বরণ,

এ রূপ সত্য ই মোহময়।
এমন রূপ করেনা ছলনা,

ধরা যেন পড়ে প্রভু, আমার
কল্পনায়।

51. "বাকিটা জীবন"

আজ তার ফটো, ওর শোবার
ঘরে,
মাথার উপরে দেওয়ালে
টাঙানো।
গলায় রজনীগন্ধা র
মালা, চারিদিকে ধূপের গন্ধ।
ওই দেওয়ালে ওদের বিয়ের
ফটো।
তার শাড়ির আলমারিটা ও বন্ধ।
সে আজ নেই, কোথায়
অলক্ষে,
তার আনাগোনা।
তার শাসন নেই, ভালোবাসা
নেই।
আজ ও আজ সঙ্গী হারা।

দিশেহারা।
কতটা বছর একসাথে, কত
সময়,
কত মান, কত অভিমান,
কিছুক্ষন এমন। আবার আঁকড়ে
ধরা।
দুজনে দুজনের সম্বল।
একা এই নিঃসঙ্গ জীবন।
মনে হয় সে আছে, বড় কাছে
বলছে "আমি আছি, তোমার চির
সঙ্গী"।
ভালো তো লাগেনা, মন তো
মানেনা।
তুমি তো চলে গেছো বড়
অভিমাণে।

এখন বুঝি, তুমি যতদিন ছিলে
কাছে, আঁচলে রেখেছিল এ
ঢেকে
আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে।
আমি পারিনি যোগ্য সাথী হতে,
তোমার নিঃসঙ্গ জীবনে।
আজ তুমি নেই, আমি আছি।
বাকিটা জীবন কাটাব কেমনে।
যত দিন আছি, তুমি থাক পাশে।
অলক্ষে।
তোমার পরশ নাহি বা দিলে,
বুঝি যেন তোমার
ভালোবাসা, পাই যেন তার আঁচ।
তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।

52. তোমাকে দেখতে চাই

আমি ছায়া ঘন দুপুরে,
গ্রীষ্মের প্রখরে,
বট ছায়ে তোমাকে দেখতে
চাই।
অবসন্ন দেহ মন,
মুদিয়া দু নয়ন,
এত কাছে তোমাকে যে পাই।
কিংবা গোধূলী ক্ষণে,
সূর্য অস্তাচলে,
আলো আঁধারের খেলায়,
আমি তোমাকে দেখতে চাই।
নীরবে সন্ধ্যা হলে,

পূর্ণিমা চাঁদের আলোয়,
সত্যিই তোমাকে দেখতে আমি
পাই।
রাত্রি গভীর, নীরব নদীতীর,
রাত জাগা পাখির ডাক,
রূপোর ঝালোরে ঝিকিমিকি
বলিচড়,
আমি তোমাকে দেখতে চাই।
দখিনা সমীরে, সঙ্গী জোনাকি
রে,
নির্জন বনভূমি,
আমি তোমাকে বড়ই কাছে

পাই।
শেষ প্রহরে, ক্লান্ত তারা,
বিবর্ণ চাঁদ, নিশ্চুপ নদীঘাট,
ভোরও তখন হয়নি,
ভোরের তারা তখনও নেভেনি,
আমি তোমাকে চাই।
স্নান সেরে এলো চুলে,
যদিও দূরে, বহুদূরে,
আমি তোমাকে দেখতে যে
পাই।
ভোরের আলো মাখলো ধরণী,

বিদায় তোমায় রূপসী রজনী,
পূবের আকাশে আলোর ছিটে,
আমি তোমাকে যে চাই।

দূরে রেখেও ,রাখনা দূরে,
আমি যে এক পথিক ভবঘুরে,
তোমার স্পর্শ গন্ধ আমি যে

পাই।
তুমি ছাড়া এ জনম বৃথা তাই।

53. সমুদ্র ছেড়ে চলো যাই জঙ্গলে,

এবার সমুদ্র ছেড়ে,
এস সবে দলে দলে,
হারিয়ে যেতে চাই,
ঘন সরু পথে ,জঙ্গলে।

শাল, সেগুন,শিমুল,পলাশ,
ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া।
মহুয়া ফুলের গন্ধ যে,
আনন্দে আমরা মাথহারা।

বড় বড় গাছ মাথা উঁচু তার,
সব গাছ ছাড়িয়ে।
লতা পাতা গুল্ম লতা অনাদরে,
হাত তারা বাড়িয়ে।

যত যাবে চলে,ঘন জঙ্গলে,

কি অপরূপ শোভা তার।
পাখিদের কলরব,হারিয়ে
নিজেকে সব,
সূর্য বিহনে,কেমন যেন
অন্ধকার।

দূরে বহে নদী,চোখেও পড়েনা
যদি,
কল কল রব ,গাছে গাছে
মুখরিত।
আমরা জঙ্গলে,একসাথে মিলে,
বয়সে, যৌবনে ,উল্লাসে,
উচ্ছসিত।

ডাকা ডাকি প্রতিধ্বনি,
যেতে হবে নদীতে জানি,

নুড়ি,বালি, কুড়াবো বলে।
এক হাঁটু জলে,ঝিনুক কুড়ো
বার দলে, নদীর পরিচয়,
অজানা সঙ্গী আমরা,
কানে কানে কথা বলার ছলে।

নিজের মনে হারিয়ে যাওয়া,
অবসরে এইতো পাওয়া।
চলো চলো বেরিয়ে পড়ি,
জঙ্গলে,সমতলে,এক হাঁটু নদী
জলে।
হারিয়ে যাই, পাখিদের বাঁধা
নীড়ে,
আমরা সবাই,সহধর্মিণী সাথে,
দলে দলে।
এসো এবার সবাই চলে।

54. পড়ন্ত বেলা

সমুদ্র তট ভাঁটার টান। সমুদ্র
অনেক দূরে,
গেছে নেমে।নৌকা আটকে,
ভাসবে না,জোয়ার না এলে।
কারা ওই দাঁড়িয়ে,উদাস নয়নে,
ভেজে পা হালকা ঢেউয়ের
জলে।
সূর্য পশ্চিমে হেলে।
ওই তো দূরে বনভূমি এক,

এখন জল গিয়েছে নেমে।
জোয়ারে ভাসে,ঢেউ আছড়ে
পড়ে,থেমে থেমে।
লাল কাঁকড়া চরে চারিদিকে,
লুকোচুরি খেলে।
এইতো এখন, হারায় কখন,
কত কিছু এই সমুদ্র তলে।
বোধ হয় আমরা,বড় আনমনা।
এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে

সমুদ্র নদীর সঙ্গম স্থলে।
দীপক,বারিন,রূপক, তাপস,
নির্মল,পুলক, অধীর, ডালিম
আরো অনেক সাথী।শ্যামল ও
আছে। ধীর স্থির। অস্থির
সবাই।সমুদ্র সৈকত।
না ফেরার বাসনা।
দুঃখ সবার আবার ফিরতে হলো
বলে।

55. "ছায়া ঢাকা গ্রাম"

ছায়া ঢাকা গাছে দেব ফাঁকে,
দেখা যায় গ্রামটাকে।
সারি সারি তালগাছ আছে,
রাস্তাটা, পুকুরের পাড় ধরে
গেছে।
পুকুরের পাড় ঘেঁসে নারকেল
গাছ।। সুপারি মাঝে মাঝে কি
অপরূপ সাজ।
তারপরে বাঁক বাড়ি আশে
পাশে গাছ তারি।
পুকুরে সাঁতার কাটে,
গোটা কুড়ি হাঁস।
গ্রামের ঘরে ঘরে,
ওদেরি তো বাস।
শাপলা,কলমি ওই

পুকুরের ধারে।
জানা অজানা কত পাখি,
ডাকে কত সুরে।
ইটের গাঁথুনি খোলার চালে,
কাটে যে দিন,ওই শান্তির
নীড়ে।
আম, কাঁঠাল, জামরুল,জামে
লিচু, পিয়ারা, গাছে গাছে,গ্রাম
ভরে।
চালে চালে লাউ,কুমড়ো,শসা,
পুঁইশাক ঘরে ঘরে।
সকালে,বিকেলে সুশীতল
বাতাস,
দুপুরে গরমে,বট ছায়া তল।
দিঘি বড় এক,গ্রামে ঢুকে বাঁয়ে,

নীল জল তার,করে ঢল ঢল।
রাতের আকাশে, তারা ভরে
থাকে,
চাঁদ দেয় আলো ছড়িয়ে।
মাঠে,ঘাটে, গাছে,আলো ঝরে
আছে,
আকাশের চাঁদ,আলো ভরা দিঘি
জলে,
দু হাতে দেয় তারে নাড়িয়ে।
রাত গভীরে,স্থির দিঘি জলে,
চাঁদের কি রূপ!কি দেব বর্ণনা।
পাহাড়ের বুকে জলধারা নামে,
মনে হয় যেন চাঁদের আলো,
পাহাড়ের বুকে রূপসী ঝর্ণা।

56. আজব দেশ

আজব দেশের আজব ছবি,
স্বপ্নে আমি দেখি।
ইস্টিশনে ট্রেন ছেড়ে যে,
আকাশে উড়ে সে কি!

জলের মাছ গাছের ডালে,
সন্ধ্যা বেলায় ফেরে নীড়ে।
গাছেরপাখি দেখছি জলে,
জেলের জালে ধরা পড়ে।

এরোপ্লেন আকাশ ছেড়ে,
ট্রেন লাইনে ছুটছে জোরে।
জলের জাহাজ জল ছেড়ে,
রাস্তায় ছোট্ট কেমন করে।

আজব দেশের মানুষ হাঁটে,
পা গুলো উপরে তুলে।

দাঁতের দেখা নেই তো তাদের,
সব কিছু খায় যে গিলে।

আজব দেশের আজব কথা
বলব কত আর।
গরু খায় হরিণ মেরে,
বাঘ সিংহের খড়।

এ দেশ এখন আজব দেশ,
লেখাপড়ার নেই কোন মান।
ডিগ্রি ধারী ছাত্র ছাত্রী,ফুটপাতে
বসে,
কি আছে তাদের সন্মান।

যোগ্যপ্রার্থী রাস্তায় বসে,

অযোগ্য সবাই চাকরিতে।
আজব দেশে পারদর্শী,
ঘুষ দিতে ঘুষ নিতে।

পড়াশোনার কি প্রয়োজন,
রাজনীতিটাই ভাল।
পকেট ভর্তি ঘুষের টাকা,
দেশটা তলিয়ে গেল।

গরু চালান,বালি চালান,
কয়লা চালান,এই আজব দেশে
হয়।
অবশেষে চাকরি চালান আজব
দেশে। এ বড় বিস্ময়।

বিচার ব্যবস্থার আস্থা সবার,

দোষী শাস্তি পাবে।
আর কত দিন অপেক্ষায়,

আজব দেশের তকমা,
সরে যাবে।

57. পেলাম না

ভোরের আলোয় তোমায় খুঁজে
ছিলাম।
ওই চোখ দুটো, আকাশে তারার
ভিড়ে, হারিয়ে ফেলেছিলাম।
কখন যেন অজান্তে তোমায়
দেখেছিলাম।
তুমি চাঁদ হয়ে থাক,
আকাশের গায়, আমি তারা হয়ে
থাকি। এতো চেয়েছিলাম।
ফুলের বনে ভ্রমর হয়ে,
তোমায় খুঁজেছিলাম।
অত ফুলের মাঝে,
তোমায় দেখতে আমি পায়নি।
শ্রাবণ সন্ধ্যায় ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি,

গুরু গুরু গর্জন, মেঘেদের
আঙিনায়, খুঁজেছি।
তোমায় দেখিনি।
গীষ্মের দুপরে, কাঠ ফাটা
রৌদ্রে,
বটের ছায়ে, নদীর ঘাটে,
আমি তোমাকে চেয়েছিলাম।
পায়নি। দেখা হয়নি।
পূর্ণিমা সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয়,
তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম।
হঠাৎ মেঘের আড়ালে,
লুকালো চাঁদ। দেখা আর হলনা।
নদীতে, সাগরে, পাহাড়ে, সমতলে
ঘুরেছি, খুঁজেছিলাম। পায়নি।

আশা হত, বারে বারে।
মরুপ্রান্তরে আলেয়ার মত,
তার শুধুই ছিলনা।
পথে পথে ঘুরি, তাকে খুঁজে
ফিরি,
কখনো আবছা, কখনো
কল্পনায়,
হয়তো দেখি।
সামনে দাঁড়িয়ে, হাসিতে ভরিয়ে,
তুমি এসেছো কি?
দেখনি। বুঝিনি।
এ সবই মোর স্বপ্নের ঘোরে
অলীক কল্পনা।

58. একটা বীজ

একটা বীজ যত্ন করে আনা,
অনেক দূর থেকে।
মাটির মধ্যে দিলাম, জলও
ঢাললাম।
খোলা বাতাসে, সূর্যের
আলোতে, বাড়ির সামনে।
দিন গেল। কয়েকটা দিন।
কৌতূহল চরমে, অঙ্কুর
বেরোবে।
অপেক্ষা, শুধুই অপেক্ষা। হতাশ।
সকালে বিকালে দেখি।
বীজ থেকে গাছ হবে কবে?
অপেক্ষার অবসান।
দুই হাত তুলে বাতাবি লেবুর,

সেই শিশু চারা টি।
আনন্দঘন মহর্তে,
সেই শিশু বাতাবির চারা,
যত্নে পালন বছরে বছরে।
আটটি বছর পেরিয়ে,
এখন বড় গাছ সে,
ফুলে ফুলে ভরে গেছে,
এই বছরে।
নিজের হাতে পোতা গাছে
ফল হলে। কত ভালো লাগে।
একটা ডাল যদি ভাঙে,
অকালে পাতা যদি বারে,
দুঃখ কষ্ট অনুশোচনা অনুরাগে।
প্রতিদিন এর নিচে বসি,

এর ডালে ডালে কত পাখি,
দেখি, বুনি শিখি।
সারাদিন খেলে, বড় ভালো
লাগে।
এখনো মনে আছে, একটা বীজ
বহু দূর থেকে। আমার আশ্রয়ে
কতদিন।
আজ সে নিজেই আশ্রয়
দিয়েছে,
রঙবে রঙয়ের পাখি, কীট পতঙ্গ
সবে।
বড় হয়েছে এখন,
সব কিছু আজ ফিরিয়ে দেবে।
ওর এখন বন্ধু আমরা,

ও আছে, আমি আছি, পাখি
আছে সাথে।
সবাই আমরা চির সাথী,

ওর হাত চিরকাল আমাদেরই
হাতে।

59. "ভুবন ভুলি"

রাস্তার দুপাশে দুটি বট,
উপরে আছে তারা জড়িয়ে।
মাঝে রাস্তা, চলে গেছে,
ওদেরকে এড়িয়ে।

সুবিশাল গাছ দুটি,
ছাতা হয়ে দাঁড়িয়ে।
যুগে যুগে আছে তারা,
সব বাঁধা সরিয়ে।

কত পাখি বাসা বেঁধে,
আছে তারা ওখানে।
বট দুটি স্নেহ কোলে,
রেখেছে যে যতনে।

সারাদিন কলরব,
নানা পাখি নানা ডাক।
সকাল সন্ধ্যায় কত কাক,

সে কি তাদের ডাক হাঁক!

ছোট ছোট বট ফল,
গাছ ভরে হয়ে লাল।
পাখিদের প্রিয় সে তো,
রাস্তার সে কি হাল!

দু ধারের চাতালে,
বসে কত পথিক জনে।
ঘুমিয়ে অকাতরে, রাখাল
বালক।

কি খেয়েছে, কে বা জানে?

গীপ্সের মধ্যাহ্নে দারুণ গরমে,
কি মনোরম এই ছায়াতল।
অকুলান স্থান, সবুজ গালিচা,
এলায়ে শরীর, এই ভূমিতল।

মধ্যাহ্নে ভুবন ভুলি,
আঁকিলাম বটের ছবি। মধ্য
গগনে রুদ্ধ নয়নে,
ওই দেখ, সেই ভোরের রবি।

রাস্তা থেকে নেমে সামনের
গ্রামে, ছোটো বেলা থেকে
থাকি।
কথায় কথায় ছবি আঁকি,
যা দেখি তাই হৃন্দে হৃন্দে লিখি।

নিজে লিখি নিজে পড়ি,
সবার মাঝে কাকে যেন খুঁজি?
প্রকৃতির সাথে মিশে থাকি,
পথিক ভবঘুরে হয়নি এখন,
শুধুই প্রেমিক সাজি।

60. "শেষ স্টেশনে ট্রেন থামল"

স্টেশন আসেনি, ট্রেন ও
থামেনি
যাত্রীদের নামার হুড়োহুড়ি।
পথে ঘন্টা দুয়েক দেরী, কুয়াশা
ভারী,
কত মানুষের কত কাজ,
কত দরকারী।
গোড়ায় উঠেছি, নামব শেষে,

সামনে শেষ। হলে অবশেষ।
আমি আছি বসে, নামব সবার
শেষে। বেস্তুতার নেই কোন
লেশ।

দুদিন চলছে। ট্রেন ছুটছে
আলাপ পরিচয় যেতে যেতে।
হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ
যাত্রী সবাই।

একটা ট্রেনেই সব ছবি।
যা আছে আমাদের দেশে।
মিলন ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে।

কত স্টেশন এল গেল,
কত যাত্রী উঠল নামল।
হকারদের আনাগোনা,
হাঁকডাক বিক্রয়,
চোখে পড়ার মত।

সবার কিন্তু তাড়া,
রুজিরোজগার,
বৃদ্ধ বাবা ,মা,বউ ,ছেলে
,মেয়ে,
বাড়িতে নির্ভর কত।

স্টেশন আসছে। গাড়ির গতি
কমছে।এটাই এই গাড়ির শেষ

স্টেশন। অন্য কোথাও যেতে,
অন্য গাড়ি। অপেক্ষা অন্য
ট্রেন,
আসবে কখন।

অবশেষে স্টেশনে ট্রেন থামল।
ঘন্টা দুই দেরিতে।
ক্ষোভ ছিল।এখন আর নেই।

সবাই ছুটছে।আমিও তাই।

সব কিছু হারিয়ে গেল,
আমজনতার ভিড়ে।
ক্ষণিক পরিচয়ে,দেখি ফিরে
ফিরে,
যে যার এখন ব্যস্ততা ফেরার।
ফেলে আসা ঘরে।

61. "আমি বঙ্গের চাষী"

আমি বঙ্গের চাষী।এটাই
উপাধি।

চাষী হয়ে গর্ব অনুভব করি।
সারাদিন মাঠে খাটি,
ফসল ফলাই।
দুপুরে শুকনো দু টুকরো রুটি।
একটু গুড়।মাঠের পুকুরের
এক ঘটি জল।
খিদের সময় এতেই সুখী তাই।

রোদে,জলে,ঝড়ে, শীতের
দাপটে,
ভোরের আলোয় মাঠে আসি,
গোধূলিতে গৃহে ফিরি।
মা আমার মাটি।দিন রাত সাথে,

ধন্য এই হাত।এই হাতে লাঙল
ধরি।

ঘরের চাল পড়ুক ভেঙে,
উপসে কাটুক কিছুটা সময়।
আমার ফলানো ফসলে,
সবার মুখে তুলে দিতে পারি,
এতো সুখ। দুঃখ কোথায়,
চাষীদের নিজের কথা ভাবার
সময় এখন নয়।

বর্ষায় ঘরে জল ঝরে,কষ্ট বটে।
এমনি চাষীদের দিন কাটে।
আবার ওই ঘরের ভাঙা চালে,

পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলো
দেখি।

দুঃখের মাঝে সুখও আছে,
কম কথা সেকি!

পূজো পার্বণে নতুন পোশাক,
জোটেনা সকল সময় হয় তো।
সবার মত,পুরানো পোশাকে
তাদেরও আনন্দ কম নয় তো।

চাষকে বাঁচাতে, চাষীকে
বাঁচাতে,
রাজনীতি করে লাভ নেই।
সবাই এগিয়ে,দেশকে বাঁচাতে,
প্রশাসনের সার্থক ভূমিকা চাই।

62. 'ওরে পাখি'

ওরে পাখি ঘাস না উড়ে,
এতেই ভোরে,
নিজের নীড় ছেড়ে।
ফোটেনি আলো ,আঁধার এখন,
কোথায় উড়বি ওরে।

প্রিয়ারে ছাড়ি, ভোরে তাড়াতাড়ি

কেন তোর এত অভিমান।
সূর্য উঠুক,আলো ফুটুক,
ভোরের পাখি উঠুক গেয়ে
ধুম ভাঙানোর গান।

তোরাও উড়বি নীল আকাশে
বাতাসে ডানা মেলে।

রাখ না দূরে মান অভিমান,
দুটিতে যা না ভুলে।

নির্জনে হারিয়ে যাবি,
দূরের কোন বনে।
ডালে বসে কথা হবে,
রাখিস না গোপন কিছু মনে।

আলোয় ভরা এই পৃথিবীতে,
কত রূপ ছড়িয়ে, ছিটিয়ে,
আকাশ বাতাস জলে।
কেন তোরা মিথ্যা দ্বন্দ্ব,
দুজনের ভালোবাসা সব কিছু,

আজ ,গেলি ওরে ভুলে।
দুজনে দেখ রে চেয়ে,
তোদের মুখের পানে।
জল ঝরেছে দুজনেরই,
দুটি জল ভরা নয়নে।

সোহাগ ভরে আদর করে,
যদি নিবি রে কাছে টেনে।
যা না উড়ে নীল আকাশে,
হারিয়ে জানা, যেথা খুশি,
যা আসে তোদের মনে।

63. "ভোরের বেলা মেঘ জমেছে"

ভোরের বেলা মেঘ জমেছে,
সারা আকাশ জুড়ে।
বহিছে বাতাস, বাঁশের বনে,
বৃষ্টি নামে ভোরে।

কখনও ঝিরি ঝিরি, কখনও বা
ভারী।
মেঠো পথে জল জমেছে,
কাদায় গেছে ভরি।

সূর্য এখন মেঘে ঢেকে,
কোথায় আছে কে বা জানে।
ভোরের পাখি থমকে গিয়ে,

দেৱী হল ভোরের গানে।
গ্রাম তো এখন ঘুমিয়ে আছে,
আঙিনা গেল বৃষ্টি ভিজে।
ফুলের বনে ফুল ফুটছে,
বৃষ্টি স্নানে নুতন সাজে।
ভ্রমর এখনও বসেনি ফুলে,
গুন গুন গানও ধরেনি।
টগর,গন্ধরাজ,কাঞ্চন,বেলফুল
কেউ এখনও তোলেনি।
গাছে গাছে বৃষ্টি ঝরে,

উল্লাসে আনন্দে।
কচি পাতা ডালে ভরে,
মাথা নাড়ে নব হৃন্দে।
একাকী বাতায়নে, দাঁড়িয়ে
আনমনে,
বসন্ত কোনখানে,
কোকিল কোথাও ডাকে,
লুকায়ে আম বনে।
বৃষ্টি নামিল বড় জোরে,
মন আজ নাচিছে এমন বাদল
দিনে।

64. "সবাই মিলে"

সবাই মিলে বাদল দিনে,
আমরা হব এক সাথে ভাই।
মনের মিলে বন্ধু টানে,
আমার ,তোমার বিভেদ কিছু
নাই।

অবসরে বয়স বাড়ে, রাখি
তারে,
অনেক দূরে।
সবুজ মনটা রাখি ধরে।
ছুটছি আমরা টগবগিয়ে,

ভাঙবো বাধা ,সব মনের
জোরে।
বসন্ত আজ সবার মনে,
কোকিল ডাকে আপন গানে।
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে,
ফুল ফুটেছে পলাশ বনে।
প্রজাপতি পাখা মেলে,
ফুলে ফুলে মধুর লোভে।
আসবে ভ্রমর গুন গুনিয়ে,

খবর সে তো পেল সবে।
সমুদ্র ছেড়ে, আমরা ঘরে ,
এবার আমরা যাব জঙ্গলে।
ঘন অরণ্যে,হারিয়ে যাব।
হয়তো বা পথটি ভুলে।
এবার কিন্তু যাব সবাই,
অনেক বাধা আসতে পারে।
দেখিনা একটু চেষ্টা করে,

আমরা এখন ,জোটবদ্ধ
অবসরে।

65. রূপকের বাড়িতে কিছুটা সময়"

আমরা কজনে রূপকের
কাননে,
কাটলাম কিছুটা সময়।
সঙ্গে সহধর্মিণী,রূপক গৃহিণী,
এটা কম কথা নয়।
আপ্যায়নে অভিভূত,
আমরা উপস্থিত যত।
ভুঁড়িভোজের সে কি
আয়োজন।
চা বিস্কুট প্রথমে,ফল, মিষ্টি তার
সাথে।

মিষ্টি, ফল কত রকম।
গল্প তার সাথে,আছে হৈ
হল্লোড়।
আলোচনা আগামী দিনের
ভ্রমণ।
তদারকি দুজনে,রূপকের
ঘরগীর
সদ্য অবসরে।
এর পর ভেটকির চপ,রূপক
রূপকার।এল থালা ভরে।
সঙ্গে কাসুন্দি,সস,প্রিয় শসা,

পিঁয়াজের স্যালাট।
মুহু মুহু ফাঁকা,চলেছে ভাজা।
আজ দুজনের অবসর নেই।
জমিয়ে ভুরিভোজ।সবাই তুষ্ট।
নুতন করে আর একটি জীবনে
প্রবেশ দুজনে।
রাত হল ফিরলাম কজনে।
শুভেচ্ছা। সুখী থাক তোমরা
দুজনে।
আবার আসব ফিরে আগামী
দিনে।

66. "জীবনটা পাহাড়ি রাস্তা"

জীবনটা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ি
রাস্তা।
কোল ঘিরে ধাপে ধাপে,
একে বঁকে পথ ধরে,
অবশেষে উঠেছে।
এক দিকে পাহাড়,
অন্য দিকে খাদ,
মৃত্যুর হাতছানি,
গিরিপথে লুকায়ে আছে।
দু দিকে বড় বড় গাছ,সাথে
ঝোপ ঝাড়।
খাদ নীচে নেমে গেছে।

মৃত্যু শিহরে,সব বাধা এড়িয়ে,
পাহাড় চূড়ায়,শৈল শহর
সবারই প্রিয় সে।
জীবনের ওঠা নামা পাহাড়ের
ভূমিকা।
বাধা বিপত্তি আসবে,হাসি মুখে
সরিয়ে,জীবনের পাহাড়ি পথে,
জীবনের সাথে জড়িয়ে
থাকবে।
জীবনটা সুন্দর।পাখি
আছে,গাছ আছে,ফুল আছে
সঙ্গে।

প্রেম,প্রীতি,ভালোবাসা আসে
তারা জীবনে, নতুন নতুন রঙ্গে।
সূর্য,চন্দ্র,তারারা আকাশে,
নদী যায় সাগরে,বরফের রূপ
দেখ ওই উঁচু পাহাড়ে।
রুদ্র রূপে মরুভূমি,তপ্ত বলি,
জল নেই।মরীচিকা জলাশয়
দিবসে চারিধারে।
সব কিছু মিলে মিশে জীবনটা
সুন্দর।
আমাদের মাঝে আছে,
সর্বময় কর্তা, আমাদের ঈশ্বর।

67. "বসন্ত থাকুক বা না থাকুক"

বসন্ত থাকুক বা না থাকুক,
মনের বসন্ত থাকবে।
চৈত্রের দুপুরে কাঠ ফাটা
রৌদ্রে,
কোকিল ডাকুক না ডাকুক,
চাতক জল চাইবে।
ভোরের শিশির না ধোয়াক পা,
বৃষ্টির জলে ভিজবে।
পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ায়,
ফুল যদি বা ঝরেই যায়,

কদমের বনে ফুল ফুটবে।
বসন্ত যদি নাই বা থাকে,
গীশ্বের বিকেলে কালবৈশাখী
আসবে।
পাখিরা অসময়ের নীড়ে বসে
ভয়ে ঝড় দেখবে।
ফুটিফাটা মাঠে বিম ধরা রোদে,
জল কাদা খালে, বকের পাখায়,
মনের বসন্ত কিন্তু থাকবে।
বসন্ত যায় যাক।

মনের বসন্ত নানা রূপে,
বারে বারে আসবে,
সারাটি বছর ঋতুর মেলায়,
নুতন নুতন সাজে সাজবে।
ফুল থাকবে, পাখি থাকবে,
থাকবে তরলতা।
বসন্ত নানা রূপে আসবে।
মনের ডাকে কোকিলেরও সাড়া
মিলবে।

68. "চাঁদ ঘিরে, তারাদের ভিড়ে"

চাঁদ ঘিরে, তারাদের ভিড়ে,
নির্জনে বসে নদী কূলে।।
নৌকো বাঁধা ঘাটে,
নদী উত্তাল, ভরা এ কোটালে।

বালি চর বিকিমিকি,
জোছনায় ভরে।
মিটিমিটি আলো জ্বলে,
মাঝিদের ঘরে।

রাতে তারা মাছ ধরে,

দিনে পারাপার।
নদী পাড়ে মাথা গুঁজে,
থাকে কয় ঘর।

দুই ধারে উঁচু পাড়ে,
ঝাউ বন, মাথা নাড়ে।
হাটুরেরা পথ ধরে,
হাট সেরে গ্রামে ফেরে।

জোছনাকে দিন ভেবে,
ভুল করে নীড় ছেড়ে।

নদী পাড়ে গাছ ভরে,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওড়ে।

জগৎ ভুলে নদী কূলে,
আমি আজ সবই ভুলে।

চাঁদের সাথে, আজকে রাতে,
সঙ্গী হব, নদীর কূলে।
তোমার রূপে মুগ্ধ আমি,
আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিলে।

69. "সহজ পাঠ শিশুর ভাষা"

সহজ পাঠে সহজ ভাবে,
সহজ শিশুর ভাষা।
আজকে দিনে হারিয়ে গেছে,
সহজ পাঠের, শিশুর মনের
আশা।

সহজ পাঠের সরল জীবন,

সহজ সরল শিশুর মন।
আজকে দিনের গোলক ধাঁধায়,
থমকে গেছে শিশু জীবন।

শিশুর মাথায় বইয়ের বোঝা,
ঘর তো তাদের পাখির খাঁচা।

মোবাইল আর কম্পিউটারে
শিশু জীবন মরে বাঁচা।

বয়স হলে সবই হবে,
শিশু কাল হারিয়ে যাবে।
সহজ পাঠ কে ভুলিয়ে দিয়ে,
শিশুর মনে কি আর দেবে?

আমরা যদি একটু ভাবি,
শিশুকে না পণ্য করি।

সহজ পাঠ কে সাথী করে,
শিশু জীবন ফেরাতে পারি।

70. "তাকে বন্ধু বলে জানি"

আমি তার কথা ভাবি,
তার কথা বলি,
তাকে বড় ভালবাসি।
তাকে আমি বন্ধু বলে জানি।
ছোট বেলায় এক সাথে স্কুলে
যেতাম।
দুপুরে স্কুল পালিয়ে,
মাঠে মাঠে ঘুড়ি ওড়াতাম।
কখনো পিয়ারা পাড়া, আম
পাড়া
প্রায় স্কুলে মারামারি করতাম।
বাড়িতে নালিশ, মায়ের হাতের
মার। এ ছিল ছোট বেলার

ঘটনা।
তাকে ভীষণ ভালবাসতাম।
বন্ধু বলে জানতাম।
মাঠের পুকুরে ঘোলা জলে,
গীতের দুপুরে, কাঠফাটা রোদে,
ওখানেই সাঁতার শিখতাম।
সময় অসময়ে ও আসত,
আমায় ডাকত।
কদিন স্কুলে আর এলনা।
ছুটলাম। ওর মাসির বাড়ি।
ওখানেই থাকত।
দেখতে আর পেলাম না।
ও আর ফিরে এলোনা।

দুঃখ হল। কষ্ট হল। দেখার খুব
ইচ্ছা হল। দেখা আর হল না।
ছোট বলে, মুখ ফুটে কিছু বলা
হল না।
শুনেছিলাম পরে, বাড়ি গিয়ে
জ্বরে। আর সারেনি।
কোন দিন আমায় আর
ডাকেনি।
ওকে বন্ধু বলে জানতাম।
ছোট বেলায় ওকে ভীষণ
ভালো বসতাম।
আজও জীবন স্রোতের মাঝেও
তাকে ভুলিনি।

71. প্রজাপতি

প্রজাপতি, প্রজাপতি, পাখা
মেলে,
কোথায় গেলি।
ভোরের আলোয় রঙের ছটা,
ফুলের বনে পাখনা মেলি।
রাতে তুই কোথায় ছিলি,
কোন এক গাছের ডালে,
পূবের আকাশে ফুটল আলো,
যাবি এখন, কোন সে ফুলে।
মধুর লোভে ফুলে ফুলে,
তোর সাথে তার জানাশোনা।

মনের কথা হয় বিনিময়,
ফুলের খবর সবই জানা।
চিরবসন্ত ফুলের সাথী,
তাদেরই আমন্ত্রণে।
হাত বাড়িয়ে প্রজাপতি,
ভিড় করে যে আপন মনে।
সুন্দর ভুবনে সুন্দর সৃষ্টি,
ফুল যেখানে ফুটুক,
বর্ণ গন্ধ যতই ঢাকুক।
ঠিক খুঁজে পাবে প্রজাপতি।

কেউ কারো ছেড়ে থাকেনি
কখনো,
কেউ কারো ভুল বোঝেনি।
লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশ,
এতোই তুচ্ছ, সম্পর্ক ভাঙেনি।
ফুল প্রজাপতি, জীবনটা যদি,
ওদের মত হত।
স্বামী, স্ত্রীর সম্পর্কের কাঁটা
ছেঁড়া,
কেন আজ এত?

72. 'রাস পূর্ণিমা'

সূর্য গেছে অস্তাচলে,
সন্ধ্যা এল নেমে।
পূব আকাশে চাঁদ উঠেছে,
বৃষ্টি গেছে থেমে।

বাঁশের বনে পাতার ফাঁকে
ওই দেখা যায় চাঁদ।
আজকে দিনতো রাস পূর্ণিমা,
সেই বৃন্দাবনের রাত।

বৃন্দাবনের পথে ঘাটে,

শ্যামের বাঁশি আজও বাজে।
আজও বাজে নুপুর ধ্বনি,
অষ্ট সখী নাচের সাজে।

এই পূর্ণিমায় চাঁদ যেন আজ,
নতুন সাজে, নতুন রূপে।
আলোয় আলোয় ভরে গেছে,
জোছনা দিল তাকে ঢেকে।

তারারা চাঁদের সাথে,

আজ এই রাস উৎসবে,
হবে তারা সঙ্গী সাথী।
সারাটা রাত জাগতে পারি,
রাস পূর্ণিমায় আলোয় মাতি।

কান পাতলে হয়তো শুনি,
কদম তলে নুপুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বাঁশির সুরে, আজ এ
রাতে,
কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী।

73. ',পথ চেয়ে'

শনি বারের বিকেলে,
সে আসবে বলে,
পথ চেয়ে বসে বসে,
সূর্য অস্তাচলে।
সে এখনতো এলোনা।
আমার ঠিকানা জানা আছে
কিনা জানিনা।
আমি তাকে চিনি। সেও বোধ
হয়। আমাকে চেনেনা।
ভুল করে ফোন করে সেই তো
আলাপ। সে কয়েক বার, আমি

একবার, ফোনে কথা হয়েছিল।
বছর দুই কথা নেই। ওর ফোন
বন্ধ।
আজ হঠাৎ ফোন। সে বিকেলে
আসবে।
আগে ছিল স্কুল
টিচার।
তাকে আমি চিনি।
সে ও আমায় চেনেনা।
সে বিকেলে আসবে।
সন্ধ্যা নামে নামে,

কৈ এখনও এলোনা।
ফোনে শুধু একটা কথা।
আজ বিকেলে আসবে।
আর যোগাযোগ হলনা।
আমি প্রতীক্ষায় তার পথ চেয়ে।
দেখিনি তাকে, দেখিনি
আমাকে।
সন্ধ্যা নামে, গাঢ় অন্ধকার।
এলোনা এখনও।
আমি প্রতীক্ষায় তার পথ চেয়ে।

74. "পোষা ময়না"

পুষেছিলাম একটি ছোট্ট ময়না,
যত্নে যত্নে বড় হয়ে,
বাড়ল তার বায়না।
খিদে তার বড় বেশি,
কেবল
বলে "দাওনা, দাওনা, দাওনা"।

সবার নাম সে জানত,
একে ওকে ডাকত।
সকাল বিকাল হরে কৃষ্ণ,
সুরে সুরে বলত।

ছাতুই বেশি খেত,
ভাত টা সে বড় ভালোবাসত।
আমায় দেখলে বেশি বায়না,
তখন
শুধু "দাওনা, দাওনা, দাওনা"।

ছোট্ট যখন এল, চোখ ফোটেনি
তখনও,
ফোটা ফোটা দুধ খাইয়ে ,
দিতে তাকে হত।
প্রথমে কিচির মিচির, তারপরে
সবার কথা নকল করতে
পারত।

খাঁচা তার খোলাই থাকত,
খাঁচার বাহিরে যেত না সে
মোটাই।
খাঁচা তার বড়ই প্রিয় ,
সুখী ছিল তাতেই।

বনের পাখি বন কে ভুলে,
আমাদের , একজন হয়ে

উঠল দিনে দিনে।
চলে গেছে দশটা বছর,
আজও পড়ে মনে।

এত কাছের সে তো ছিল,
হঠাৎ ফাঁকি দিলি।
ভুলে গিয়েও ভুলি না তো,
তার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি।

75. আমাদের এই নদী

আমাদের এই নদী ,
এঁকে বেঁকে চলে। গীষ্মে গলা
জল,
ভরা নদী, বর্ষার জলে।

পর পর গ্রাম গুলো,
নদী পাড় ধরে।
নদী জলে চাষবাস,
ধান গোলা ভরে।

নদী পথে যাতায়াত,
মাছ ধরে জেলে।
ঢালু পাড়ে বালুচর,
ভাসে জোয়ারের জলে।

ভাঁটায় নদী জল,
গলা জলে নামে।

দু ধরে বালুচর,
বেশ দূরে থামে।

সারাদিন বালুচরে ,
কত পাখি ঘোরে ফেরে।
কত পাখি জলে ভেসে,
ডোবে ওঠে মাছ ধরে।

নদী পাড়ে মেঠো পথে
লোক জন কত চলে।
রাত হলে জনহীন,
নির্জন নদী তীর বলে।

ভোর হলে এই পথে
লোক চলা শুরু।
চাষীরা মাঠে চলে,
সাথে লাঙল গরু।

প্রতি গ্রামে নদী ঘাট,
ও পাড়ে যেতে।
হাট, বাজার, প্রতিদিন,
বসে ওখানেতে।

নৌক বাঁধা ঘাটে,
মাঝি বসে খোলে।
সারাদিন পারাপার,
জোয়ার এলে।

গ্রাম আছে নদী আছে,
সবেতে নদী সাথে।
মা হয়ে আছে নদী,
আঁকা বাঁকা গতি পথে।

76. "তোমার বাড়ির চারিধারে"

তোমার বাড়ির চারিধারে,
কলাবাগান আছে ঘিরে।
বাঁশবন একধারে,
রাস্তায় ঝুঁকে পড়ে।

পুকুর ,আশে পাশে
চারিদিকে কত আছে।
গাছ পালা ভিটে ভরে,
থাক তুমি সবুজে।

আম আছে, কাঁঠাল আছে,
তাল ,নারকেল, সুপারি।
জাম,বাতাবি,মুসম্বি,কমলা,
আরো গাছ কত কি?

পাখিরা গাছে গাছে,
কত রকম কত আছে।
ভোর হয় কলরবে,
পাখি ডাকে, আশে পাশে।

সূর্য ওঠে গাছের ফাঁকে,
পূবের আকাশ আলোয় ভরে।

যখন ডোবে দূর দিগন্তে,
আঁধার নামে গ্রামটি ঘিরে।

চাঁদের আলোয় আঙিনা ভাসে,
দূরের মাঠে ঝালোর ঢেকে।
তারারা ফুল ফুটিয়ে
এই রাতকে জাগিয়ে রাখে।

গাছের ছায়ায় চাঁদের আলো,
কি অপরূপ দৃশ্য তখন।
মিটিমিটি তারা হাসে,
রূপালি ঝালোর রূপোর বরণ।

77. "গীষ্মের তাপ দাহ"

রক্ত নয়ন, রবির কিরণ,
প্রখর রৌদ্র তাপে।
ধরণী আজ লুকাবে কোথায়?
তাপে ও উত্তাপে।

বাড়িছে তাপ, তপ্ত দাহে,
ধু ধু করে ফুটিফাটা মাঠ।
শুকায়ে খাল, বিল, ডোবা,
কত শুকায়ে স্নানের ঘাট।

বটের তলায় শীতল হওয়ায়,
একটু বসে, চোখ মুদে যায়।

তপ্ত ভুবন জুড়ায় এখন,
তাপ দাহ, বটের ছাওয়ায়।

পথিক জন একটু বসে,
ধুকছে তারা রুদ্ধ কোপে।
পথ চলা হবে শুরু,
কিছুটা সময় এখানে থেকে।

গরু শুয়ে বটের ছায়ে,
রাখাল শুয়ে গেছে ঘুমিয়ে।
কত পাখি গাছের ডালে,
এ ডালে ও ডালে গান শুনিয়ে।

গ্রামের মাঝে দিঘি একটি,
জল সেখানে অনেক বেশী।
ভিড় জমেছে স্নানের বেলা,
সবাই এখানে স্নানে খুশি।

উঠানে বসে আমার ছায়ে,
মাদুরে শুয়ে অলস দেহে।
চাতক দূরে ডেকে মরে,
কোকিল ডাকে কোথায়
লুকিয়ে।

78. "চৈত্রে দহন"

শেষ রাত্রে রাস্তা ধরে,
ভাবতে পারিনা তখন।
সূর্য উঠলে একটু পরে,
শুরু হবে চৈত্র দহন।

বহিছে ভোরে হিমেল বাতাস,
বড়ই মনোরম প্রকৃতি তখন।
পাখিরা গাইছে ভোরের ভৈরবী,
ক্লান্ত চাঁদ পাণ্ডুর বরন।

কয়েক দিন পরে বর্ষ বরণ,

সাজ সাজ রব, উৎসব মুখর।
পূজা পার্বণ, বৈশাখের
আগমণ,
সারা বিশ্বে সাজে,
সব বাঙালির ঘর।

সূর্যের এখন জ্বলিছে নয়ন।
তাপ দহে মাঠ ঘাট, দাবানল
বন।
ফুটি ফাটা, পুড়ছে ফসল,
জলের হাহাকার উঠিছে এখন।

রুদ্ধ মূর্তিতে মধ্য গগনে,
পথে পথিক, জ্বলিছে হতাশনে।
তরুদলে উঠিছে নাভিস্বাস,
এ ঘোর সঙ্কটে রহিবে কেমনে।

পাখিরা আজ তৃষ্ণায় কাতর,
জলের সন্ধানে, খানা, ডোবা,
পুকুরে।
শুকিয়ে জল, মাটি ফেটে ফালা
ফালা।

উড়িছে রৌদ্রে,এমন তপ্ত
দুপুরে।

নুতন বর্ষে,শীতল পরশে,
কালবৈশাখী এস হে।

এই তপ্ত দিনে ঈশান কোণে,
রুদ্র সূর্য ঢাকিবে যে।

বাড় বৃষ্টি আসিবে ধাইয়া,
এলোমেলো মেঘ চকিতে

ঢাকিয়া।

শীতল পরশ ধরণীর কোলে,
নুতন বছর, নুতন ভাবে
আসিয়া।

79. "বন্ধু বুলায়ের জন্মদিন"

তোমার জন্ম দিন,
প্রতি বছর আসুক ঘুরে ফিরে।
আনন্দ উল্লাসে ভড়ুক গৃহকোন,
তোমার পরিবারে।

বন্ধু, আমরা সহপাঠী, সকল
দিনের সাথী।
তোমার জন্মদিনের

শুভকামনা,
দিনটা কাটুক তোমার সাথে,
আনন্দেতে মাতি।

প্রার্থনা করি তোমার জীবন,
সুস্থ সবল, দীর্ঘজীবী হোক।।
ফুলের মতন,জীবনটা কাটুক
তোমার,

চলার পথটা সুগন্ধ ময় হোক।

এস বন্ধু আমরা সবাই,
76 এর ব্যাচ।
মঙ্গল কামনায় আমরা সবাই।
বুলায়ের জন্ম দিন আজ।

80. "বিদায় নিয়ে যাবে কোথায়?"

বিদায় নিয়ে যাবে কোথায়?
আবার আসিবে ফিরে।
নুতন প্রাঙ্গনে নুতন সাজে,
এই শান্তির নীড়ে।

যা কিছু পুরাণ যাবে না সরান,
নুতন আঙ্গিকে তারই আগমণ।
প্রবীণ নবীনের মেল বন্ধন,
এই বিদায়ের ক্ষণ।

একই পথে নুতন পুরাণ,
সঙ্গী তারা কিন্তু দুজনে।

জয় পরাজয় যাই হউক,
বন্ধু তারা মনে মনে।

নব বর্ষ আসিবে নব যৌবনে,
অতীত তো কখনও মুছবেনা।
প্রবীণ বিলাবে নিজেকে,
নবীনকে দেবে নব বর্ষের
প্রেরণা।

বিদায়ী বছর ভাল মন্দ নিয়ে,
আমরা ছিলাম তারই পাশে
পাশে।

বিদায় বলো না।

ধরা দেবে নুতন বর্ষে,
আমাদের পাশে এসে।

এস নব বর্ষ, এস নব যৌবন,
সরাও জঞ্জাল,ভেঙে দাও,
নৈরাজ্যের বেড়াজাল।
নতুন বর্ষ,হয়ে ও না বিমর্ষ,
কেটে যাবে এই রাত,
নুতন সূর্য উঠিবে,
আলোয় ভরিবে নব বর্ষের
সকাল কাল।

81. নিশি জাগি

এই নিশি জাগি আমি বসে
আছি,
তোমার পরশ পাব বলে।
তুমি অলক্ষ্যে দাঁড়ালে ,

এত গোপনে কেন
ফিরে যদি এলে?
কাল ভোরের আলোয়,
কতই না বরণ হবে।

এই মাঝ রাত্রে তোমার
আগমনে,
নব বর্ষ শুরু হোক তবে।

82. "নববর্ষের প্রথম সঙ্গী"

নববর্ষের খুব ভোরে,
আবছা অন্ধকারে,
প্রথম দেখা দুটি কাঠবেড়ালি।
ওরা থাকে, মরে যাওয়া সুপারী
গাছের, ছোট্ট কোটরে।
ছোট্টা ছোট্টা ওদের সারাদিন
ধরে।
এত ভোরে কখনও দেখেনি।
নব বর্ষে নুতন
সাজে, কাঠবেড়ালি,
খেলা করে আজই ভোরে।

আমায় দেখে চমকানি নি।
ওরাতো আমায় ভালোই চেনে।
নব বর্ষের প্রথম ভোরে,
প্রথম সঙ্গী ওরাই।
তারপরে এল চড়াই, শালিক,
দোয়েল, ফিঙে, ছাতরা দলে
দলে।
এরাই সঙ্গী সাথী এই নববর্ষে।
প্রতিটা ভোর এদের নিয়ে,
আঙিনা ভরে, আমার সাথে ওরা
খেলে।

চিড়া বাতাসা সকালে ওদের,
গামলায় জল রাখি ভরে।
গাছ গুলো সঙ্গেও ছিল,
তারাও আমারে ভাল বাসে,
আমার সাথে তাদেরও নব
বর্ষের শুভেচ্ছা রহিল
সকল প্রিয় জন, আত্মীয় স্বজন,
বন্ধু বান্ধব, 76 ব্যাচের সহ পাঠী
বন্ধু সকলের।

83. আজ মনে পড়ে

খুব ছোট বেলায়। গরমের
ছুটিতে, আজও মনে পড়ে।
দুপুরে প্রচন্ড তাপদাহে,
সবাই ঘুমিয়ে দুপুরে।
খিরকির দরজা খুলে,
পাড়ার বন্ধুদের সাথে করে,
আজও মনে পড়ে।
আম গাছের ডালে বসে,
আম ছাড়িয়ে, নুন, লংকার
গুঁড়ো
মাখিয়ে, দুপুরে তাড়িয়ে
তাড়িয়ে খাওয়া জমিয়ে
আড্ডা।

আজও মনে পড়ে।
মনে পড়ে, গরম হলেই,
পুকুরের পাড়ে, সবার অজান্তে,
জামা প্যান্ট খুলে, পুকুরের
জলে,
আট দশ জন মিলে, কাদা
জলে,
মাখা মাখি! গাছের ছায়ায়
ডাঙুলি, ওই গরমে রবারের
ছোট বলে ফটবল।
ঝগড়া ঝাটি তো আছেই আছে।
আজও মনে পড়ে।

ছুটিতে গীতের দুপুরে।
অকাজ, কুকাজ যে সব
করতাম।
সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে, মায়ের
হাতের
দু চার ঘা মার ধোর, জানতাম।
মায়ের কত বকুনি! কত যে
আদর
পেতাম। আজ মনে পড়ে।
অবসরে একা বসে ঘরে,
বাবা মায়ের ফটো, হঠাৎ চোখে
পরে।
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো,

উড়িয়ে মনের ধূলো।
আজও মনে পড়ে।
বাঁধা ধরার বেড়াজাল ছিল না
এত।
গীষ্মের দুপুরে নিদারুণ গরমে,

বাগানে বাগানে। ছোট বেলার
বন্ধু
এক সাথে। মনে পড়ে কি
নিদারুণ
আনন্দ।

পাবনা ফিরে। সবই আজ স্বপ্ন
ঘিরে।
অবসরে আজ মনে পড়ে।

84. "কত দিন নীরবে রয়ে গেছি"

কত দিন নীরবে রয়ে গেছি,
শুধু দেখেছি, নীরবতায়,
ভালোবেসেছি।
মনের ভাষা কলমে পারিনি
আঁকিতে।
কর্মজীবনে ছুটতে ছুটতে,
পথ ক্লান্ত হয়েছি,
নিভুতে প্রকৃতির রূপ,
পায়নি দেখিতে দাঁড়িয়ে।
রাতের তারা উঠতো,

চাঁদ ও জোছনায় ভরতো।
আজকের মত তাদের তেমন
করে দেখেনি।
তাইতো তাদেরকে এমন করে,
এত কাছে পায়নি।
শেষ প্রহরে সব ঋতুতে,
পথে কত হেঁটেছি।
তাকে কত দেখেছি, কত
পেয়েছি,
আজকের মত পারিনি

ভালোবাসতে।
আজ যা কিছু হয় সবই স্বপ্নময়।
পড়ন্ত বেলায়, তোমার আমার
দেখা, মনের ভাষায় লেখা,
সবই মোর কল্পনায়।
আজ প্রকৃতির প্রেমে,
নিঃস্ব হয়ে, যা দেখি, তাকে
ভালোবেসে লিখি।
কত দিন নীরবে রয়ে গেছি।
আজ আবার ফিরে পেয়েছি।

85. ভাবি যদি এখন শীতের দেশে

এখানে বসে ভীষণ তাপ দাহে,
ভাবি যদি শীতের
দেশে, পাহাড়ে আছি।
তুমার পাতে, বরফ ভরে,
ঠান্ডা মাইনাসে, কনকনে ঠান্ডা,
দাঁতে ঠক ঠক।
ঘরে বসে, ফায়ার প্লেসে,
সারা শরীর গরম পোশাকে,
ঢেকে আছি।
শীত ভীষণ, জানিনা সূর্য উঠবে
কখন,
চারি দিকে দৃশ্য মনোহর,
ঢালে গাছ পালা বরফে গেছে
ঢেকে।

বাতাস বহিছে, বরফ ঝরিছে,
রাস্তা বন্ধ, এখানে ওখানে বরফ
জমে।
চারি দিক বরফে ঢেকে।
এত ঠান্ডায় মনে তো হয়,
ফিরে গেলে ভাল হয়।
সমতলের লোক আমরা,
পাহাড় শীতে জবুথবু,
কাটাই কয়েকটা দিন। ফেব্রার
ইচ্ছা।
সমতলে ভীষণ তাপদাহ বটে,
তবু ওই ঠান্ডা ছেড়ে, ফিরি
সমতলের টানে।
ভাবনা ছেড়ে বেরিয়ে এসে,

আবার তাপ দাহে।
গীষ্মের দুপুরে আম বাগানে,
পাকা আমের স্বাদটা পেতে,
প্রিয় এখানে।
পাকা কাঁঠাল গাছের তলায়,
স্বাদটা পেতে প্রিয় এখানে।
তালের শাস খেতে প্রিয়,
এই গরমে।
পাকা জাম মুখের মাঝে,
ভালোই লাগে এই গরমে।
গরমে কষ্ট আছে, শীতের দেশে
ভাল কয়েক দিনের,
অবশেষে বেশতো আছি,
এই গরমে।

86. আবার আসিব ফিরে

মেঠো এই পথ ধরে।

তপ্ত দুপুরে রৌদ্র প্রখরে,
ফেলে আসা পল্লীর ঘরে।

ছায়া সুশীতল দিঘি ভরা জল,
চোখে জল করে ছলছল।
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান,

""পর যদি আসি ফিরে"

পর জনমে যদি আসি ফিরে,
আসিব এই পল্লীর ঘরে।
তপ্ত দুপুরে প্রখর রৌদ্রে,
ফিরিব মেঠো পথ ধরে।

সুশীতল ছায়া ঢাকা গ্রাম, দিঘি
ভরাজল, করে ঢল ঢল।
দেখিব এরূপ তব, আঁখি ভরে।
শীতের ভোরে কুয়াশায় ঢেকে,
শিশির ঘাসের আগায়।
পরশ করিব ফিরে,
যদি আবার ফিরি এই পল্লীর
ঘরে।

ভোরের আলো পূবের
আকাশে, সূর্য উঠিবে ঝুঁকে
থাকা, ওই বাঁশের ফাঁকে।
মাখিব ভোরের আলোয়। আমি
যদি ফিরি, ওই পল্লীর ঘরে।
গোধূলির আবছা আলো,
আকাশের উঁকি ঝুঁকি তারা,
দেখিবে আমায় আবার,

যদি ফিরে আসি, এই মেঠো
পথ ধরে।

শ্রাবণের ঘনঘটা সন্ধ্যায়,
অবিরত ধারা বরিষন শেষে,
আমায় দেখে, কি আনন্দে,
সন্ধ্যা কাটিবে।

যদি ফিরি আমি পল্লীর পথ
ধরে।
পল্লীর মাঠ ঘাট আমায় চিনিবে
আবার,
দু হাত বাড়িয়ে রহিবে তুমি,
আমি চিনি, তোমাকে চিনি।
অবশ্য আসিব আমি,
পর জনমে, এই পল্লীর পথ
ধরে।

87. সোনালী রোদ

এক ঝাঁক সোনালী রোদ
ছড়িয়ে,
সূর্য উঠল।
সাগরের ওই পারে,
ভোরের স্নানটি সেয়ে।
আজকে দিনে, সূর্যের সাথে,
প্রথম দেখা হল।

সাগরের ঢেউ আলো মেখে,
সমুদ্র সৈকতে, বালুকা তটে,
পায়ে পায়ে হারিয়ে গিয়ে।
ভোরের সূর্য উঠল।
ভোরে ভোরে স্নানটা কিন্তু,
সবার অলক্ষে সেয়ে নিয়ে।

ঢেউ আসে যায়,
আবার হারিয়েও যায়।
নিত্য নুতন ছন্দে,
কবির কলমে উঠে আসে,
কত নুতন নুতন কবিতায়।

নীল শুধু নীল জলরাশি,
খেলেছে সারাদিন, রবির
কিরণে।
আদি অন্ত সীমাহীন অনন্ত
সাগর,
কর্ম ব্যস্ত জীবন দুজনের,
চোখা চুখি, কিছু কথা,
দুপুরে সূর্য যখন মধ্য গগনে।

ক্রমশ ঢলিয়া সূর্য হেলিয়া,
ডুবিবে আবার সাগরের জলে।
পূণ্য স্নানে গোধূলি কিরণে,
ধন্য ধরণীর পুরিবে বাসনা,
সূর্যের পদস্পর্শে সাগরের
জলে।

রাতের সাগরে চাঁদের পরশ,
তারারা হারিয়ে ওই জোছনায়।
লক্ষ মানিক ঢেউয়ের মাথায়,
ঝলমল বালুকা, সাগর
কিনারায়।

এই রূপ সৌন্দর্যে অপরূপ,

কি দেব বর্ননা, শুধুই দেখার।
নয়ন ভরিয়া এ রূপ হরিয়া,
এ শুধু তোমার আর আমার।

৪৪. অতীত কে খুঁজে পাব কি কোন দিন"

আমার হারিয়ে যাওয়া,
অতীত কে খুঁজতে,
আমি নাজেহাল।
ফেলে আসা বাল্য কাল,
সরল সাদাসিধে, শান্ত সুশীল,
মায়ের আঁচলে ঢাকা,
স্নেহ মমতায় মাখান,
দুটি কোমল হাতের পরশ,
খুঁজে পাবো কি কোনদিন?
আঙিনায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায়,
মায়ের কোলে মুখ ঢেকে,
চাঁদ মামার গান, মায়ের মুখে।
সে কি শুনতে পাব কোনদিন?
গভীর রাতে ঘুম যখন আসত না

চোখে।
মায়ের সেই ঘুম পাড়ানি গান
"খোকা ঘুমালো। পাড়া
জুড়ালো। বর্গী এল দেশে"।
মায়ের কোলে শুয়ে, ঘুম
পাড়ানি গান, মায়ের আদরে
শুনতে পাব কি কোনোদিন?
পাব না খুঁজে মায়ের মিষ্টি হাসি,
পাব না শুনতে ঝড়ের রাতে,
মায়ের মুখে তেপান্তরের মাঠ,
রাক্ষস, খোক্ষসের কত গল্প।
পাব কি কোন দিন আমার
অসুখে

মায়ের চোখের জল?
জানি পাবনা কোনো দিন।
মাকে যখন দেখি তারাদের
ভিড়ে,
কখনো এখানে কখনো ওখানে,
চোখে আসে জল। সত্যিই তুমি
আছ কি?
ফিরে যেতে পারব না
ছোটবেলা।
এ জনমে মাকে আর দেখতে
পাব
কি কোনদিন?
মা ছাড়া ছোটো বেলা সবই
অথহীন।

৪৯. "আকাশ জুড়ে মেঘ ছুটিছে,"

আকাশ জুড়ে মেঘ ছুটেছে,
বৃষ্টি হল শুরু।
সূর্য ঢেকে কালো মেঘ,
গর্জায় গুরু গুরু।

বৃষ্টি এখন ঝামঝমিয়ে,
শন শনিয়ে বাড়।
তাপ দাহে স্বস্তি এল,
ধুম পড়েছে বৃষ্টি ভেজার।

বনে বনে হুল্লোড়ে,

দুলছে মাথা সমারহে।
ভিজছে পাখি ডালে বসে,
নীড়ে যেতে ইচ্ছা নহে।

তরু লতা মরো মরো। ধুঁকছে
কদিন তাপ দাহে।
বৃষ্টি জলের উচ্ছ্বাসে,
বাঁধন হারা আজকে তারা
বৃষ্টি ভেজা এই বৈশাখে।

পায়ের ধুলো কাদায় ভরি,

মস্তুর পদে মেঠো পথে।
চাষিরা ফিরছে দলে, সঙ্গে গরু,
রাখাল ফেরে তাদের সাথে।

ফুটি ফাটা মাঠ ভরে যায়,
বৃষ্টি ভেজা মেঠো গন্ধে।
ঘাস ফরিং খোস মেজাজে,
লাফিয়ে এ ঘাসে ও ঘাসে,
নাচছে যেন ছন্দে ছন্দে।

90. "চাই মেঠো পথের ধূলায় মিশে থাকতে"

যে দিকে তাকাই সবুজে
সবুজে,
ধানের খেতে,দোল দিয়ে যায়,
বাতাস এসে।
আবছা ভোরে,পূব আকাশে,
রাঙিয়ে রঙে সূর্য আসে।
তালের সারি বাঁয়ে রেখে,
রাস্তা এক গেছে চলে,
কত গ্রামে হয়তো বা ,
চলতে চলতে গেছে মিশে।
ঘুম ভাঙনি গানে গানে,

ভোরের পাখির কোলাহলে,
ধানের খেতে স্বর্গ এসে,
মনে হয় যেন গেছে মিশে।
চেউ খেলা, এই সবুজ মেলায়,
কল্পনাতে হারিয়ে যাওয়া।
গ্রাম বাংলার দৃশ্যপটে, মাঠ
ঘাট,
সবই আসে।
অলক্ষে কোন শিল্পী এক,
ভরিয়ে ধরণীর, বিশাল ওই
ক্যানভাসে।

ছোট ছোট তুলির টানে,
রঙে রঙে রাঙিয়ে তোলে।
খামখেয়ালি মন যে তার,
আপন মনের হারানো আশে।
সার্থক জনম আমার,
ধন্য এই গ্রাম বাংলার ঘরে।
পর জনমে আসি যেন ফিরে,
এই সবুজ ধানের খেতে।
মাঠে,ঘাটে, সবুজ পল্লী ছায়ে,
পারি যেন মেঠো পথের ধূলায়
মিশে থাকতে।

91. "ভোরের মায়াপুর"

ভোর হয়নি তখনও,
কিন্তু পাখিরা জেগে অনেক
আগে।তারাও গাহিছে এখানে
ওখানে,মুখরিত হারিনামে।
মায়াপুর নদীয়া মুখরিত ভোরের
সংকীর্তনে।
চারিদিকে নাচিছে,গাহিছে,
কৃষ্ণনামে হরিনামে।
মহামন্ত্র জীবের পার,
"হরে কৃষ্ণ ,হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ
কৃষ্ণ হরে হরে, হরে নাম, হরে
নাম ,রাম রাম ,হরে হরে"।
খোল, করতাল মধুর ধ্বনি,

সুমধুর কণ্ঠ ধ্বনি,
আকাশে বাতাসে তারই
প্রতিধ্বনি।
গৌরাঙ্গের পদ চিহ্ন পথের
ধূলায়,
বঙ্গ ভূমি ধন্য হল, এই নাম
গানে এই নদিয়ায়।
যুগে যুগে আবির্ভাব তুমি
ভগবান
তেতা যুগে রামচন্দ্র,দ্বাপরে
কৃষ্ণ,
কলি যুগে গৌরাঙ্গ,হরি নাম
মন্ত্র।

হরি নামে মজে যে মন,সবই
হবে
তোমার আপন।
ভবের খেলায় মত্ত হয়ে,
সমর্পিত এ মন এই
ভবসংসারে।
সবার সাথে ডাকব তারে,
কান্ডারী তো তিনি পরপারে।
জলঙ্গি ও ভাগীরথীর
মিলনক্ষেত্র,
নবদ্বীপ ধাম।
পুণ্যক্ষেত্র নিমাই গৌরাঙ্গের
জন্মস্থান ,শত কোটি প্রণাম।

92. অসময় দুপুরে

গীষ্মের দুপুরে দারুন রৌদ্রে,
ঢেকে গেল সূর্য কালো মেঘের
আড়ালে।
বৃষ্টি দাপিয়ে ঝড়ের তাণ্ডবে,

পথে যেতে আজ,বৃষ্টি পায়ে
পায়ে।
সূর্য এখন মেঘের আড়ালে।

গাছ পালা আজ ভয়ে জড়সড়,
দুপুরে ঘনায় আঁধার এখন।
দমকা বাতাসে,বৃষ্টির দাপটে,
গর্জায় মেঘ ঘন ঘন।

খানা ডোবা আজ জলেভরে
গেল,
ব্যাঙএ দের আজ মহা
কোলাহল।
ঝরে গেল পাতা,ভেঙে গেল
ডাল,
অসময়ে ভরে বৃষ্টির জল।

কিছু আগে গরমে,
মাঠ ঘাট আজ তপ্ত দুপুরে।
চাতক ডাকিছে কাতরে,
অসময়ে শীতল ধরণী,

শীতল পরশে।এই হঠাৎ জল
ঝড়ে।

পাখিরা নীড় ছেড়ে,
ভিজিছে উল্লাসে,
নীড় কত গেছে ভেঙে।
ডানা খুলি ঝড়ে,
উড়িছে ডানা মেলে,
আজ নীড়ে বসে থাকবেনা
ভয়ে।

বনে বনে আজ স্বস্থির নিঃশ্বাস,
ভেঙে গেছে কত ডাল পালা।

তবুও আনন্দে মেতেছে নৃত্যে,
কিছুটা মিটল দুঃসহ এই,
গীষ্মের দহন জ্বালা।

মেঘেদের আজ কতই না খেলা,
দুপুরে সূর্যের দাবানলে,
নিভছে অনল বাড় ও জলে।
সবাই মেতেছে উৎসব উল্লাসে,
দুপুরে আজ মাঠ ঘাট ডোবা
নালা,
ভরে গেছে অসময়ের ঝড়
জলে।

93. "আজকে দিনে আমার সাথে"

আজকে দিনে আমার সাথে,
সঙ্গী অনেক স্বপ্ন নীড়ে।
ভোরের আলোয় পাখির ডাকে,
গাছ গাছালি আমায় ঘিরে।

ফুল আছে ফল আছে,
আছে কত জাতের পাখি।
বন্ধু হয়ে আছে তারা,
সারাটা দিন তাদের দেখি।

ভোরের আগে ভোরের তারা,
অনেক দিনের জানা শোনা।
রাতের পাখি আমায় দেখি,

খমকে গিয়ে ফেরে নীড়ে, ভোর
হবে এখনই যে
এ সবই আছে জানা।

পূব আকাশে রঙ ছড়িয়ে,
সূর্য উঠে তালের ফাঁকে।
আঙিনা ভরে সোনালী আলো,
প্রতিদিনই খুঁজি তাকে।

চড়াই,শালিক,দোয়েল,ফিঙে,
ছাত রা, ঘুমু,পায়রা, টিয়া।
আরো কত ডালে ডালে,
সারাটা দিন কাটাই সময়,

সবই ভুলি ওদের নিয়া।

গাছের তলায় কাটে সময়,
বৈশাখী আজ দুপুর বেলা।
কাটে সময় অলস বেলায়,
অতীত স্মৃতি হাতড়ে চলা।

সূর্য ডুবে অস্তাচলে,
গোধূলী বেলা নামছে ক্রমে।
সন্ধ্যা নেমে আঁধার ঢেকে,
সামনে এগিয়ে,যাবনা থেমে।

94. "স্টেশন কৃষ্ণনগর"

স্টেশন আসছে,গাড়ির গতি
কমছে।
ট্রেন এখনই থামবে।
নেমে যাবার তাড়া,

হাতে মাথায় কাঁধে,
বোঁচকা বুচকি অনেক আছে।
অনেক যাত্রী এখানেই নামবে।
অন্ধ মা ভিক্ষার বুলি,

হাত ধরে ছোট এক মেয়ে,
এক পাশে দুজনে দাঁড়িয়ে।
এই স্টেশনে তারাও নামবে।
নিত্য যাত্রী যারা সবাই চেনে।

দুজনের মধুর কণ্ঠ,
শুনেছি গান একটু আগে।
আমি মুগ্ধ তাদের হরিনাম
গানে।
এই স্টেশনের পাশে ফুটপাতে,
থাকে তারা, অনেক দিন হল।
ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে,
সবার দয়ায়, ওদের গানে,
দশটা বছর কেটে গেল।
অসুখে অন্ধ, কোলে কন্যা,
পায়নি ঠাই, স্বামীর অত্যাচারে,

হারিয়ে ঘর। আশ্রয় ফুটপাতে।
কেউ থাকেনি পাশে স্বামীর
ঘরের।
তার গানে মুগ্ধ সবাই নিত্য
যাত্রী
বিপদে আপদে তার সাথে।
শুনলাম সেদিন ওদের কথা,
নিত্য যাত্রী
এক বৃদ্ধার মুখে।
শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়,
মেয়েরা এখনো কত অসহায়।

শ্বশুর বাড়িতে প্রথম কন্যা
সন্তান,
অনেক বড় ঘরেও পায় না
সন্মান।
ট্রেন এসে থামল, স্টেশন
কৃষ্ণনগর।
আমি নামলাম, সব যাত্রীই
নামল।
ওরাও নামল।
হারিয়ে গেলো যাত্রীর ভিড়ে,
স্টেশন কৃষ্ণনগর।

95. "নির্বাক দর্শক"

সন্ধ্যা নেমেছে, সূর্য অনেক
আগেই অস্তাচলে,
পাখিরা ফিরেছে ঘরে,
দুটি দোয়েল বড় কাছাকাছি,
বসে এখনো করবীর ডালে।
তারা বাসায় ফেরার কথা,
গেছে কি আজ ভুলে?

দুটিতে একই ডালে,
পাশাপাশি খুবই কাছে।

তারারা আকাশে চাঁদও উঠেছে,
নীড় ছেড়ে জোছনায় আছে।

দখিনা বাতাসে এই জোছনাতে
অঙ্গ ভিজিয়ে তারা দুটিতে।
কানে কানে সোহাগে আদরে,
এই তো সময় আবেশে
ভালোবাসতে।

দুজনে কখনও এ ডালে,

কখনো ও ডালে। মনের
আবেগে,
চাঁদনী রাতের নীরব নির্জনে,
মন দুটি চায় কাছে পেতে।
পাশে কত গাছ আছে,
নীরবে সাক্ষী হয়ে।
আমার আঙিনার পাশে,
আমিও নির্বাক দর্শক,
সন্ধ্যা তারাদের সাথে।

96. বিরহ সঙ্গীত

হঠাৎ ঘুম ঘোরে যদি মনে
পড়ে,
অশ্রু মুছে বাতায়ন পরে,
দাঁড়ায়ও তুমি, আমি রব দূরে,
দেখ চাছি, ওই তারাদের ভিড়ে।

কখনও যদি ভ্রমরের গুঞ্জনে
আমার কোন গান মনে পড়ে।
গাছিও নীরবে, রেখো মোরে

দূরে,
অশ্রু ফেলিও নীরবে,
কালবৈশাখীর কোন এক ঝড়ে।

দু হাত ভরে যা কিছু দিলে,
হারিয়ে ফেলেছি, ক্ষমিও মোরে,
খুঁজোনা গোধূলী বেলায়,
দূর পথ পরে। ক্ষমিও মোরে।

আমি দূরে দূরে থাকি,
তুমি জান কি?
তোমার আঙিনায়, ভরা
জোছনায়,
আমি নয়তো তোমার আজিকার
সাথী।
তুমি খুঁজিবে হয়তো, পোহাবে
কত রাত।

জনমে জনমে আমিও খুঁজিব
তুমিও খুঁজবে মোরে।
কোন অবসরে আনমনে,
আমায় যদি কখনও মনে পড়ে।

ভোরের আলোয় খুঁজো না

আমায়,
আমি তখন নদী কিনারায়।
আসিব ফিরে স্মৃতির নীড়ে,
স্বপ্নতো ছিলো তোমায় ঘিরে।

এই লিপিকায় বিরহ থাক না,

মিলনে কি বা প্রয়োজন পড়ে।
তুমি আমি কাছাকাছি,
আছি দুজনে অনেক দূরে।
অনেক স্বপ্ন থাকে থাক।
তোমায় আমায় ঘিরে।

97. "প্রকৃতির ক্রোড়ে কত ধন লুকিয়ে"

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ধরণীর
ভাঙারে,
প্রকৃতির ক্রোড়ে কত ধন
লুকিয়ে।
দিনে রাতে অসময়ে বাড়ির
চারিপাশে,
দেখ নিমগ্ন চিন্তে তাকিয়ে।
পখিরা ডালে ডালে,
কত সুরে কথা বলে।
বৃষ্টির জলে ব্যাঙ এরা দল বেঁধে
কত খেলা খাল বিলে।
ফুল বনে প্রজাপতি পাখা
মেলে,
ভ্রমরের গুঞ্জে।
মৌমাছি করে রব,
মৌচাক বনে বনে।
বেনুবন মর্মরে,রাখলের বাঁশি
সুরে,

নির্জন দুপুরে কত কথা পড়ে
মনে।
শ্রাবণের বারি ধারে, দিবা নিশি
একাকারে,
মেঘেরা খেলিছে অহরহ শ্রাবণ
বরিষনে।

শীতের পরশে ভোরের কুয়াশে,
শিশির পায়ে পায়ে।
ভোরের সূর্য পূবের আকাশে,
উঁকি মারে ওই কুয়াশায় নেয়ে।
মাঠে মাঠে সোনার ফসল,
সোনালী ধানের খেতে।
সন্ধ্যায় জড়সড়,জবুথবু,
জনপথ,
নিশচুপ বনভূমি একটু গভীর
রাতে।

শীতের পরশে বসন্ত আসে,
বসন্ত দূত কোকিলের ডাকে।
ফুলে ফুলে ভরে ধরণী,
পলাশ, শিমুল,কৃষ্ণচূড়ার ফাঁকে
ফাঁকে।
দিকে দিকে রঙের ছোঁয়া,
রঙ লাগে যে মনে প্রাণে।
বসন্ত উৎসব,মাতায় ধরণী,
নবীন প্রবীনের গানে গানে।

গীষ্মের প্রখর রৌদ্র বসন্তের
শেষে,
ভীষণ তাপদাহ, রুদ্ধ সূর্য।
দগ্ধ ধরণী অসহ জীবন। এরই
মাবেই,
কালবৈশাখী র আগমন।
প্রকৃতির ভাঙারে বিবিধ রতন।
নূতন করে এল নূতন বর্ষ।

98. "পথের টানে পথে নামি"

পথের টানে পথে নামি,
পথে পথে ঘুরি।
জন্ম ভিটে ছোট্ট নীড়ে,
গাছ গাছালি ঘিরি।

বসতি আছে অনেক দূরে,

আমার, ছায়ায় ঢাকা বাড়ি।
চারিধারে পুকুর ডোবা খানা
খন্দ, ছোট বড়ো কত গাছের
সারি।

রঙ বে রঙের কত পাখি,

এই বাগান বাড়ির ওরাই সাথী।
আম কাঁঠালের বনে, ওদের
বাঁধা নীড়ে,
দিনে রাতে সময়ে অসময়ে,
কতোই না তাদের মাতামাতি।

ভোরের অনেক আগেই ওরা
ওঠে জেগে,
আমিও উঠি ওদের সাথে,
ওদের ঘুম ভাঙনি গানে।
রাত তো পোহায়নি এখনও,
সময় হয়নি ফেরার তখনও,
জোনাকিরা তারা বড়
অভিমনে।

সারাদিন গাছ ,লতা ,পাতা,ফুল,
ফল কতো।ওরাও আছে,
আছে পাখি,কাঠবেড়ালি,বেজি,
বনবিড়াল,সরীসৃপ কত।
এদেরই সাথে কাটে যে সময়,
এরাই সঙ্গী সাথী আমার যত।

সন্ধ্যা ঘনায় রাত্রি যখন নামে,
চাঁদ তারা আকাশের গায়। ,
আমার আঙিনা তখন ভরে
জোছনায়।
ওরা ডাকে, ওরা বলে
"ফিরাওনা মোরে,লিখে রেখ
তোমার আমার কথা মনের
লিপিকায়।"

99. এটাই কি এই দেশের রাজনীতি?

প্রকৃতি ছেড়ে বাস্তবে ফিরে,
রাজ পথে এসে দাঁড়াই।
লেখা পড়া শিখে,
ঝুলি ভর্তি ডিগ্রিতে,
রাজপথের ফুটপাতে পেয়েছে
তারা ঠাঁই।
চাকরি বিক্রয় হয়েছে কত
লক্ষ লক্ষ দামে।
যোগ্য প্রার্থী পথের ধুলায়,
অযোগ্য প্রার্থী ঘুষের টাকায়,
চাকরি হয়েছে বেনামে।
দেশের রাজনীতি পথের ধুলায়,
আজ ভরে গেছে বদনাম এ।
শাসক বিরোধী ছাড়িছে হুঙ্কার,
আমরা দেশবাসী বুঝি সবই,

চারিদিকে শুধুই বেকার।
রাজ্যে রাজ্যে বাড়িছে
হাহাকার।
নির্বাচন নিয়ে কি যে প্রহসন,
দেশের সবই নির্বাচনে দেখতে
পাই।
কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে,
অনেক রক্ত বারিয়ে,
বাহুর ক্ষমতায় দখল চাই।
এটাই এই দেশের রাজনীতি।
দেশ তো পিছিয়ে, ভাষণে
এগিয়ে,
যে দেশের বেকার অতি।
এটাই এই দেশের রাজনীতি।
বড় বড় মাথা, বলে কত কথা,

গরিব মানুষের দরদী।
দেশ ছেড়ে কত অসৎ
পুঁজিপতি,
বিদেশে দিয়েছে পাড়ি।
দেশের পুঁজি সিন্দুকে তাদের,
ফুলে ফেঁপে হয়েছে তাদের
শ্রীবৃদ্ধি।
এটাই এই দেশের রাজনীতি।
জানিনা সামনে দিনে,
শিক্ষিত ছাত্র ছাত্রী কি
পরিণতি।
এটাই কি এই দেশের
রাজনীতি?

100. "বিরহ সঙ্গীত"

শুকিয়ে যাওয়া মালা ,
পথের ধুলায়,ফেলেছিছু ভুলে
তুমি পথ হতে পড়েছিলে সেই
মালা তুলি।
পার নি নিতে মোর হাত হতে
তোমারই গাঁথা সেই মালা খানি।
জানিনা আজ বিরহিনী তুমি।

ভুল বুঝে তুমি একাকিনী,
বড় অভিমানী।
আমাকে ভুলিতে জানি আজও
পারোনি।
তোমার আঙিনা ভরে কত ফুল
ফোটে ,ঝরে,
কাহো কেও মালা তুমি দাওনি।

নিজের করে দেখতে তুমি
পারো নি।
তোমার বিরহিনী রূপ অন্তরে
মোর,
এই গোধূলী লগনে আমি
ভুলিনি।
এ জনমে দেখা যদি নাহি হয়,

মুছে ফেল আঁখি জল,
জনমে জনমে থেক দূরে,
আমার কাছে তুমি বিরহিনী,
জানি অভিমানী ।

কাহো কেও মালা দিতে
পারেনি ।
যত দূরে থাকো,তিনি ভালো
থেকো,

জানি তুমি কাছে,হয়তো আছে,
বিরহিনী বড় অভিমানী ।

101. "আজ বৈশাখী দিনের শেষে"

আজ বৈশাখী দিনের শেষে,
পশ্চিমে সূর্য ঢলে,
সারা দিনের প্রখর রোদে
সূর্য যখন অস্তাচলে ।

পাখিরা ঘরের পথে,
যাবে তারা নীড়ে ফিরে ।
বলাকারা দলে দলে
পশ্চিম আকাশ ঘিরে ।

বাতাসে পাখনা মেলে,
সোনালী রোদে মেঘের কোলে ।
সূর্য এবার অস্তাচলে ।
মাঠের পথে ফিরছে ঘরে,
গরুর দলে রাখাল ছেলে ।

চাষীরা দিনের শেষে ক্লান্ত

দেহে,
স্নানের তাড়া দীঘির জলে ।
দূরের মাঠে আঁধার নামে,
সন্ধ্যা প্রদীপ তুলসী তলে ।
পশ্চিমে সন্ধ্যা তারা,
আকাশ জুড়ে আরো কত,
তারারা প্রদীপ জ্বলে ।
দীঘির পাড়ে বাঁধা ঘটে,
চারিদিকে চারটি আছে ।
গীম্বের এই তপ্ত দাহে,
সন্ধ্যা কাটে, বাতাস বহে । কত
না সব,আছে বসে ।
আমিও আছি তাদের সাথে,
গল্প গুজব আড্ডাতে ।
ভালোই লাগে সন্ধ্যা বেলা,

দেরিতে আজ চাঁদের আলো ।
দীঘির জলে জোহনাতে,
ঝলমলিয়ে ভরিয়ে দিল ।

কখন যেন অলক্ষ্যে
চাঁদ এসে, অন্ধকার কোথায়
যেন এ সন্ধ্যা তে হারিয়ে গেল ।
স্নিগধ পরশ,স্নিগধ আলো,
স্নিগধ সমীর স্নিগধ জল
শরীর টাকে জুড়িয়ে দিল ।

রাত হল বাড়ী ফেরার সময় হল
সন্ধ্যা টা জোহনায় ভিজে,
এ মন তোমার পরশ পেল ।
বাড়ী ফেরার সময় হল ।

102. "রেখো সখী মনে"

রেখো সখী মনে,
তোমার মনের গহীনে ।
নীরবে থেকো না,
রেখো না দূরে,
সেই কাঁপা কাঁপা সুরে ।
তোমারও মাধবী বনে ।
তুমি পথ ভুলে,
এই পথেই এলে,
যাতনা নিজেকে দিলে ।

নয়নে নয়নে রেখো গো যতনে,
যা কিছু নিয়ে ছিলে ।
লতা পাতা ভরা তব কুঞ্জে,
নিভুতে চেয়েছি তব নুপুর
ধ্বনি
আমার আঙিনা তে শুনতে ।
কান পেতে আজও আছি,
শুনিব কি কখনো ?
তব কুঞ্জে কোনো দিনও

ডাকতে ।
বলি বলি করে ,যে কথা বলোনি
মোরে,
থাকনা আজ,
রেখো যতনে তোমারও মনে ।
আমি নীরবে আছি দূরে,
তুমি থাকো তব মাধবী বনে ।
মনে মনে প্রতিক্ষণে
রেখো গো যতনে ।

103. "আজ শুভ লগ্ন"

আজ শুভ লগ্নে রবির কিরণে,
ধরণী উদ্ভাসিত দিকে দিকে।
তুমি এসেছিলে বাঙালির ঘরে,
15 ই বৈশাখে।
তুমি হৃন্দে হৃন্দে কবিতা গানে,
গল্প উপন্যাসে।
বাংলা ভাষা ধ্রুব তারা সম,
আকাশের গায়,তোমার
প্রকাশে।

তুমি যেথা থাক,কাছে কাছে
আছ,
তোমার স্মরণ কালে।
শৈশব হতে,তোমার লেখনীর
পুণ্য ধারা,
সমৃদ্ধ, প্রকৃতির কোলে।
স্বর্ণ সিংহাসনে বসিলে যেদিন,
বিশ্ব দরবারে।
বাংলা সাহিত্য,সর্বত্র সমাদৃত

সেদিন,
ধন্য বাঙালী, ধন্য ভারত বাসী,
তুমি পর্বত চূড়ায় খ্যাতির
শিখরে।
আজ তুমি নাই,
তোমার সৃষ্টি দিকে দিকে,
ক্ষুদ্র আমি,তোমার জন্মদিনে,
তব পদে কোটি প্রণাম জানাই।

104. "আমার গ্রামে"

আমার গ্রামে তোমরা যখন,
সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে।
মেঠো পথে,বাঁশ তো ঝুঁকে,
পায়ে পায়ে বন জঙ্গলে।

গাছে গাছে ঢাকা নীড়ে,
তোমরা সবাই যখন এলে।
ডালে ডালে পাখিরা সব,
আজকে তারা কৌতূহলে।

আমের বনে গন্ধ ভরে,
পাকা আম ঝুলছে ডালে।
কোকিল ডাকে কুহু কুহু,
বসন্ত তো গেছে চলে।

কাঠ বেড়ালী নিজের হৃন্দে

ফুডুৎ ফুডুৎ এদিক ওদিক।
চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়,
আম ভক্ত এমনি পেটুক।

কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল এবার,
ফলন কিন্তু অনেক কম।
জলের অভাব বড়ই এখন,
চাষীরা চাষে হতোদ্যম।

সন্ধ্যা পরে থমথমে এই,
নির্জন এই বাগান বাটি।
ডাকছে কোথায় ঝিঁঝিঁ পোকা,
জোনাকি আলোয় মিটিমিটি।

আকাশ জুড়ে তারা ফুটে,
মায়াবী এই রাতের ছবি।

দূরের মাঠে শিয়াল ডাকে,
হারিয়ে গেছে কতই গ্রাম,
সভ্য সমাজে,বাঁচার তাগিদ।
এটাই তাদের প্রধান দাবি।

রাতের গাছে পাখী ভরে,
কেউ বা নীড়ে,কেউ বা ডালে।
এই বাগান নীড়ে,আমরা সবাই,
থাকব কেমনে তাদের ভুলে।

দিনে রাতে একই সাথে,
কাটবে দিনগুলো আনন্দেতে।
লতা পাতায় বাঁধা এ ঘরে,
মাখা মাখি প্রকৃতিতে।

105. "জামের ডালে বউ কথা কও"

জামের ডালে বউ কথা কও,
দুপুর বেলায় বসে।
রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে,

গাছের ছাওয়ায় আছে।
হয়তো যেতে হবে তাকে

অনেক অনেক দূরে,
সাথী এখন অপেক্ষাতে,
শূন্য নীড় পড়ে।

সূর্য এখন মধ্য গগন,
জ্বলছে তাপ দাহে।
এতই ক্লান্ত রুদ্ধ কণ্ঠ,
গান এখন নহে।

হলুদ দেহ মাথা কালো,
ঠোঁটটি তার হালকা লালে
ঢেকে।
"বউ কথা কও","বউ কথা
কও"

মাতহারা ,বড়ই মধুর ডাকে।
কি অপরূপ দেখতে তাকে,
বনের শোভা তাকে নিয়ে।
মধুর ডাকে দিকে দিকে,
কখন কোথায় যায় হারিয়ে।

গাছের ভিড়ে আপন নীড়ে,
সন্ধ্যা মুখে ফেরে ঘরে।
ডাক শুনে বোঝাতো যায়,
পছন্দ আমার তাকে ঘিরে।

নানা রঙের পাখিরা সব,
নানা সুরে গায়।
বনের সৌন্দর্য্য বনকে সাজায়
পাখিরা প্রধান ভূমিকায়।

বউ কথা কও,বউ কথা কও
কথা একটু কও।
তোমার কণ্ঠ নীরব কেন?
গান শুনিয়ে দাও।

106. "সেই মায়াবী দেবী তুমি"

ভোরের স্নানটি সেরে,পুজোর
ঘরে,
দাঁড়ালে তুমি ফুল ডালি হাতে,
আমার আঙিনা পরে।
আবছা আলোয় প্রথমে চিনি নি,
তুমি এতদিন পড়ে।
ভোরের আলোতে এলে,
এমন অসময়ে সামনে দাঁড়াবে?
স্বপনে তো ভাবিনি।
এলো চুলে স্নিক্ত বসনে,
নুপুর চরণে,ঘোমটা টানি।
কি অপরূপ!চন্দ্র বুঝি!
এমন সাজে আগে তো
দেখিনি।

ভোরের মায়াবী ,কোন দেবী
তুমি,
শয়নে স্বপনে যার ধ্যানে ব্রতী
আমি।
এখনও বুঝিনি,
সেই মায়াবী দেবী কি তুমি?
তোমার ফুলে,
তোমারে পুঁজিব যতনে।
পথে পথে যার টানে,
পাহাড়ে,
সমতলে ,সমুদ্রে,নির্জনে।
তোমার এলো চুলে সাগরের
ধারা,

ঘোমটায় ঢাকা পাহাড়ের চূড়া।
চরণের নুপুর ধ্বনি,
সমতলে আনে টানি।
ফুল ডালি হাতে বসন্ত সাথে,
তোমায় চিনি গো চিনি।
ভোরের আলোয় ধন্য আমি,
খুঁজে খুঁজে ফিরি দেখিব
তোমারই।
নিজে এসে দিলে ধরা।
এমন লগ্নে,যেও না রজনী,
এখনও আবছা আলো,
বিদায় বেলা এখনও হয়নি।

107. একটা বীজ মাটির নিচে

একটা বীজ মাটির নিচে।
কত যত্নে লালনে পালনে,
ছোটো চারা হয়ে উঁকি মারে।
দুই হাত চারিধারে,
সব সময় নজরে।

মায়ের মতন ,নিজ ক্রোড়ে।
স্নেহ মমতায়,বাড়ে দিনে দিনে,
শিশু যেমনে বাড়ে মায়ের
যতনে।
দিনে দিনে ডাল পালা নিয়ে,

সবুজ পাতায় ভরে যায়।
অসুখ বিসুখ আছে কত,
নজরে নজরে,আলো বাতাস
জলে,মাটির শিশু বাড়ে
মমতায়।

এক পায়ে দাঁড়িয়ে,সব হাত
ছাড়িয়ে,ডানা মেলে উড়ে যেতে
চায়।
বাঁধা পরে মাটিতে,সব আশা
দমিয়ে,
বাতাসে মাথা নেড়ে,
মন চায়।উড়ে যেতে আকাশে।

স্নেহ ভালোবাসা,বেড়ে ওঠা,
ভরে বনভূমি,সবুজে সবুজে।
ফুল আসে ফল আসে,
পাখি বসে ডালে ডালে।
ওরাও মহা সুখে ফলে ফুলে।
নীড় বেঁধে দলে দলে।
গাছতো সন্তান,বেঁচে থাকা,

তারই মাঝে।বীজ পুতে
মাটিতে।
রক্ষা হবে বনভূমি।
দূষণ মুক্ত পরিবেশ,
দায় বন্ধ তোমাতে আমাতে।

108. "বাগান ভরা কতোই মেলা"

বাগান ভরা কতোই মেলা,
সব মরসুমের আনা গোনা।
গীষ্ম এলে ভরে ফলে,
নেই কারো আর অজানা।

আম গাছে আম ঝোলে,
কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল,
জাম গাছে জাম দোলে
আসফল গাছে আসফল।

লেবু গাছে লেবু ভরে,
জামরুল গাছে জামরুল।
ফলসা গাছে ফলসা ধরে,
ফুলের বনে ফোটে কত ফুল।

তাল গাছেতে তাল ঝুলছে,

করমচা গাছে করমচা আছে
ভরি।
কলা বাগানে কলার কাঁদি,
মোচা সারি সারি।

কলা আছে নানা জাতের,
হিসাব রাখা ভার।
কালি বৌ, কাঁচকলা,ডেমরে
কলা,
সিঙ্গাপুর আর মর্তমানের ঝাড়।

মাটির নিচে হলুদ,কচু,ঝোড়া
আলু,
ওল ও আছে সাথে।
সুন্দর আলু মাটির নীচে,
মানকচুও এই বাগানেতে।

কয়েক দিন আগে কুলও ছিল,
সজনে ডাটা ভরে।
নোনা গাছে নোনা ঝোলে
পিয়রা গাছে পিয়রা এখন
ধরে।

পাখি তো আছে নানা জাতের,
নানা কোলাহলে।
বাগান ভরে তাদের খেলা,
কাটায় ডালে ডালে।

ফল,মূল,পশু,পাখি,
নিশ্চিন্তে আমরা সবাই।
সুখেও আছি,দুঃখে আছি,
মিলে মিশে।দ্বৈষ মনে নাই।

109. নারকেল গাছে নারকেল হয়ে,

সুপারি গাছে সুপারি।
লক্ষা গাছে লক্ষা হয়ে,
ক্যাপসিকাম মিষ্টি ভারী।

110. "রাজপথ"

রাজপথ গেছে চলে,
কত শহর,কত গ্রাম, আছে
মিশে।
দিনে রাতে সময়ে ও অসময়ে
কত গাড়ী যায় আসে।

কোথাও দু পাশে কত গাছ,
সারি সারি আছে সাজে।
কোথাও ধু ধু মাঠ,ধান খেত,
শহরের বাড়ী ঘর ,পড়ে মাঝে
মাঝে।

কোথাও দু ধারে জঙ্গলে

জঙ্গলে,
কত পথ যায় চলে।
কোথাও ছোটো ছোটো গ্রাম,
ছবির মত,গাছেদের ছায়া তলে।

কোথাও জন জোয়ার,বড় কোন
শহরে,নগরে,
কোথাও জনহীন প্রান্তর।
কোথাও দেবালয়,সমুদ্র
সৈকত,
কোথাও বাণিজ্য বন্দর।

কোনো পথ চলে গেছে,

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড়ে।
কত পথ চলে গেছে সমতলে,
আবার নদী হয়ে সমুদ্রে।

মরু ছেড়ে কত পথ,মরীচিকা,
কত দিকে চলে।
সব পথ মিশে যায়,
রাজপথে এলে।

রাজ পথ চির কাল,
সাজে পোশাকে রাজার মতন।
সব পথের স্রোত নদী হয়ে,
সাগরের রাজপথে মেশে যখন।

111. বিনি সুতোর বাঁধনে

বিনি সুতোর বাঁধনে
কেমনে তুমি জড়ালে,
বাঁধন খোলা বেজায় বড় দায়।
কোথায় সেই বাঁধন আছে,
খোঁজা নাহি যায় রে,
খোঁজা নাহি যায়।
বাঁধন খোলা বেজায় বড় দায়।

মনের বাঁধন জড়িয়ে কখন,
ঘুরে ফিরি গোলক ধাঁধায়।
পাকে পাকে বাড়ছে বাঁধন,
ছাড় পাওয়া যে কঠিন বেজায়।

বাঁধন খোলা বেজায় বড় দায়
রে,
বেজায় বড় দায়।

সংসার গাড়ি বেজায় ভারী,
কারে তুই করবি দায়ী?
মাঝে দরিয়ায় বড় উঠেছে,
পেরোতে হবে নৌকা বাহি।
বাঁধন কোথায়? খোঁজা নাহি
যায়।
এ তো ভীষন দায় রে,
এ তো ভীষণ দায়।

তপ্ত দাহে পুড়তে হবে,
ইস্পাত তো হবেই হবে।
ভাঙবেনা,মচকে যাবে,
সারাটা জীবন ভারী গাড়ী,
টানতেই হবে রে,
এটাইতো সংসার রে।
বাঁধন খোলা বেজায় বড় দায়
রে।
বেজায় বড় দায়।

112. কালবৈশাখী

আগুন নয়ন ঢাকিয়া এখন,
মেঘেরা দক্ষিণ পশ্চিম কোণে।
বনে বনে আজ শুষ্ক বাতাস,

ঝড়ের আশঙ্কা মনে মনে।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল সবে,

হঠাৎ আঁধার আসিল নেমে।
গুরু গুরু রবে বজ্র নিনাদে,
দমকা বাতাস ওঠে পশ্চিমে।

মেঘেরা এখন বাঁধন ছাড়া,
দলে দলে মেঘ কালিমায়
ঢেকে।

ধরণীর পরে দানবীয় তাড়বে,
মুহু মুহু হুঙ্কার।ওঠে ওই
মেঘেদের ফাঁকে।

ভেঙে গাছ পালা,ধুলোয়
ধুলোয় ,
যে দিকে তাকাই,ভাঙে ঘর

বাড়ি।
বৃষ্টির শুরু,মেঘেদের গর্জন,
ত্রিভুবন ভয়ে থরথরি।

পাখিরা ভয়ে অসময়ে নীড়ে,
উন্মত্ত হাজার হাতি,দাপায়ে
জঙ্গল।এ কি অমঙ্গল।

তার চেয়েও বলশালী,এই
কালবৈশাখী ঝড়।
চতুর দিকের ধ্বংসের হাহাকার।

ধ্বংসের মাঝে নূতন
সৃষ্টি,নববর্ষে।

শীতল এই বারি ধারায় ধৌত
ধরণী।

নূতন কিশলয়,লভিবে জনম,
শস্য শ্যামল সবুজ হরিণ ই।

বৈশাখী ঝড় বৃষ্টি,
এই কাল বৈশাখী,
এল এই নূতন বর্ষে।
ধন্য ধরণী তাঁরই পদ স্পর্শে।

113. "হারিয়ে যাওয়া কথা"

আজ হারিয়ে যাওয়া কথা,
যখন পড়ে মনে।
কি জানি মনটা যেতে চায়,
সেই হারিয়ে যাওয়া দিনে।

চতুর্থ শ্রেণী সাজ করে,
গ্রামের ইস্কুল শেষ।
যেতে হবে শহরে তে,
ঠিক হলো অবশেষ।

পঞ্চম শ্রেণী ভর্তি হলাম,
হারিনাভির উচ্চ বিদ্যালয়ে।
ঘন্টা দেড়েক লাগবে যেতে,
হাঁটতে হাঁটতে পায়ে পায়ে।

গ্রাম ছেড়ে শহরে কখনো,
আগে হয়নি আসা।
ভয়ে ভয়ে প্রথম দিন,
ইস্কুলটা যেমন বড়,
ঘর গুলো তেমনি ছিল খাসা।

গ্রামের ইস্কুলে মাটিতে বসে,

শিক্ষক সবই চেনা।
অভ্যাস নেই বেঞ্চে বসে,
প্রতি ক্লাসে নূতন শিক্ষক,
আমার কাছ এই সবই অজানা।

সকাল সাড়ে নটায় বেরিয়ে,
এগারোটায় ইস্কুল।
হাঁটতে হাঁটতে ইস্কুলে যাওয়া,
ইস্কুল থেকে ফেরা,
মাঝে মাঝে কামাই তো করতাম
ইস্কুল।

কখন যেন ভালোবেসে
ইস্কুলটাই
হয়ে গেলো বড়ই আপন।
ছাত্র, শিক্ষক বন্ধু সমান,
শিক্ষার প্রথম পাঠ,
শিক্ষক শ্রদ্ধেয় গুরুজন।

সাইকেল চড়া শিখে,
কষ্ট অনেক হলো দূর।

নবম শ্রেণী থেকে,
সাইকেলে ইস্কুল।
তখন মনে হল ইস্কুল,
নয়তো বেশি দূর।

ইস্কুলের সহপাঠী অনেক,
অনেক।
মজা ছিল,আড্ডা ছিল,ছিল হই
ছল্লোড়।
দিন কাটতো আনন্দেতে,
এখনকার মতো কোনো বিষয়ে,
ছিলো না এতো জোর।

পড়াশোনা করেছি নিজের
মতন,
খুব একটা ভাবিনি,
ভবিষ্যতে কি হবে তখন।

স্বর্ণময় জীবন ছিল,
সেই হারানো দিন গুলো।
মনে পড়ে,আজকে দিনে,
উড়িয়ে পুরানো স্মৃতির ধুলো।

114. 'জীবনটা তো হুড়োহুড়ি নামা উঠার খেলা'

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি,
ফিরব কলকাতায়।
ট্রেন তখনও ঢোকেনি।
যাত্রী অনেক, ভিড়ে ভিড়,
বেশির ভাগই কলকাতায়।
ট্রেনটা ঠিক সময়ে আসেনি।
কৃষ্ণনগর লোকাল আসছে,
এখানে মিনিট পনের থামবে,
আবার কলকাতায় রহনা হবে।
এটাতো কৃষ্ণনগর স্টেশন।
আমরা একসাথে জন সাতেক,
আমার মত বয়স্ক সবাই।
মহিলা চার, পুরুষ তিন,

আমরা দুজনে, বাকি সবাই
আত্মীয়স্বজন।
এটাতো কৃষ্ণনগর স্টেশন।
ট্রেন আসলে, হবে হুড়োহুড়ি,
বসতে হবে। উঠতে হবে। হবেই
তাড়াতাড়ি।

বেশির ভাগই নবদ্বীপের
তীর্থযাত্রী। আমরাও তাই।
ওই দেখা যায় দূরে,
আসছে কৃষ্ণ নগর লোকাল।
ব্যাগ পত্তর মেলাই কিছু,
হাতে পিঠে কাঁধে, অনেক বোঝা

আছে।
অবশেষে ট্রেন এল, দাঁড়াল
স্টেশনে।
নামা ওঠার হুড়োহুড়ি চললো
কতক্ষণে।
জীবনটা তো হুড়োহুড়ি নামা
ওঠার খেলা।
নামতে হবে উঠতে হবে, এ তো
ভীষন জ্বালা।
এমন ভাবে আসবে ভবে,
পরপারের বেলা।
জীবনটা তো হুড়োহুড়ি নামা
ওঠার খেলা।

115. "ওদের সাথে আছি"

অবসরে ঘরে বসে,
কাটে না সময়।
বাগানের চার পাশে,
কত ছোটো বড় গাছ আছে।
তারাই তো আমার সাথে রয়।

ভোর হতে ওদের সাথে,
কাটে তো সময় বন্ধু হয়ে।
সারাদিনের মাতামাতি,
আমি তো বেশ আছি,
দিনে রাতে ওদের নিয়ে।

নাই কোন চাওয়া পাওয়া,
আছে শুধু ফিরিয়ে দেওয়া।
দুঃখ কষ্ট বোঝা এতোই সোজা,

ওদের সাথে আপন হওয়া।
রেখেছে বাঁচিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসে,
ওদের কল্যাণে প্রাণীকুল
বেঁচে।
মোদের গর্ব যেখানে আমরা,
ওরাও আছে আমাদের কাছে।

এদের মত বন্ধু নিয়ে,
বাঁধা আমার ঘর।
সবাই যখন অনেক দূরে,
এরা হয়না কখনো পর।

ফলে ফুলে ভরিয়ে দিলো,
আমি পথ পাগল পথিক এক।

লতা পাতায় পায়ে পায়ে,
যত দিন বাঁচব আমি,
আমার সাথে থাক।
তোরা শুধু বন্ধু নয়তো,
দিনে রাতের সাথী।
তোদের নিয়েই বেঁচে আছি,
সুখে দুঃখে আনন্দেতে মাতি।

ভালোবেসে সভ্য সমাজ,
করছে ওদের ধ্বংস।
দিন আসছে বড়ই কঠিন,
শেষ পরিণতি ধ্বংস মানব
বংশ।

116. "সময় এগিয়ে চলে"

সময় এগিয়ে চলে,
বয়স থামতে বলে,
কোন কথা শোনে না তো সে।
টিক টিক ঘড়ি ঘোরে,
সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা ঘুরে,
অহরহ ছুটে চলে যে।

পুরনো কে আঁকড়ে ধরে,
সময় টা কে আড়াল করে,
বয়স টা কে নিজের মত
ধরে রাখতে চাই।
সময় ঢেউয়ের মত,
কোন বাধা মানে না তো,
বৃথা চেষ্টা তাই।

ঘড়ির পিছে ছুটে ছুটে,
সোনালী দিনগুলো যায় তো
কেটে,
এটাই তো সবার জীবন।
ইতিহাস ও এমনি ভাবে,
কখন কোথায় হারিয়ে যাবে,
জন্ম যেমন সময়ের সাথে,
সময়ের সাথেই মরণ।

সবাই আসবে আবার ফিরবে,
সময় তো শুধুই এগিয়েই
চলবে,
এই চলার শেষ কোথাও নাই।

পৃথিবীর জন্ম থেকে বিবর্তনে,
বহুর এগোলো সময় মেনে।
যুগ বদলে সময় টা তো ছুটেই
চলে তাই।

সময় চলবে আমরাও চলবো,
দিনে দিনে বয়স বাড়বে,
তাতে দুঃখ কিছু নাই।
হইছল্লোড় আনন্দেতে,
সবাই আমরা সবার সাথে,
এই ভাবে জীবনটা কাটাতে
আমরা চাই।
সময় এগিয়ে চলে,
দাঁড়াবার জো তো নাই।

117. "বিরহ সঙ্গীত"

আমার যাবার কালে,
তুমি ফিরে এসে,
আমার পথে দাঁড়ালে।
যে আশায় বুক বেঁধে,
চলেছি অজানা পথে,
কেন তুমি থামালে?
তুমি ফিরে এসে,
আমার পথে দাঁড়ালে।

যে পথ হারিয়ে গেছে,
দূরের ওই পথের বাঁকে।
তাকে খুঁজে কি লাভ হবে,

যদি না পাই গো তাকে।
কেন তুমি থামালে?
তুমি ফিরে এসে,
আমার পথে দাঁড়ালে।

যে পাখি উড়ে গেছে,
নীড় ভেঙে দূরে।
ভাঙা নীড় জুড়ে দিতে,
সে কি আর পারে।
বুঝলে না তাকে তমি ছেড়েই
দিলে।
আজ তার যাবার পথে দাঁড়ালে।

কেন এমন করে নীড় ভেঙে,
দূরে উড়ে গেলে।

সেতারের কোন তার ছিঁড়ে যদি
যায়।
বেসুরে বাজে সেতো,
কি বা কাজে লাগে তায়।
সুরের সাথে সেতারের সুর আর
কি মেলে।
তুমি যাবার বেলায় কেন এলে।
ক্ষণিক বাঁধায় থমকে দিলে।

118. ডুয়ার্সের ডাক এসেছে

ডুয়ার্সের ডাক এসেছে,
চলরে সবাই চল।

গহিন বনে আমরা সবাই,
76 এর দল।

বাধা বিপত্তি অনেক আছে,

থাকনা দূরে সব।
এক সাথে জঙ্গলে তে,
শুনব পাখির কলরব।

যেদিন থেকে নুতন করে,
বাঁধলাম আমরা ঘর।
হাতে হাত, এক সাথেতে,
আমরা এখন ,বৈশাখী এক
ঝড়।

সস্ত্রীক চলো সবাই,

চেষ্টা কর ভাই।
আগের গুলোর কি যে আনন্দ,
সবার সাথে চাই।

অবসরে বয়স বাড়ে,
মনটা সবুজ হয়ে।
চল চল ঘুরে আসি,
নব যৌবনের,মন নিয়ে।

সস্ত্রীক এস সবাই, আলোচনায়,
বন্ধু তাপসের বাড়ি।

গল্প গুজব আনন্দেতে,
প্রবীণ হয়েও নবীন হতে পারি।

সবিনয়ে আলিঙ্গনে আমরা
সবাই,
76 এর ব্যাচ,
সখে দুঃখে
আনন্দেতে,প্রয়োজনে
একি সাথে,
সহধর্মিণীরাও আমাদের সাথে
আজ।

119. "আজ দুপুর থেকে"

আজ দুপুর থেকে, মেঘেদের
আনাগোনা হয়েছে শুরু।
ঝড়ো বাতাস ও বহিছে,
দক্ষিণ পশ্চিম এ।
মেঘেদের গুরুগুরু।

আলো ছায়া খেলা,বৈশাখী
দুপুরে,
কে কখন হারে জেতে , এই
তপ্ত দাহে।
মেঘেরা বাঁধন ছাড়া,
বিলম্ব কেন?হয়েছে নামার
সময়।

অবসরের এটাতো সময় নহে।

গাছেরা কৌতুকে মেঘেদের
সাথে,
মাথা নেড়ে তারা কথা কয়।
ফুটিফাটা ভূমি,শুকনো তৃণভূমি,
মেঘেদের পানে চেয়ে রয়।

বসন্ত চলে গেছে অনেক
আগে,
তবুও কোকিল এখনো ডাকে।
গীত্মকে তার লাগেনি ভালো,
পেতে চায় কাছে বসন্তকে।

পাখিরা জলের খোঁজে
খানা ডোবা শুকিয়ে গেছে।
দলে দলে এদিক ওদিক,
দূরে এক পুকুর,
এখনো কাদা জল কিছু আছে।

ওখানেই ভিড় করে,
জল পান ,স্নান সারে।
মানুষ,কুকুর ,গরু ,ছাগল,
পাখিরাও ওদের ভিড়ে।

মেঘেরা কিন্তু দলে ভারী আজ,
পশ্চিমে তাদের সাজ সাজ রব।

সূর্য ঢেকেছে মেঘেদের ফাঁকে,
চারিদিকে ওঠে আনন্দের
কলরব।

গাছের ছায়া তলে,
গরু কুকুর মানুষ একই দলে।
গরমে ধুঁকছে,ক্লান্ত অবসন্ন
দেহ,
নীল আকাশ ক্রমশ কালো
কাজলে।

দেবতা অসুরের অসির
ঝলঝলি,
গর্জনে গর্জনে মুখরিত
রণভূমি।
দূরে দাঁড়িয়ে দর্শক ধরণী,
দেবতার জয় কিছুটা বিলম্ব
সময়,
বৃষ্টি নামিবে বোধ হয় এখনি।

120. একটি ক্ষণের দেখা

একটি ক্ষণের দেখা,
তোমার বয়স বোধ হয় কত?
পনেরো।
আমার তখন বোধ হয়
আঠারো।
ভিড়ের মাঝে। আজও মনে
আছে।
সেই প্রথম, সেই শেষ।
দেখা হলো।
লেগেছিল ভালো, হয়তো
আমার।
পলকে চাহি, হারিয়ে গেল।

সে দিন, সেই শেষ দেখা হলো।
আজও মনে পড়ে, আধো ঘুমে,
গভীর নিশিতে, আঙিনা ভিজিয়ে
জোছনা।
তোমাকে চিনি, জানিনি।
সবই আমার সেদিনের কল্পনা।
মেঠো পথে দেখি, আবছা
কখনও দূরে।
আধ ঘুমে বাতায়ন পরে,
তারাদের মাঝে জোছনা রাতে,
হারিয়ে ফেলি। চিনি, তারে।
পথে পথে ঘুরি, চোখ দুটি

তারই,
ভাসে মোর নয়নে।
সে দিনের সে, পাবোনা খুঁজে,
কি প্রয়োজন? থেকে। তুমি
স্মরণে।
সে তো আমার প্রেরণা। কোথায়
জানি। ছায়ার মত সাথে
থেকে।
আমার ভাবনা, বুঝেও বোঝনা।
কাছে কাছে রেখে।
তোমাকে আমি জানিনি।
তুমি আমার কল্পনা।

121. "ফুলের বাগানে ফুলে ফুলে ভরা"

ফুলের বাগানে, ফুলে ফুলে
ভরা।
বর্ণে গন্ধে সবাই, সবার সেরা।
নীল লাল সাদা, হলুদ কমলা,
রঙ বে রঙের, কতোই মেলা।
মৃদু সমীরে দুলিছে, ঘন ঘন
মাথা।
ভ্রমরের সাথে গোপনে, কত
শত কথা।
প্রজাপতি পাখা মেলে, ওড়ে
ওই।
রঙে রঙে নৃত্যে, অপরূপ
ছন্দে,

তার জুড়ি মেলে কৈ।
মৌমাছি মধু লোভে, ফুল বনে
বনে।
মুখরিত ফুল বন, ভ্রমরের
গুঞ্জে।
কত ফুল দিনে ফোটে,
কত ফুল রাতে।
কত ফুল ঝরে যায়।
ভোর না হতে।
কত ফুল স্থান পায়,
দেবতার পায়।
কত ফুল আনন্দ অনুষ্ঠানে,

কত ফুল অকালেই ঝরে যায়।
কত ফুল স্থান পায়, মানুষের
শেষ যাত্রায়।
ফুল আছে সবে সাথে,
পূজা, পার্বণ, আনন্দ অনুষ্ঠানে।
জন্মেতে, মৃত্যুতে, সম্মানে,
বিয়েতে, পৈতেতে, অন্ন প্রাসনে।
বিধির বিধান ভাগ্য সবার,
কে খন্ডিতে পারে।
জানি কিছু, চেষ্টা থাকুক,
দোষ দেব না ভাগ্য বিধাতার এ।

122. মধ্য গগনে রক্ত নয়নে

মধ্য গগনে রক্ত নয়নে,
সূর্য দহিছে যেন দাবানলে।
নীল আকাশের রুদ্ধ বেশ,
মেঘেরা আজ লুকায়েছে
অন্তরালে।
গাছ পালা আজ বড় অসহায়,
তুন লতা পড়ে পথের ধুলায়।
আগুন ঝরিছে রৌদ্র প্রখরে,
একে একে শুকনো জলাশয়।
শহরে নগরে গ্রামে ও গঞ্জে,

নেই কোথাও প্রতিকার।
ফুটপাতে, বস্তিতে আরো
অসহায়,
জল নেই, জল নেই, শুধুই
হাহাকার।
কর্ম ব্যস্ত জীবন,
ইট, কাঠ, পাথর, লোহার শহর।
গীষ্মের তাপ দহে,
দন্ধ জন জীবন, এই তিলোত্তমা
শহর।

সূর্য যখন যাবে অস্তাচলে,
হয়তো কালো মেঘ পশ্চিমে,
দেখা দিলে।
মুহুর্তে স্নিগ্ধ শীতল ধরণী,
হতে পারে, কালবৈশাখী ঝড়
জলে।
প্রকৃতির এই খেয়ালি পনা,
আমাদের সবইতো অজানা।
কখনো রুদ্ধ, কখনো স্নিগ্ধ,
বিগলিত করুণা।

123. "তাপসের বাড়ি কাল যেতে হবে

সাজ সাজ রব,
ঘাট উর্ধ্বে সব,
কাল সস্ত্রীক তাপসের বাড়ি
যেতে হবে।
ডুয়ার্স ভ্রমণ, হবে আয়োজন,
নভেম্বরে তারিখ হবে কবে?
মাথা পিছু কত? আরো কথা
কত,

সবই আলোচনায় স্থান পাবে।
গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা মাঝে,
পুরানো দুটি ভ্রমণের স্মৃতি
চারণও হবে।
তাপস আজকেও পথ নির্দেশের
সাথে,
আবার সস্ত্রীক আমন্ত্রণ।
পথের ভিড়িও খুব পরিষ্কার,

ভুল হবার নেই তো কারণ।
কারণ বসত যারা পারনি যেতে,
এস কিন্তু তাপসের বাড়ি।
মহাসমারহে। আমরা সবাই,
কাল কিন্তু আসা চাই।
তাপস, অপেক্ষায় তারই।
ওখানে যা ঘটবে লিখব পরে।

124. তাপসের বাড়িতে

তাপসের বাড়িতে সন্ধ্যার মুখে,
সবাই একে একে, উপস্থিত,
তাপসের আমন্ত্রণে।
সস্ত্রীক কুড়ি, হয়তো সংখ্যায়
বেশি হবে এমন।
চা বিস্কুটের সঙ্গে, ডুয়ার্স ভ্রমণ,
স্থির হল দিনক্ষণ।
ভ্রমণে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ যাবে,
কেউ কেউ একা, সস্ত্রীক বেশী

হবে।
এসেছে তাপসের আমন্ত্রণে।
তাপস, বারিনের স্ত্রী এবার,
সবার অনুরোধে, যেতে হয়েছে
রাজি।
সামনের ডুয়ার্স ভ্রমণ,
শুরু হলো আয়োজন।
সাজ সাজ রবে,
সবাই উঠেছে সাজি।

আলোচনা হলো শেষ,
ফিরব সবাই অবশেষ।
তাপস গিনী সমাদরে,
নৈশ ভোজে বিরিয়ানি,
সঙ্গে সাহায্যে পুত্র বধু বউ
রানী।
সবাই পেট পূরে, লাভ নেই
লজ্জা করে।
76 ব্যাচ, ঘাট উর্ধ্বে আমরা

সবাই,
সস্ত্রীক তাপস,পুত্র ও পুত্র বধু,
সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

125. "গ্রামে গ্রামে নিয়ম মেনে"

চিড়ার সাথে দই মেখে,
আম কলা তার সাথে,
খেতে লাগে বড্ড ভালো।
আজ দশ হরা মনসা পূজা,
গ্রামে সবার ঘরে পূজা হল।
গরম নয়,ঠান্ডা এই ফলার,
গ্রামের ঘরে ঘরে।
অনেকে রেখেছিলো আগের
দিনে পান্তা ও ভাজা করে।
সকালে মুড়ি বাতাসা,
সঙ্গে নারকেল কুড়ে।
দিনটা আজ শুরু হলো,
পূজার পরে,খেলাম সবাই
মিলে।

দশ হরায়
আম ,কাঁঠাল,চিড়া,দই,
পাকা কলা অবশ্যই হবে।
দেখে ছিলাম এই প্রথাটাই,
বাপ ঠাকুরদার কালে।
বলতো তখন এই দিনে তে,
বৃষ্টি যদি হয়।
সাপের বিষ কমে যাবে,
যদিও আমার কাছে বিজ্ঞান
সম্মত নয়।
গ্রামে ছিলো অনেক নিয়ম,
অনেক বাঁধাধরা।
পূজা পার্বণ অনেক রকম,
সারা বছর ভরা।

দিনগুলো আজ বদলে গেছে,
নিয়মের বেড়া জাল , অনেক
গেছে কমে।
এখনো গ্রামে গ্রামে অনেক
ঘরে,
সব নিয়মই পালন তারা করে,
অতীত টা যায়নি এখনও
থেমে।
পুরানো দিনের অনেক নিয়মে,
বিজ্ঞান আছে সাথে।
বিচার করে মানতে হবে,
মানা ,না মানা, সবই মোদের
হাতে।

126. "মনটা আমার পাড়ের মাঝি"

মনটা আমার পাড়ের মাঝি,
কোন ঘাটেতে ভেড়াই তরী,
কিছুই আমি বুঝি না।
মাঝ দরিয়ায় ঢেউয়ের তালে,
তরী যখন ওঠে দুলে,
হাল ছেড়ে যায় স্রোতের টানে,
কোন বাধা বাঁধন মানে না।
কোন ঘাটেতে ভেড়াই তরী,
কিছুই আমি বুঝি না।
দু ঘাটেতে যাত্রী বোঝাই,
তাদের মাঝে তুমি কি নাই।

তোমায় আমি খুঁজেই পেলাম
না।
হাল ধরে বসে থাকি,
এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরি ফিরি,
আশায় আশায় তোমার আশায়,
কত যাত্রী এল গেল,
তোমার দেখা হল না।
কোন ঘাটেতে ভেড়াই তরী
কিছুই আমি বুঝি না।
সারা জীবন তোমার আশায়,
বসে রহিলাম মাঝ দরিয়ায়।

আসা যাওয়ার ভিড়ের মাঝে,
তোমার দেখা পেলাম না।
দিনের শেষে সন্ধ্যা নামে,
আমার তরী নদীর ঘাটে,
বসে রহিলাম পথ চেয়ে।
সে তো কৈ এলো না?
সারা জীবন বয়ে গেল,
মনের কথা বলা আরতো হলো
না।
তোমার দেখা পেলাম না।

127. "পঁচিশ টা বছর পরে"

পঁচিশ টা বছর পরে,
ফিরে এলাম নিজের ঘরে,
প্রদীপ জ্বালার আর তো কেহ
নেই।
জন্মে ছিলাম এই ভিটেতে,
ছিলাম মা বাবার সাথে,
আজ তো তারা নেই।
মা বাবা চলে গেল,
অনেক পরে খবর গেলো,
দূরে পড়ে বিদেশ ভুঁইয়ে,
দেখা হলো না।
এত বছর পরে যখন,
নিজের ঘরে এলাম ফিরে,
একা একা সেদিন কোথা?
আমার মাকে পেলাম না।

খোকা খোকা বাবার সেই ডাক
শুনতে পেলাম না।
চারিদিকে জঙ্গলে বাড়ী ঘর
গেছে ভেঙে,
বাপ মায়ের পদধূলি, আছে
মিশে,
এটাই আমার জন্মভূমি।
কত স্মৃতি মনে পড়ে। মায়ের
বকুনি, মায়ের আদর।
বাবার ছিলো বড়ই শাসন,
হাসি কান্না, খেলা ধূলা এই
মাটিরই পর।
চাঁদ উঠলে জানলা খুলে,
মায়ের সেই যে ঘুম পাড়ানি
গান।

শুনতে শুনতে ঘুমের মাঝে,
ঘুম ভাঙ তো ভোরে আবার
পাখির গাওয়া ঘুম ভাঙানি গান।
এই বিছানায় শুতাম আমি,
মায়ের কোলের মাঝে।
আজ যত খুঁজি, মা যে কোথায়?
হয়তো বা এই ভিটেতে আছে।
জন্ম ভিটে বড়ই মিঠে,
মা বাবা আমার সাথে।
চলে গেছে আমায় ছেড়ে,
আছে তারা আমায় ঘিরে,
আমার এই সাধের স্বর্গ এই জন্ম
ভিটেতে।

128. "জন্ম দিন,"

সবার জন্ম দিন আসুক বারে
বারে।
সুস্থ সবল দেখতে চাই আমরা
সবারে।
হাসি খুশি মনে , আগামী
সামনের দিনে,
হাতে হাত ,সবার লাঠি,
ছাড়বো নাকো, রাখব বাঁধনে।
নিয়মে বয়স বাড়ে, কে আর
তাকে
মনে রাখে,
মনের বয়স থাকবে থেমে,

সবুজ সেতো, সঙ্গী তাকে।
জন্ম দিনের অনুষ্ঠানে, আনন্দ
হয়
সবার মনে।
সুস্থ সবল একটি বছর পেরিয়ে
এলাম,
আসুক বছর। বাড়ুক বয়স।
এগিয়ে যাব।
দূর সংকল্প সবার মনে।
জন্ম দিনে, স্মৃতি ঘেঁটে,
চলো পেছনে ফিরে যাই।
অতীত স্মৃতি বড়ই মধুর,

যৌবনের সেই হারানো সুর,
ক্ষণিকের জন্য, খুঁজে ফেরে
তাই।
সুখ দুঃখ সবই ছিলো,
খুঁজে পেয়ে ভালো লাগলো।
76 উর্ধে আমাদের স্মৃতিই
মধুময়।
বছরটা আমাদের কাছে সংখ্যা
মাত্র,
অন্য কিছু নয়।

129. "জীবনের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে"

জীবনের হিসাব নিকাশ করতে
গিয়ে,
থমকে আমি যাই।
এই হিসাব লোকশানেতে
লাভের হিসাব কৈ?
বড় পুঁজির লেনদেন এই
ভবের সংসারে।
সব সময় লোকশানেতে,
দোষ দেব এখন কারে?

লাভের কড়ি বড়ই ভারী

তাকে নিয়ে ঘোরা ঘুরি।
কখন যে ফসকে গিয়ে,
গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরি।

দিনের শেষে সন্ধ্যা নামে,
ব্যবসা তখন শেষের দিকে।
থাকনা পড়ে হিসাব নিকাশ,
চলরে এবার ঘরের মুখে।

উষা কালে সবই খালি,
ব্যবসা জমে বেলা বাড়ে।
সন্ধ্যা বেলা বন্ধ এবার,

যেতে হবে ব্যবসা ছেড়ে।

লাভের কড়ি দোকান ঘরে,
ছাড়তে হবে তোকে তারে।
যাওয়ার কালে ভারী করে,
কি প্রয়োজন পিছন ফিরে।
খেলা ঘরের খেলা শেষে,
ভাঙবে খেলা অবশেষে।
হিসাব নিকাশ থাকনা পরে,
আবার আমরা যাত্রী হব খেয়া
পরপারে।

130. "গর্ব ,ও আমার বন্ধু বলে""

বাস থেকে নেমে গিঞ্জের
দুপুরে,
অনেক টা পথ,মাঠের রাস্তা
ধরে,
আঁকা বাঁকা পথে,খানিক টা
বাঁধানো,পরে মাটি।
পথে পড়বে তিনটি
গ্রাম,তারপরে
বাঁয়ে ঘুরে, ছোট্ট একটি গ্রাম,
ওটা তোমাদের।পায়ে পায়ে
হাঁটি।
ছাতা আছে সাথে,জলও সঙ্গে।
যদিও খুব গরম।তবুও চলি।
ফিরব বিকেলে।
কষ্ট হবে,তবুও পুরানো বন্ধু
বলে।
খবর পেয়েছি অসুখ তার,
সময় পাই না।আজ সময়
হয়েছে।

ও অনেক দিনের খুব ভালো
বন্ধু আমার।
অনেকটা গিয়ে প্রথম গ্রাম।
ছবির মত,ছায়া ঢাকা।
ছোট্টো কিন্তু দূর থেকে মনে হয়
মনোরম।
ঘন্টা দেড়েক হেঁটে,খুব ক্লান্ত।
পৌঁছলাম বন্ধুর গ্রাম।
তখন বেলা তিনটে হবে।
আগে করোনা য় বেঁচে,
শরীরটা আছে,পঙ্গু হয়ে।
দুই ছেলে,বেশ বড়।
তাদের সংসার জমি জমা
চাষবাস নিয়ে।বন্ধু স্ত্রী চলে
গেছে
ওই একই করোনা তে।
গল্প কত হলো,পুরানো নূতন
দিনের কত কথা।
হাসি খুশি মুখ, নিজের অসুখ।

তবু প্রকাশ নেই কোনো ব্যথা।
মন না চাইলেও ফিরতে হলো,
সূর্যের সময় হলো ,এলো অন্ত
বেলা।
সুন্দর গ্রাম ছবির মত,পুকুর
ডোবা আছে কত।
চারিদিকে ধান খেত, ফসল
ভরা,
আম কাঁঠাল জাম নারকেল
সুপারী যত।
বাঁশ গাছ ঝুঁকে পড়ে,পথ আছে
ঢেকে।
কত কুশল বিনিময়,আদর
আপ্যায়ন,সহজ সরল,
গ্রামের লোকে।
বন্ধুকে ছেড়ে এলাম,চোখের
জলে।
কিছুটা সময় কাটিয়ে এলাম,

হার না মানা একটি পঙ্গু মানুষ।
গর্ব, ও আমার বন্ধু বলে।

131. ""সন্ধ্যা বেলা পূর্ণিমা আজ,""

সন্ধ্যা বেলা পূর্ণিমা আজ,
চাঁদ উঠেছে, কদম ডালের
ফাঁকে।
পশ্চিমে সন্ধ্যা তারা,হাত
বাড়িয়ে,
চাঁদকে যেন ডাকে।

সঙ্গী তার অনেক আছে,
হাজার হাজার তারা।
আজকে দিনে চাঁদ আকাশে,
আলোয় আলোয় ভরা।

এক ফলতি চাঁদের আলোয়
ভরলো আঁধার আঙিনা।
চাঁদের সাথে আজকে রাতে,
সাথী হলো জোছনা।

চাঁদকে আজই বেজায় খুশি,
সবার সাথে সারা রাত।
আকাশ জুড়ে আলোক মালায়,
জ্বলছে দেখ হাজার বাতি।

বাঁশের বনে ঘোর আঁধারে,
আলো আঁধারের লুকোচুরি।
রাতের পাখি ডাক শুনিয়ে,
কোথায় যেন দিচ্ছে পাড়ি।

জোনাকিরা দল বেঁধে আজ,
এদিক ওদিক ফিরছে দেখি।
মিটি মিটি তাদের আলো,
চাঁদের আলোয় লাগছে মেকি।

ধানের খেতে ফসল ভরে,
আলোয় আলোয় সোনার বরণ।
হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেলে
যায়,
চাঁদের আলোয় ভরায় নয়ন।

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
চাঁদ নেমেছে অভিসারে।
যে দিকে তাকাই উৎসব আজ,
জোছনা ঝরে চাঁদকে ঘিরে।

চাঁদের আলোয় ভরলো ভুবন,
রাতের রূপে মুগ্ধ।
পূর্ণিমাতে তোমায় পেতে,
অভিসারের গন্ধ।

132. "ঘরের চালে ভিড় করেছে"

ঘরের চালে ভিড় করেছে,
রঙবেরঙের পাখি।
কিচির মিচির কলরবে,
কি যেন তাদের দাবি?

পাখি আছে নানা জাতের,
নানা রকম ডাক।
কিসের জন্য এক সাথেতে,
এতোই বা ডাক হাঁক।

কাক আছে,পায়রা আছে
শালিক,দোয়েল,ফিঙে।

চড়াই,হাতরা, ময়না,টিয়া,
আরো কত নিষে।

কাঠবিড়ালি একটু দেরী,
হাদের ঘুল ঘুলিতে ছিল।
সবার নিয়ে,পাখির সভায়,
লেজটি তুলে সবাই মিলে
এলো।

শিক্ষিত বেকার পথের
ধুলায়,চাকরি তাদের দাবী।
চারিদিকে ব্যস্ত সবাই,

সবার উপরে দাদা দিদির ছবি।

দাবি নিয়ে রাজপথেতে,
সবার বাঁচার লড়াই।
পশু পাখি কি দোষ তাদের,
এদের দাবি পূরণ করা চাই।

পাখিরা আজ ঘোর সঙ্কটে,
কোথায় তাদের ঘর।
সবাই আমরা ধ্বংস লীলায়,
বনভূমি ধ্বংসের কারিগর।

দূরে দূরে উড়ে উড়ে,
কোথায় বাঁধবে বাসা।
সারাদিনে পেট ভরে না,
বিরাট বিরাট অট্টালিকা,
সভ্য সমাজ খাসা।

ওদের কলরবে ঘুম কি ভাঙবে

মোদের?
বুঝতে হবে, শুনতে হবে,
কান পেতে।
ওরা যেন হারিয়ে না যায়,
অগ্রগতির স্রোতে।

সবুজ যদি হারিয়ে যায়,

হারিয়ে যাবে পশু পাখি।
আমরাও কিন্তু হারিয়ে যাব।
ইট ,লোহা,কাঠ পাথর,
অট্টালিকা,
আর থাকবে কি?

133. যাত্রী ভর্তি ট্রেন

যাত্রী ভর্তি ট্রেন, ছাড়লো যখন,
জানতো না কেহ। কয়েক ঘন্টা
পরে, কয়েকশো মরণ।
ট্রেনের দুর্ঘটনায়,
হঠাৎ নিভে গেলো কয়েকশো
জীবন,
কয়েকশো পক্ষু হয়ে, কয়েকশো
না মরে হলো যে মরণ।
কত শিশু অনাথ, কত স্বামী
সন্তান হারা মা। হয়েছে উন্মাদ।
কেহ বেড়াতে, কেহ পেটের
তাগিদে, চিকিৎসা য় কেহ।
আরও কত প্রয়োজনে।
এই ট্রেনে।
ভগবান। মৃত্যু মিছিলে,
চোখের জলে, স্বজন হারা,
হাহাকারে, বাতাস ভারী হয়ে
আসে।

ঘরের ছেলে পেটের দায়ে,
ফিরবে না আর ঘরে।
বৃদ্ধ বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা,
পথ চেয়ে বসে।
বেঁচে আছে, অপেক্ষা , যদি
ফিরে আসে।
দুর্ঘটনা আগেও হয়েছে, এখনো
হলো, হয়তো বা পরে হবে।
এ দেশে কাদা ছোড়া ছুড়ি,
কবে বন্ধ হবে?
নিরাপরাধ মানুষ কত প্রাণ
দিলো,
আরও কত দেবে।
জনগণের কষ্টের টাকা ছড়িয়ে,
এ যাত্রা সামলে নেবে।
কারণ সেই অতল সলিলে।
বিজ্ঞানের যুগে, মুখের কথা
নয়।

নূতন প্রযুক্তি কবে চালু হবে?
সুস্থ রাজনীতি চাই।
এর দোষ, ওর দোষ, সবাই
খালাস।
সবই যাবে ভুলে , দোষ দেব
কারে?
যাদের হারালো, আঁধার হয়ে
গেলো। তাদের ঘরে।
কান্ডারী সবাই এখন।
গান্ধীজি, সুভাষের কিবা
প্রয়োজন।
কান্ডারী র গুনে নদী পারাপার,
প্রকৃত কান্ডারী র বড়
প্রয়োজন।
তারই গুনে উত্তাল ঢেউয়ে,
যাত্রী নিরাপদ হবেই তখন।

134. "বিরহ সঙ্গীত"

হয়তো বা একদিন মনে পড়বে
যেদিন,
ভুলে যাওয়া সেই কথা।
মনের গহনে কুসুম ও কাননে,
লুকিয়ে রেখেছ তোমার মনের

ব্যথা।
যে মালা গেঁথেছিলে নীরবে,
দেওয়া হয় নাই।
কত বসন্ত চলে গেছে,
মালা গেছে শুকিয়ে।

তুমি গাঁথা মালা রেখেছিলে
লুকিয়ে।
মুখ ফুটে তুমি বলোনি কিছুই,
নীরবে অন্তরে রেখেছ শুধুই।
বুঝিতে পারিনি।

গাঁথা মালা গেলো আজ
শুকিয়ে।
রাতের জোছনা আলোয়
আলোয় ভরে।
রাতের শেষে ভোরের আলোয়,
জোছনাকে কে মনে করে?

জানি ও শুকনো মালা,রাখিবে
যতনে।
ফেলিবেনা ধুলায়ে।
গাঁথা মালা আজ গেলো
শুকায়।
মুখে লাজে বলনি যাহা,

কাজ নেই আজ প্রকাশে।
কত বসন্ত চলে গেছে,
গাঁথা মালা আজ গেছে
শুকায়।

135. ,**ভোরের নির্জনে সমুদ্র সৈকতে**

ভোরে নির্জনে সমুদ্র সৈকতে,
ওই দূরে দাঁড়িয়ে একা।
এমন মনোরম সৈকত,
দুরুহ ঘরে শুয়ে থাকা।

ভোরের আলো ফোটেনি
তখনও,
জেলেরা টানিছে জাল।
ও আজ বাঁধন ছাড়া,
সমুদ্র এখনো হয়নি উত্তাল।

ভোরের আবছা আলো,
সবাই আছে এখনো ঘরে।
ওর চলা ওই সাগরের দিকে,
চরণ ধোয়াবে জলে।

সূর্য উদয় এখনও বাকি,
জেলেরা রাতে মাছ ধরে ,
ফিরিছে এখনই। বাজারে ওই
মাছ যাবে,
মাছ নিয়ে কত টানাটানি।

ও নির্জনে কি যে পড়ে মনে,
ভোরের আলোয় সমুদ্র
সৈকতে।
এসেছে। ঘুম হয় নাই রাতে,
আলাপন ওই সাগরের সাথে।

এই ক্ষণ পাবে কি কখন,
এমন নীরবে কাছে পেতে।

পূবের আকাশে রঙ ধরেছে,
খুব বাকি নেই সূর্য উদয় হতে।

দূরে পাড়ে ঝাউ বনে,
পিছনের দিকে আজও টানে।
বারে বারে ফিরে আসা,
তোমারে পড়ে যে মনে।

বালুচরে আজ মনে পড়ে,
অতীতে কিছু হারিয়ে যাওয়া।
আজ এই লগনে সমুদ্র
সৈকতে,
তাকে ক্ষনিকের কাছে পাওয়া।

136. **গীষ্মের গরমের সতর্ক বার্তা**

মোড়ে মোড়ে মাইকে ঘোষণা,
বেলা বাড়ার সাথে সাথে,
বাহিরে কেউ বেরুবেন না।
তাপমাত্রা চল্লিশ ছাড়াবে,
বিশেষ করে পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে,
রাস্তায় বেরিয়ে বিপদ বাড়াবেন
না।
বিশেষ দরকারে ,পথে নামার
আগে,সঙ্গে জল,মাথায় ছাতা,

রুমাল ভিজিয়ে, চোখমুখ
ঢেকে,
গরমে দাঁড়িয়ে, ঠান্ডা পানীয়
খাবেন না।
গরমে ফিরে,অবশ্য বিশ্রামে,
তবে স্নানে।
টক দইয়ের ঘোল, লেবুর
শরবত,
ভাত,রুটির সাথে হালকা

সবজি,
মাছের ঝোল,মাংস না হলে
ভালো।
শেষ পাতে একটু আমের
প্রয়োজন।
নিজের খেয়ালে চলবেন না।
বিকেল চারটার আগে বাহিরের
নয়।
সতর্ক বার্তা শুনুন ও মানুন।

অতিরিক্ত গরমে, ঘোর
সংকটে,

নিজে সব নিয়ম মানুন।
এবং সকলকে মানতে বলুন।

137. **নীল আকাশে গীষ্মের দাবানলে**

নীল আকাশে গীষ্মের দাবানলে,
পুড়ছে লোকালয়।
তাকিয়ে সবাই আজ অসহায়,
মেঘেরা দলে দলে আজ
কোথায়,
সূর্য এখন সহস্র রক্ত নয়নে
দহিছে ধরনী, আগুনে। মনে হয়
যেন
হাজারে হাজারে উল্কা,
বাতাসেতে।
,

বৃষ্টি কবে কে জানে।
গ্রামে গঞ্জে শহরে সতর্কবার্তা,
তাপ দাহ, এখনো দেরি বৃষ্টি
হতে।
বসন্তকে সরিয়ে গীষ্ম এসেছিল
নববর্ষে। তাপ দহে দগ্ধ,
বর্ষার অপেক্ষায় পথ চেয়ে।
এখন স্বপ্ন, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি,
হিমেল বাতাস, মেঘেদের
আনাগোনা, সূর্য মেঘেতে ঢাকা।
পায়ে হাঁটা পথে, জল জমে

আছে,
হাঁটু জল, খানা ডোবায়।
ফুটি ফাটা মাঠ, জলে ভরে
আজ,
বর্ষার আগমনে, গীষ্মের বিদায়।
ধানের খেতে রোপনের হয়েছে
সময়।
চাষীরা আনন্দে অধীর।
সবই স্বপ্ন। বর্ষার আগমনের
অপেক্ষায়।

138. ***ভোরের দিঘার ঝাউ বনে***

ভোরের দিঘার ঝাউ বনে,
বারে বারে কে যেন টানে।
ওই টানে এসেছি। খুঁজেছি
তারে,
সমুদ্র সৈকত, মনের গহনে।
ঘাট উর্দে দুজনে, ঘর ছেড়ে,
এই আলো আঁধারে।
ফেলে আসা দিন পড়েছে কি
মনে,
খুঁজিছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
সাগরে।

নির্জন ঝাউ বনে।
কত এসেছি তখন।
কত স্মৃতি ধুয়ে গেছে সাগরের
জলে।
ঝাউ বনে খুঁজে ফিরি হয়তো
দুজনে,
ডুবে গেছে যা স্মৃতির অতলে।
পায়নি খুঁজে, তবু তারই টানে,
ঘর ফেলে ছুটে আসা।
অকাল জোয়ারে, ভাসিয়েছি
তোমারে।

অতীত ফিরে পাবার আশায়।
বয়স বেড়েছে, মন তো এখনো
সবুজে সবুজে।
তাইতো আমরা দুজনে,
ঘর ছেড়ে দিঘা ঝাউ বনে।
মন চিরকাল ফিরে পেতে চায়,
যা কিছু হারায়।
আগামী দিনে ও খুঁজিব
আজকে দিন,
এই পথের ধুলায়।

139. **এই দুপুর***

এই দুপুরে, রৌদ্র প্রখরে
পাখি তুই থাকনা বসে আপন

নীড়ে।
কেন তুই এদিক ওদিক, এই

গরমে,
কথা শোন, যাস না উড়ে।

ঝরছে আগুন,তপ্ত বাতাস
থাকনা তোরা গাছের ছায়ে।

জল দিয়েছি পাত্র ভরে,
কি প্রয়োজন দূরে গিয়ে।

খেল না তোরা গাছের ডালে,
ফলে ফলে গাছতো ভরে।
খাও না সবাই নিজের মনে,
সাবধান কিন্তু এই দুপুরে।

তোরা ,সঙ্গী সারাদিনের,
তোদের কথা ভাবি মনে।
এমন খরা,এমন গরম,
মনে পড়ে না আগের দিনে।

আমি আছি গাছের ছাওয়ায়,
মজায় আছি ডালে ডালে।
উড়ে উড়ে এ বনে ও বনে,
গরমে করিস না ভুলে।

বৃষ্টি এখন অনেক দূরে,
সবাই অপেক্ষায় আছি ওরে।
বলবো নাকো কোনো কথা,
বিকেল হলে যাবি উড়ে।

কাজ ফেলে বেলা বাড়ে,
কেউ বা ঘরে,কেউ বা ছায়ে।
কাজের তাগিদ,কেউ বা ছোটো,
সূর্য কিরণ তপ্ত দহে।

খাল বিল সবই শুকনো,
বন্ধ এখন মনের সুখে স্নান।
জানি ,তাইতো তোরা ঘুরে
ফিরিস,
আমার বাধায় করিস না
অভিমান।

বৃষ্টি নামুক ঝমঝমিয়ে,
শনসনিয়ে ঝড়।
তোদের সাথে ভিজব আমি,
আমরা সবাই বন্ধু পরস্পর।

ব্যাঙের ডাক বড়ই শুভ,
গত রাতে শোনা কিন্তু গেছে।
বর্ষা হয়তো দূরে নেই,
মনে হয় সে তো বড় কাছে।

140. **ব্যাঙের। ডাকে বৃষ্টি নামে***

ব্যাঙের ডাকে বৃষ্টি নামে,
ছোট বেলায় শোনা চাষির কথা।
ক দিন ধরে ব্যাঙ ডাকছে,
বৃষ্টি দিলো দেখা।

বিকেল থেকে মেঘের দেখা,
বজ্র হুঙ্কারে।
তারই সাথে ঝড়ো হাওয়া,
দিল শীতল করে।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো,
ভিজল কচি কাচা।
বড় বড় কোলা ব্যাঙএর
যেমনি ডাক, তেমনি তাদের
নাচা।

বৃষ্টি ভিজে গাছ গুলো সব,

খুশিতে ডগমগ।
মাথা নেড়ে দু হাত তুলে,
বলছে ,গীত এবার তুমি
ভাগো।,

ঝড় বৃষ্টির সাথে সাথে,
সন্ধ্যা এলো নেমে।
শুরু হলো শিয়াল ডাকা,
ডাকছে থেমে থেমে।

ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি আলো,
মিটিমিটি ঐতো বাঁশের বনে।
ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে কোথাও,
মনমাতানো গানে।

বৃষ্টিতে স্বস্তি হলো,
গরম গেলো কমে।

আজকে সবাই রাত না হতে,
কাতর হবে ঘুমে।

সন্ধ্যা ছাড়িয়ে ঝড় বৃষ্টি,
যদি অধিক রাতেও হয়।
গরমে ভাজা ভাজা শরীর এখন,
শুয়ে শুয়ে ব্যাঙের
ডাকে,ঘুমের অপেক্ষায়।

ঝড় বৃষ্টির কোলাকুলি,
দখিন পশ্চিম দুয়ার খুলি,
বর্ষাকে করি আলিঙ্গন।
এসো এসো বর্ষা এসো,
রুম্ফ ধরণী সবুজ সাজে,
এখন তোমার বড়ই প্রয়োজন।

141. **পেটের তাগিদে দুই যুবক, আরো অনেকর সাথে***

পেটের তাগিদে দুই
যুবক, আরো অনেকর সাথে,
দূর দেশে কাজের সন্ধানে।
করমন্ডল এক্সপ্রেসে।
বুড়ো বাবা মা ভাই বোন,
স্ত্রী, পুত্র কন্যা ছোট ওরা, দেশে
নেই কাজ।
বেড়িয়ে পড়েছে ওরা আজ।
সঙ্কটে হাঁড়ির হাল।
ভিন রাজ্যে পাড়ি অবশেষে।
আরো অনেকে, কেউ
বেড়াতে, কেউ ব্যবসায়, কেউ
চিকিৎসায়, কেউ অনিশ্চয়তায়।
চলেছে সবাই, লক্ষ্য অনেক,
ছুটে চলেছে এক্সপ্রেস তাই।
গল্প, গুজব হাসি ঠাট্টা চলছে।
খেটে খাওয়া মানুষ, কাজের
সন্ধানে, উৎসাহ উদ্দীপনায় বুক
বাঁধছে।

ট্রেনের সাথে ওরাও ছুটছে।
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে
নামে,

আলো আঁধারে বাহিরে।
কচি কাঁচা মায়ের
আদরে, রুগীরা শুয়ে,
কেউ এ কামরায় ও কামরায়,
আত্মীয় স্বজন। গল্প গুজবে।
হকার অনেক, হাঁক ছাড়ে চায়ে
চায়ে।
মুহুর্তে কেঁপে গেলো গাড়ি,
নিভে গেলো আলো।
বিকট আওয়াছ, কামরা ওলট
পালট, ছিন্নভিন্ন।
ট্রেন দুর্ঘটনায়। চাঁচামেচি,
আর্তনাদ, হাহাকার, গোগানি।
রক্তে ভাসা অভিশপ্ত ট্রেন
খানি।
দ্রুত উদ্ধার কার্য, সরকারি,
বেসরকারি যত।
শত শত নিখর দেহ, চাপা পড়ে,
রক্ত ঝরে।
হাজারে হাজারে আহত, গুরুতর
কত।
মৃত দেহ স্তূপ, কে কার।
মা স্তূপে চাপা, শিশু বসে কাঁদে।

চারিদিকে শুধু ক্রন্দন ধ্বনি,
মুখরিত রাতের বাতাস।
এখন শুধু মৃতের স্তূপ আর
দীর্ঘশ্বাস।
এমন অনেক আগেও ঘটেছে,
এখনো ঘটলো। ঘটবে আগামী
দিন।
তদন্তে এর দোষ, ওর দোষ,
এই নিয়ে কিছুদিন।
বিজ্ঞানের অগ্রগতি, এ দেশ
অনেক পিছিয়ে,
আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ,
হয়না যথা যথ।
যুবক রা কাজের খোঁজে
বিদেশে,
দেশের নিয়ে আমাদের গর্ব
কত।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
কর্মসংস্থান, বিজ্ঞানের
আধুনিকরন যদি না ঘটে,
সবার সেরা আজকে দিনে।
কৌতুক বটে।

142. **তুমি আমাদের খুব কাছের**

তুমি আমাদের খুব কাছের,
ষাট উর্ধে 76 ব্যাচের।
তুমি নিরবে থেকে সকলের
সাথে,
প্রয়োজনে পাশে আমাদের।
বিপদে আপদে দিনে রাত্রে,
বন্ধু বান্ধব সহপাঠী সহকর্মী
আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী
সকল বিষয়ে সকলের পাশে।

নিজের জন্য ভাব নি কখনো,
ভাবনি নিজের কঠিন অসুখে।
সবই তুচ্ছ তোমার কাছে,
সদা হাসি মুখে থাক।
তুমি সকল বিষয়ে কত সহজে
ধীর স্থির।
সঙ্কল্পে নিজেকে স্থির রাখ।
নামের লক্ষ্য, নেই তো তোমার,
লক্ষ্য, পাশে থেকে মানুষের

উপকার।
তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখ,
তুমি চাও না নিজের প্রচার।
সব মানুষের দুঃখ আছে,
তোমার তো আছেই।
বুঝতে দাওনি কখনও কারো,
তুমি মনের দিক থেকে অনেক
বড়।
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে,

যে সুখ তুমি পেয়েছ।
তুমি সব চেয়ে বেশী সুখী।

মানুষের মন সহজে জয়
করেছ।

143. **বিরহ সঙ্গীত**

জীবনে যারে রাখনি মনে,
আজ কেনো দাঁড়িয়ে বাতায়নে।
ভুলে যদি এসে থাকো,
ফিরে যেও, রেখোনা মনে।

রাত জাগা পাখি, ফিরে গেছে
নীড়ে,
ডেকো না তারে, একটু ঘুমাতে
দাও।
যাও নীরবে, যে পথে এসেছ,

সেই পথ ধরে।
ডেকো না তারে।

কত ব্যথা বুকে নিয়ে,
সে একা আজও।
থাকোনি সে দিনও কাছে,
চলে গেলে দূরে।
ডেকো না তারে, একটু ঘুমাতে
দাও।

একদিন যারে রেখে দিলে দূরে,
তারে কেন আজ খোঁজ।
তোমারে আজ ভুলে গেছে,
সে দিন তার, মনে পড়ে
আজও।

বিরহের সুর বড়ই মধুর,
পাখি একা ডাকে সেই সুরে।
আজ একা থাকতে দাও,
শান্তির নীড়ে। যাও আজ ফিরে।

144. **পূজার বাদ্য বাজল বলে**,

পূজার বাদ্য বাজল বলে,
টাক দুমা দুম দুম।
তারই পরে ডুয়ার্স ভ্রমণ,
এখন থেকে ধুম।
মাঝ মধ্যে সবাই যাবে,
আসে পাশে দূরে।
ষাট উর্কে 76 ব্যাচ
আমরা সবাই, special এই
tour এ।
চেষ্টা সবার, দিন গোনা তাই,
আবার বেড়িয়ে পরা।
পাহাড়, সমুদ্র ছাড়িয়ে এবার,

গহিন বনে ঘোরা।
এক বয়েসী আমরা সবাই,
একই মনের ভাষা।
আগের মত এ ভ্রমণ ও সফল
হবে,
সবার অনেক আশা।
ত্রুটি হয়তো থাকতে পারে,
সকল কাজে, ছোট খাট থাকে।
আমাদের এই ডুয়ার্স tour,
সম্মান জানাই তাকে।
ব্যবস্থাপনায় যাঁরা আছে,
আমরা সবাই সাথে।

হাতে হাতে আমরা সবাই,
76 এর ব্যাচে।
মোবাইলে যোগাযোগ সবার
সাথে সবার।
এক সাথে কয়েকটা দিন,
সুযোগ হবে মুখোমুখি হবার।
চলো সবাই, অনেক বাঁধা
থাকতে তখন পারে।
থাকনা কিছু, আসি ঘুরে,
ডুয়ার্স ভ্রমণ করে।

145. **ঘরে ফেরার সময় হলে**

ঘরে ফেরার সময় হলে,
সবাই যাবে ঘরে চলে।

দাঁড়িয়ে যাও একটু সময়,
গন্তব্যের পথটি ভুলে।

দু দন্ড দেরী করে,

মনের কথা বলব বসে।
যেখানে শুরু সেখানেই শেষ,
জীবন যুদ্ধে শেষে এসে।

পথের এই গোলক ধাঁধায়,
সময় বহে, ঘুরে ফিরে।
দিবস শেষে আলো কমে,
যেতেই হবে নিজ ঘরে।

ভবের হাটে বেচা কেনা,
কেউ ক্রেতা, কেউ বিক্রেতা।
দিনের শেষে হাট ফুরাবে,

নদীর ঘাটে তরী বাঁধা।

ক্রেতা বিক্রেতা সবাই যাত্রী,
ও পাড়ে সবার বসত বাড়ি।
এ পাড়ের কেনা বেচা,
এই তো শুধুই খেলা করি।

সন্ধ্যা হলে আঁধার হাটে,
থাকবে না আর কেহ।
জোয়ার এলে ছাড়বে তরী,
ছাড়তে হবে হিসাব নিকাশ
মোহ।

লাভের কড়ি তোর নয়তো,
এ পাড়ের ভবের ঘরে জমা।
ও পাড়েই তোর আসল ঘর,
এ পাড়ের হিসাব নিকাশ থামা।

পিছু টানে থামবে না আর,
ফেরার পথ চলা।
দুপুর পেরিয়ে বিকেল এখন,
সূর্য অস্তে, নামবে সন্ধ্যা বেলা।

146. **প্রথম দিন কলেজে**

আজ মনে পড়ে,
প্রথম দিন কলেজে।
ভয়ে ভয়ে ঢুকে, এদিক ওদিক,
দাদা দিদি হাত ধরে।
সিঁড়ি বেয়ে উপরে,
প্রথম ক্লাস শুরু দুপুরে।
ছেলে মেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে,
বসলাম অনেকটা পিছনে।
সবাই নতুন।
স্কুল ছেড়ে কলেজে,
প্রথম দিন সবাই ভয়ে ভয়ে।
আলাপ পরিচয় কিছুটা হলো।
ছোটো খাঁট গোল গাল

প্রফেসর,
নামের সঙ্গে পরিচয়।
ক্লাস শুরু, রসায়ন দিয়ে।
দুটো ক্লাসের পর বাতিল এক,
তুকলাম কমন রুমে।
বড় হল ঘর, বিস্ময়ে হতবাক
টেবিল টেনিস,
ক্যারাম, তাস, লুডো
ব্যাডমিন্টন সাথে, আরও কত।
খেলছে কেহ, আড্ডা, গল্প
গুজবে মত্ত। ক্লাস ফাঁকি, বাতিল
ক্লাস,
দুটোয় আবার আমাদের ক্লাস।

পর পর তিনটে।
প্রথম দিন ছুটি হলো বিকেল
সাড়ে চারটে।
প্রথমে শুরুতে যে ভয় ছিলো,
বেশ ভালো লাগলো ছুটিতে।
স্কুলে যে বাঁধাধরা, হঠাৎ শিথিল
কলেজে।
স্কুলের শিক্ষক সামনে, ভয়ে,
সম্মানে।
কলেজে স্বাধীন অনেক,
সমতল কৈশোর থেকে খাদে
পদার্পণ যৌবনে।

147. ,**দাসেদের আমবাগানে**

দাসে দেব আমবাগানে,
গীতের ঠিক দুপুরে, আম
কুড়োতে
কচি কাঁচা গ্রামের অনেক
ভিড়ে।

হলুদ হলুদ আম তো পেকে,
গাছ গুলো সব আমে ভরে,
সারাটা দিন টাপুর টুপুর বারে।

কে কটা পায়, সে তো দেখা,

খাওয়ার চেয়ে কুড়িয়ে মজা।
ডাং গুলি সারা দুপুর,
সব সহ্য, মায়ের সাজা।

স্কুলে এখন গরমের ছুটি,

সারা দিন শুধুই খেলা।
সন্ধ্যা বেলায় ঘুম পেয়ে যায়,
বই পড়ার শিকেয় তোলা।

শিশু বয়স এইতো সময়,
দুষ্টমি আর ছেলে খেলা।
মায়ের হাতের চড় চাপড়,
আবার ,আদর করে ,কোলে
তোলা।

ফেলে আসা এই সময় টায়,

ফিরে যেতে চায় যে মন।
সে বয়সটা আর পাবোনা ,
মা তো আমার গেছে কখন।

ঝড় উঠলে আমার বনে,
মনটা এখনো বেজায় টানে।
ডাং ,গুলি খেলা উঠেই গেছে,
ভাবলে ওঠে মনে।

খেলা ধূলা দুষ্টমীতে,
ওই সময়টা ছিলো ভালো।

এখন শিশু মোবাইলে,
মাটির পরশ হারিয়ে গেলো।

মনে হয় আজকে দিনে,
আমাদের সেই শিশুকাল,
ওদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।
মাটির স্পর্শে উঠুক বেড়ে,
ফুটুক ওদের শতদল।

মূল্য বান শিশুকাল

148. **ট্রেন চলেছে নিজের পথে**

ট্রেন চলেছে নিজের পথে,
যাত্রী বোঝাই, যাবে দূরে।
লাল, হলুদ, সবুজ আলোয়,
ফিরবে যে যার নিজের ঘরে।

লট বহর ঝোলা ঝুলি,
যাত্রীরা কাঁধে ,মাথায়, তুলি।
কেউ বা আগে কেউ বা পরে,
অন্য স্টেশনে ,স্টেশন ভুলি।

নামতে গিয়ে সব হারিয়ে,

যাদের হলো পকেটমারী।
শূন্য হাতে ফিরল ঘরে,
পকেটে নেই কানাকড়ি।

ট্রেনের মধ্যে ক্রোতা বিক্রোতা,
বেচা কেনায় দরাদরি।
হিসাব নিকাশ চুকিয়ে এবার,
যে যার স্টেশনে, ঘরে ফিরি।

জীবনটা তো ট্রেনের গাড়ি,
সবাই আমরা যাব বাড়ি।

ঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছালে,
আসব আবার বাড়ি ফিরি।

গোলযোগে ট্রেন থেমে,
যাত্রীর কত যে হয় হয়রানি।
কারো গাড়ি ঠিক সময়ে,
কারো বা অসময়ে,
নিত্য যাত্রী, সময় অসময় হবে
জানি।

149. **বর্ষা সুন্দরী**

বর্ষা বর্ষা অপরূপ স্রষ্টা
নবীন কলেবর যৌবন অঙ্গে,
অপরূপ কেশরাশি নব নব
ছন্দে।

পুলকিত ধরণী শ্রাবণের গন্ধে।
মায়াবিনী কুহকিনী সুন্দরী তন্বী,
যোগিনী বনচারিণী রূপের
বহি।

অষ্টাদশী কন্যা রূপসী প্রেয়সী,
এলো কেশ রাশি, চুমে কপালে
আসি।। কাজল ঢেলে গগন
ললাটে
এসো এসো অভিমানী।
দূরে কোন অভিমানে,
ফেরায়ে নয়ন খানি।
বর্ষণ বরিষনে এই শ্রাবণে,

তব আগমনে, নয়নের জলে।
শ্রাবণের প্লাবনে বারুক
বারিধারা
তপ্ত জৈষ্ঠে র দাবানলে।
তন্বী রূপসী বর্ষা সুন্দরী,
শ্রাবণের পুণ্য প্রভাতে বরণ
করি।

এসো এসো এই পুণ্য লগ্নে,
তুমি অপরূপা তব্বী বর্ষা সুন্দরী।

150. **আজকে ভোরে বৃষ্টি এলো**

আজকে ভোরে বৃষ্টি এলো,
ভোরের হাতটি ধরে।
গাছপালা সব নৃত্য করে,
অনেক দিনের পরে।

আমি তখন ওদের সাথে,
বৃষ্টি ভিজে, শুনছিলাম
ভোরের পাখির গান।
মেঘেরা
দলে দলে, গগন ভরে,
এতো দিনে ভাঙল অভিমান।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে,
নিভলো দাবানল।
পথের পরে শুকনো ঘাসে,

ফিরল তাদের প্রাণ।

মেঘেরা সূর্য ঢেকে, নীল
আকাশে
কাজল দিলো তেলে।
রক্ত নয়ন সূর্য তখন, নীরবে
হয়তো যাবে অস্তাচলে।

ঝরঝর বৃষ্টি অব্যাহত ঝরে
নামুক দিনে অন্ধকার।
জল জমে যাক মাঠে ঘাটে,
পুকুর ভরে একাকার।

ব্যাঙেরা ভিজুক জলে,
ডাকুক তারা কলরবে।

কাদা জলে গ্রামের পথে,
পিছল এখন সাবধানে সব।

জলে ভরে, পুকুর ছেড়ে
মাছেরা এখন দলে দলে।
স্বাধীন তারা আজকে দিনে
অন্য কোথাও যাবে হয়তো
চলে।

অনেক দিনের রোদের তাপে,
সব কিছু আজ গেছে জ্বলে।
বৃষ্টি জলে ভিজিয়ে নিয়ে
কাজ নেই আর এই অনলে।

151. ঝরা পাতা

বাংলা নিয়ে গর্ব মোদের,
বাংলা মোদের জন্মদাতা।
রাজনীতিতে সাধারণ মানুষ,
সব দলেরই ঝরা পাতা।

ঝরা পাতার স্থান নেই আর,
গাছের ডালে আঁকড়ে থাকা।
গাছ তো আর রাখবে নাকো,
সে তো এখন ঝরা পাতা।

ভুলেই গেছে ওই পাতাই,
গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখে।
এখন সেতো ধুলায় পড়ে,

দরকার, নেই তো তাকে।

ক্ষমতার মসনদে বসতে গিয়ে,
খুব প্রয়োজন সাধারণকে।
সাধারণ তো ঝরা পাতা,
তারপরে পড়ুক ঝরে।

মসনদ টা যাদের ঘাড়ে,
পড়ে যদি তারাই ঝরে।
কে রাখবে মসনদ টা,
কে রাখবে তাদের ধরে।

ঝরা পাতা জ্বালাতে পারে,

বনে বনে দাবানল।
যাদের ঘাড়ে তোরা বসে,
তারাই কিন্তু দেশের বল।

ঝরা পাতায় আগুন জ্বলে
পুড়িয়ে দিলো কতোই না ঘর।
ওই পোড়া ছায়ে উড়বে ধুলো,
থাকবে নাকো কারো ছাড়।

ঝরা পাতা বিলিয়ে নিজে,
গাছকে বাঁচিয়ে রাখে,
দাবি তার থাকে নাকো,
ঝরতেই হবে তাকে।

দিয়ে গেলো শেষ রক্ত,
দেশ ও দেশের তরে।

রাখলো না নিজের করে,
নিঃস্বার্থে,পাতা হয়ে ঝরে।

152. **ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নিয়ে***

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়।
ভাবনা অনেক কিছু।
ভাবতে ইচ্ছা হয়,কাল ভোরের
আলোয়,ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নিয়ে
হাঁটতে ইচ্ছা হয়।বৃষ্টির ফোঁটা
আমাকে ভিজিয়ে,মনটাকে
নিয়ে, আলো আঁধারে
হারিয়ে যাবে,হয়তো ঘর ছাড়া
মন তোমাকে পাশে নিয়ে
চলবে।
খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে

বিদ্যুতের চমক,মেঘেদের
গর্জন।
শুনতে শুনতে,রাতের এই
অমাবস্যার
অন্ধকারে,খুঁজছিলাম তাকে।সে
তো আসবে,ডাকবে।
ঘুম ভেঙে তারই হাত ধরে।
রাত এখনো অনেক বাকি।
ঘুম আসে চোখে।জানি সময়
হলে,
সে তো ঘুম ভাঙবে,তার কর

স্পর্শে,চোখ মেলে দেখব।
ভোরের অন্ধকারে,
সে ডাকছে আমায়।
এই কর কোমল খুব চেনা,জন্ম
জন্মান্তরের,
মন চাইছে তোমায়।
চোখ মেলে দেখব,
অন্ধকারে সে ডাকছে আমায়।
চার দেওয়ালের গন্ডি ছাড়িয়ে,
প্রকৃতির পরশে,হারাবো দুজনে,
আজ এই ভোরের বৃষ্টি তে।

153. **আসা যাওয়ার পথে***

আসা যাওয়ার পথে দুটি শালিক
বসে।
রাস্তার এক পাশে।
যখনই যাই তখনই দেখি
ওরা দুটিতে।
পাশের পাকুড় গাছে,
ছোট্ট বাসা বেঁধে,
ওরা আছে সুখে।

সূর্য অস্ত গেলে,
ওরা যায় চলে,
ওদের সুখের নীড়ে।
রাস্তার পাশে দুর্বা আছে ভরে

পোকা মাকড় ফড়িং খেলে
ওই ঘাসেরই পরে।
শালিক দুয়ে ঘুরে ঘুরে, খায়
তো ওদের ধরে।
অন্য দলও আসে,ওরাই ঝগড়া
করে।
দুজনে ভীষণ ভালো,ওদের বন্ধু
ভাবে।ঝগড়া থেকে ওরা দূরে।
ঠিক দুপুরে ওরা নীড়ে,
দেখি বসে আছে।
ভয় নেই ওদের,ঘোরে ফেরে,
সবার কাছে কাছে।
সন্ধ্যা বেলা কাজের শেষে

ওই পথেই ফিরি।
নীড় ঢেকে অন্ধকারে,
জোনাকি ঝিকঝিকি।
খুব ভোরে নামেনা ওরা,
নামে সূর্য ওঠার মুখে।
সব সময় এক সাথেতে,
ওরা আছে সুখে।
চাহিদা কিন্তু অল্প ওদের,
অল্পেতে ওরা খুশি।
সবার সাথে মিলেমিশে,
ওদের নিজেদের মিল বেশী।

154. **ডুয়ার্স, রিষভ, লাভা ভ্রমণ**

ডুয়ার্স,রিষভ, লাভা ভ্রমণ,
যাবে ত্রিশ জন,আরও বাড়তে
পারে,
সংখ্যাটা মন্দ নয়,আমাদের 76
ব্যাচে।
তৈরি সবাই, এই 17 ই নভেম্বর
আছে।
ডুয়ার্স দিয়ে শুরু।
ঘন জঙ্গল,পাখির ডাক,সবুজ
ঢাকা পাহাড়,পাহাড়ি নদী, ঝর্ণা।
অপূর্ব দৃশ্য, মনোরম পরিবেশে
অভয়ারণ্য,সত্যিই অনন্য।
বন্য জন্তুদের সাথে,হাতির

পিঠে
কিংবা জিপে।
আমরা ষাট উর্ধে সবাই এক
সাথে।
উদাসী হাওয়ায়, উদাসী মনে
কে কোন ধ্যানে,আমরা কাটাব,
কিছুটা সময় হাসি,
ঠাট্টা,আড্ডাতে।
এবার ধাপে ধাপে পাহাড়ে লাভা
হয়ে রিষভএ।
নির্জন মোহময়ী
পাহাড়ে,অপরূপ
পাখির ডাক,মেঘেদের

আনাগোনা,
কখনো মেঘে ঢেকে অন্ধকার,
মেঘেদের মাঝে আমরা।
কখনো সূর্যের কিরণে
উদ্ভাসিত রৌদ্র ঝলমল।
আনন্দে উল্লাসে কাটিয়ে
কয়েকটা দিন,পাহাড়ের
কোলে। কবিতা,গান,মনের
খাতায়, ছবি
হয়ে রবে।
সমতলে ফিরে এলে।

155. **রথের মেলা, বাড়ীতে একলা***

মঙ্গল বারের রথের মেলা,
হারিনাভির মোড়ে।
ছোট বেলায় যেতাম মেলায়,
মায়ের হাতটি ধরে।
বাবা বলতো এই রথ,
বহু পুরানো।
চারিদিকের ভক্ত জন,
জনপ্রিয় এখনো।
এই রথের মেলা বসতো তখন
অনেক ফাঁকা মাঠে।
বসত বাড়ি ভরে গেছে,
মেলা এখনও চলছে বটে।
সাজান রথের সিংহাসনে,
জগন্নাথ,সুভদ্রা,বলরাম।

আজকে দিনে মাসির বাড়ী,
পড়বে ,রথের দড়ির টান।
ভক্ত জনের দড়ি টানার,
জানি হবে ছড়োছড়ি।
মানব জনম সফল হবে ,
টেনে রথের দড়ি।
মেলার চারি দিকে, যে দিকে
দেখ,
দোকান পাট ভরে।
মূল আকর্ষণ গাছের কলম,
নারসারী সব গঙ্গার পাড় ধরে।
রথের মেলায় পাঁপড়, জিলিপি,
চপ, সিঙ্গারা,ফুচকা,ঘুগনী,
দফায় দফায় খাওয়া।
বন্ধুরা সব এক সাথে তে,

চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া।
ইচ্ছা ছিলো রথের মেলায়
তোদের সাথে থাকা।
ছায়া এখন মেয়ের বাড়ি,
আমি এখন একা।
যাই হোক মেলা শেষে,
যখন তোরা বাড়ি যাবি ফিরে।
একটা করে গাছের কলম,
নিয়ে যাবি কিন্তু ঘরে।
পাঁপড় আমার বড়ই প্রিয়,
মেলায় বসে খেতে।
তোরা না হয় একটা পাঁপড়,
রাখিস তুলে, যখন যাব
ডুয়ার্সে।

156. **বর্ষা এল***

দেবী হলেও বর্ষা এল,
সারা বাংলা জুড়ে,
মেঘেরা দলে দলে এই বাংলায়,
এদিক ওদিক ঘুরে।

আকাশ জুড়ে মেঘ ছুটেছে,
বজ্র হুঙ্কারে।
ঝড় বৃষ্টি হলো শুরু,
আজ এই তপ্ত দুপুরে।

সূর্য এখন মেঘে ঢেকে,
সন্ধ্যা এখন অনেক বাকি।
বর্ষার আগমনে সবাই খুশি,
এই বৃষ্টির দাপট দেখি।

দু মাস ধরে দাবানলে,
বঙ্গভূমি গেছে জ্বলে।
বর্ষা তুমি ঘরের মেয়ে,
শীতল পরশ বুলিয়ে দিলে।

তোমার অপেক্ষায় দিনে দিনে,
অবশেষে বঙ্গে এলে।
দাবানল নেভায় এখন,
তোমার এই বৃষ্টি জলে।

শস্য শ্যামল সবুজ বরণ,
তোমার পরশে ধরণী শ্যামল।
এস বর্ষা করি গো বরণ,
তোমার পরশ বড়ই কোমল।

157. **পথিক আমি***

আমি পথ হারা এক পথিক,
গোলক ধাঁধার পথে নেমেছি।
দেখছি, খুঁজছি, ভাবছি,
সব কিছুকে কেন জানি
ভালোবেসেছি।
দুর্বা ঘাসে পথের পাশে,
আমায় দেখে মিচকে হাসে,
আমরা দু জনে বন্ধু হয়েছি।
সুখ দুঃখের অনেক কথা,
যখন দুয়ের হয় গো দেখা,
তোমার পরশ পায়ে পেয়েছি।
বন্ধু তুমি থাকো পথে,
জানা শোনা সবার সাথে,
কি জানি তোমার সাথে,
পথের পাশে মিশে গিয়েছি।

আমরা দুয়ে বন্ধু হয়েছি।
যখন দেখি তোমায় ছিঁড়ে,
পথ থেকে ফেলছে দূরে,
তোমার কষ্টে আমার কষ্ট,
কে জানি ভুলতে পারি না।
নরম তোমার কোলে,
সবাই চলে, সবাই দলে,
তুমি কিন্তু রাগ তো করোনা।
পূজা পার্বণ, অনুষ্ঠানে,
সবাই তোমার রাখে মনে,
কেউ কিন্তু তোমায় ভোলেনা।
শীতের সকাল শিশির ভিজে,
তোমার পরশ লাগে মিঠে,
তার সাথে কারো নাইকো
তুলনা।

গীম্বের গরমে, খড়ের মত পথে
পড়ে,
বিদেশি জুতো মাড়াই করে,
তোমার দুঃখ কেউতো বোঝে
না।
সব দুঃখ অবসানে,
ঠাঁই তো হয় দেব চরণে,
তোমার মত ভাগ্যবান,
কেউ ভোলে না।
পথে নেমে তোমার মত বন্ধু
পেয়েছি।
পথিক হয়ে পথের নেশায়,
পথে পথে ঘুরেই চলেছি।

158. **রাজপুর ফাঁড়ির মোড়টা***

বড়ো রাস্তার মোড়ে,
বেলা দশটার পরে,
কি ভীষন ব্যস্ততা।

ইস্কুলের ভিড়, অফিসের ভিড়,
সাধারণ মানুষের রুজি
রোজকার,

রাজপুর ফাঁড়ির
মোড়ের, তেমাখা।
কি ভীষণ ব্যস্ততা।

রাস্তা সরু, দুপাশে পথ চলা
মানুষের ভিড়, রাস্তায় পাশে
সবজি
ব্যবসায়ী, মাটিতে, ভ্যানের
উপরে, সারাদিন ধরে ক্রয়
বিক্রয়।
ফাঁড়ির মোড়ের তেমাখা,
সারাদিন ধরে কি ভীষন
ব্যস্ততা।
গাড়ির সংখ্যা অনেক গুন

বেড়ে,
রাস্তা কিন্তু অনেক ছোট হয়ে,
যানজটে নাজেহাল, বড় রাস্তার
মোড়।
রাজপুর ফাঁড়ির তেমাখা।
সোনারপুর, বারুইপুর, গড়িয়া
যেতে লাগে এই ফাঁড়ির
মোড়টা।
এখানে শ্মশান, এখানে বাজার,
এখানে গঙ্গার ঘাট,

এখানে ব্যাঙ্ক, এখানে স্কুল,
এখানে বিপত্তারিণীর মন্দির।
সব সময় ব্যস্ত এই রাজপুর
ফাঁড়ির মোড়টা।
পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল
মানুষ জন, গাড়ির সংখ্যা
বেড়েছে বহুগুণ।
বেড়েছে তে মাখার ব্যস্ততা।
রাজপুরের ফাঁড়ির মোড়টা।

159. ***ভোর রাতে বৃষ্টি হয়েছে শুরু***

ভোর রাতে বৃষ্টি হয়েছে শুরু,
আকাশের মুখ ভার।
মেখেরা দলে দলে, আকাশ
ভরে,
আগমন জানায় বর্ষার।

ভোর হয়েছে অনেক আগেই,
ভোরের পাখি গেয়েছে গান।
সূর্য ওঠেনি এখনও,
মেঘেদের সাথে অভিমান।

খোকা, খুকু ঘুমিয়ে অঘোরে,
কেউ ডাকেনি তারে।
মা জানে ঘুমুক এখনো,
স্কুল বন্ধ, আজ রবিবারে।

গাছেরা আজ ভিজিছে

অঝোরে,
বৃষ্টি এখনও মুষলধারে।
পাখিদের আজ ভিজিতে
অনীহা,
তারা এখনও বসে নীড়ে।

মেঠো পথে লোক নেই আজ,
চাষীরা এখনও যায়নি মাঠে।
দাওয়ায় বসে হয়তো ভাবছে,
ফসল তুলে কেমনে যাইবে
হাটে।

পুকুর ঘাটে বধূরা স্নানে,
বৃষ্টি মুষলধারে।
দ্রুত পদে ফেরে গৃহ মুখে
তারা,
বাসি কাজ এখনো পড়ে।

ঘড়িতে বেলা বাড়ছে ক্রমে,
এখনও সূর্য মেঘে ঢেকে।
তার বোধ হয় ছুটি হয়েছে
আজ,
আকাশে আজ দেখেনি তাকে।

বৃষ্টি এখন বাড়ছে ক্রমশ,
দূরে দূরে মাঠ ঘাট আবছা মত।
মেঘেরা আরও গাঢ় কাল,
বৃষ্টি হোক আজ সারাদিন
অবিরত।

মাঠে ঘাটে জল উপচে পড়ুক,
শুরু হোক চাষের কাজ।
চাষীরা অপেক্ষায় এত দিন ধরে,
এবার শুরু ধান চাষ।

160. ঠিক দশটায়

ঠিক দশটায় রাস্তায় ভিড়,
অটো ধরার তাড়া, যাবে স্কুলে।
বৃষ্টি এখন মুষলধারে,

নাম ডেকে ছুটি, ভিজি গেলে।

দেখে মনে পড়ে বর্ষায় ভিজি,

আমরাও পেয়েছি কত ছুটি।
প্রথম বর্ষায় মনের ইচ্ছায়, জমা
জলে, জল ছোট ছিটি।

আজ পথে দেখি ক্ষণিক ভাবি,
নাতি নাতনির বয়স ওদের।
ফিরে যদি পেতাম,নাতি নাতনি
হতাম,
কি মজা হতো আমাদের।

আমরা এখন কত সাবধান,
বৃষ্টিতে ভেজা,ভয়ের কারণ।
এক দিন সেই বয়স ছিল,
কত বারণ, শুনিনি তখন।

ওদের দেখে বেশ ভালো লাগে,
ঠিক নিয়মে স্কুলে আসা
যাওয়া।
স্কুল পালিয়ে এদিক ওদিক,দুই
একদিন,
এই বয়সে স্বাভাবিক এটা
হওয়া।

ছেলে মেয়ে শাসনে শিখিল
হয়নি,

ভাবিনি নিজের পুরানো কথা।
নাতি নাতনির বেলা ,কঠোর,
নিয়মে ওদের বাবা মা,
এখনি ওদের নিয়ে ভাবনা
অযথা।

এই বয়সে ওদের মধ্যে,নিজের
অতীত দেখতে পাই।
খুঁজতে খুঁজতে ওদের মধ্যে,
তাইতো কখন যেন হারিয়ে
যাই।

161. **বর্ষায় গ্রামের সন্ধ্যায়***

বর্ষা দিনে সারাদিন ঘরে,
যথাকে নাকো মন।
বৃষ্টি ঝরিছে কিরিবিরি,
বাহিরে মন এত উচাটন।
পথে ঘাটে জল,সন্ধ্যা নামে,
গাছ পালা ঢাকা আমার গ্রাম,
সবই ঘুটঘুটে অন্ধকার।
ঝাঁঝিঁ পোকা আর ব্যাঙ এর
কলরবে,শিয়ালের ডাকে,
বর্ষার চিত্র এই গ্রাম বাংলার।।

সন্ধ্যা হতেই,শূন্য পথ ঘাট,
ঘরে ঘরে আলো নিভে আজ
সকলে বৃষ্টিতে আজ রুদ্ধ
দ্বারে।
জানলা খুলে বৃষ্টির ছাট,চোখে
মুখে,
শুনশান মাঠ ঘাট,ঢেকে
রাতের কালো আঁধারে।
বৃষ্টি এখনও সারাদিন হয়ে,
রাতেও মুষলধারে।

ঝড়ো বাতাস বহিছে এখন,
গাছ পালা সব ভুতের মত
দাঁড়িয়ে অন্ধকারে।
বৃষ্টির ফাঁকে মেঘ সরে ,
এক ফালি চাঁদ উঁকি মারে
পশ্চিমে।
ক্ষণিক মেঘেরা দিলো
ঢেকে, ,আবার বৃষ্টি এলো
নেমে।

162. **উল্টো রথে চলেছি পুরী তে**

উল্টো রথে চলেছি পুরী তে,
বুধবার রথের দড়ির টান।
সবাই চলেছে পুণ্য ভূমি
জগন্নাথ ধাম।
ট্রেন চলেছে, সারারাত বীর
বিক্রমে।

কত নগর, কত সহর,কত গ্রাম,
কত মাঠ কত ঘাট পেরিয়ে,
ভোরের মুখে দূরন্ত এক্সপ্রেস
থামলো পুরীধামে।
স্টেশনে জন সমুদ্র যে দিকে

চোখ যায়।
সবাই চলেছে সাগর কিনারে,
ভোরের কুয়াশায়।
জয় জগন্নাথ |জয়
জগন্নাথধাম।

163. **পুরীর আকাশ মেঘে ঢেকে আজ**

পুরীর আকাশ মেঘে ঢেকে
আজ
ঝড়ে বাতাস তার সাথে।
সমুদ্রে ঢেউ উত্তাল আজিকে,
লোকারণ্য সমুদ্র সৈকতে।
ভোরের সূর্য উদয় দেখেনি
সময়ে
হতাশ সবাই যারা ঘর ছেড়ে।
আবছা আলোয় সমুদ্র গর্জন,

উত্তাল ঢেউ আছড়ায় তটে বারে
বারে।
বেলা বাড়ার সাথে সাথে,
মেঘ ও রোদ্রের খেলা।
কখনও রোদ কখনও বৃষ্টি,
বেশীটা সময় সারাদিন মেঘলা।
মনোরম পরিবেশে পুরীতে
এসে,
কাল রথ। সাজো সাজো রব।

সৈকতে জন সমুদ্রে,
এ এক নানা ধর্মের মহোৎসব।
ঢেউয়ের শুভ্র মালা দিকে
দিকে,
বালুচরে।
এ অপরূপ দৃশ্য খুঁজে পেতে
চাই
প্রকৃতির এই রূপের বাহারে।

164. **রথের দিন পুরীতে***

কয়েক দিন ধরে মেঘলা
আকাশ,
মেঘ সূর্যের খেলা।

আজ পুরীর রথ। নীল আকাশে,
রৌদ্র সমুজ্জ্বল বেলা। B

লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভিড়,
এই জগন্নাথ ধামে।
দুপুরে

165. মাসির বাড়ি এক সপ্তাহ থেকে,

আজ ফেরা পুরীর মন্দিরে।
তিন রথে তিন ভাই বোন,
রহনা আজ দুপুরে।
প্রথম রথে দাদা বলরাম,
পরের রথে ভগ্নি সুভদ্রা,
সব শেষে জগন্নাথ ভগবান।
পূণ্য ভূমি পুরী ধাম।
উপচে পড়া ভিড়,
জন সমুদ্র রাস্তার দুপাশে।
অনেক অপেক্ষায় ওই দেখা

যায়, রথের চূড়া,
সুসজ্জিত রথ আসে একে
একে।
কি উচ্ছাস উন্মাদনা আকাশে
বাতাসে।
জগন্নাথ ধামে মুখরিত জয়
জগন্নাথ নামে।
একে একে রথ মন্দির দ্বারে
সিংহদুয়ারে।
লক্ষ লক্ষ ভক্তের জয়ধ্বনি,

স্বর্গ মর্ত পাতাল
ভেদী, কর্ণকুহরে।
জয় জগন্নাথ প্রভু জয়
জগন্নাথ।
প্রভু, তোমার মহিমায় জাগ্রত
ধাম,
এই পুরীর সমুদ্র সৈকতে,
জগতের নাথ। এই জগন্নাথ
ধাম।

166. **আজ ঘরে ফেরা***

আজ ঘরে ফেরা,
পুরীর সমুদ্রে স্নান সেরে।

রথে জগন্নাথ দর্শন, দড়িতে
টান,

বাড়ি ফিরছি সাত দিন পরে।
সরকারি হিসাবে পঁচিশ লক্ষ

লোক,রথে পুরীতে,
আরও অনেক বেশী হবে।
সমুদ্র সৈকতে লক্ষ লক্ষ লোক।
কত লোক ঘর না পেয়ে,
ঘুমিয়েছে সৈকত বালুচরে।
এত কষ্ট করেও ,জয় জগন্নাথ,
ফিরছে সবাই জগন্নাথ দর্শন

সেরে।
শ্রীক্ষেত্র পুরীতে জগন্নাথ ধাম,
মন প্রাণ সর্ব সঁপে ,জয়
জগন্নাথ, তোমাকে প্রণাম।
সাগর ঢেউয়ে সৈকতে বসে,
তোমার পরশ নিয়ে।
সাতটি দিন কেটে গেলো,

ফিরে চলে যাই, মন প্রাণ
তোমাকে দিয়ে।
আবার আসিব ফিরে,কাটাব
সময়।
ভুলিব না এই পুরী ধাম।
জয় জগন্নাথ।জয় জগন্নাথ।
তীর্থ ক্ষেত্র।জগন্নাথ ধাম।

167. **রাতের অন্ধকারে***

রাতের অন্ধকারে দুরন্ত
এক্সপ্রেস
দুরন্ত গতিতে অন্ধকার ভেদ
করে।
সামনে এগিয়ে।
দুই পাশে অনেক দূরের আলো
গুলো,
অন্ধকারে একে একে যায় যে
হারিয়ে।
গ্রাম শহর ফেলে পুরী থেকে

কলকাতায়,ঝড়ের গতিতে।
মেঘলা আকাশে চাঁদ উঁকি
মারে,
এক ফালতি মেঘের ফাঁকেতে।
আজ ঘরে ফেরার পথে,
সবাই ক্লান্ত কাতর ঘুমে।
ট্রেন চলেছে নিজের পথে,
এই সময় গতি একটু কমে।
ক্রমশ রাত গভীর,চাঁদ চলে
আমাদের সাথে,তারারাও পিছে

পিছে।
দূরের আলো নিভে গেছে সব,
ধু ধু মাঠ পরে আছে।
মেঘের ছায়ে চাঁদের আলোয়
ছুটে চলেছে দুরন্ত এক্সপ্রেস।
ভোরে আলোয় পৌঁছাবে সে,
দিনে রাতে চলার নেই কোন
শেষ।
দুরন্ত এক্সপ্রেস।

168. **ফিরে এলাম***

কয়েক দিন পরে,
ফিরে এলাম গ্রামে,নিজের
ঘরে।
যে দিকে তাকাই চারিদিকে,
বর্ষার জলে মাঠ ঘাট ভরে।
আমার ভিটে,ঢোকার মুখে,
বড় এক গাছ পড়ে।। আগের
রাতের ঝড় বৃষ্টিতে,
ওটা আজ লোটায় ধুলির পরে।
চোখে আসে জল ছিলো
এতকাল

আজ তার বিদায় বেলা।
সবাই আছে ও যাবে চলে,
যাবার সময় সে বড় একলা।
ওকে ফেলে আমার ভিটে,
পথ তো কাদা জলে।
আমি এখন আমার ঘরে,
ভালো লাগে নুতন করে এলে।
সবুজে সবুজে মাথহারে,
লতা পাতা ছোট বড় গাছগুলি।
আমায় পেয়ে খুশির জোয়ারে,
আমার পরশ লয়েছে মাথা

তুলি।
আমিও উল্লাসে তাদের পরশে,
মুদে আসে মোর আঁখি।
ডাকিছে ডালে ডালে কলরবে,
আমার সাধের কত পাখী।
বর্ষার জলে ফুলে ফুলে ভরে,
সাদা,লাল,নীল কত বাহারে।
আমার পরশে পড়িছে বারে,
আমারে সোহাগে আদরে।
গুরু পূর্ণিমার চাঁদের আলো ,

আমার আসার রাতে ।
রাতের জোছনায় বলমলে
ধরণী,
এমনি রাত আমারই সাথে ।
চাঁদের সাথে তারারা ডুবে, এই
ভরা জোছনায় ।

আঙিনায় ডাকে তারা নেমে,
আমি মেতে থাকি কল্পনায় ।
যখন চলে যাই ওদের ছেড়ে,
ওরা নীরব দীর্ঘশ্বাসে ।
অপেক্ষায় কাটায় সময়,
আমার ফেরার আশে ।

ওরা আছে আমি আছি,
ওদের সাথেই বেঁচে থাকি ।
সঙ্গী আমার দিনে রাতের,
জোছনা গাছ পালা পশু পাখি ।

169. **পথ হারা পাখি**

পথ হারা দুটি পাখি,
একই ডালে দুজনে ।
জানে তারা সন্ধ্যা নামে,
ফিরিবে কেমনে কুজনে ।
দুজনেই সাথী হারা,
দেখা হলো পথেতে ।
দুজনের সাথী হলো,
পথহারা দুটিতে ।

ডালে বসে পাশাপাশি,
আজ এ সন্ধ্যায় ।
ভিজিবে দুজনে, এ রাতের এই
জোছনায় ।
কত তারা আকাশে,
ওরাও আছে পাশে,
আর আছে নির্জন রজনী ।
একটা রাতের সাথী,

নিশি পোহালে, প্রভাত হলে,
খুঁজে নেবে নীড়,
এ রাতের কথা ভুলিবে কি
তখুনি ।
হয়তো কোনো দিন,
পথে যদি দেখা হয় ।
দুজনে দুজনায় চিনিবে তখনই,
এক দিন পথ ভুলে, সন্ধ্যায় পথে
হয়েছিল পরিচয় ।

170. প্রকৃতির রূপে উন্মাদ আমি

প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা,
আমার কবিতায় তারই কথা ।
তাকে ছাড়া শূন্য জীবন,
মাঝে মাঝে তার লাগি ঘর
ছাড়া ।
তার রূপে উন্মাদ আমি,
তুমি ছাড়া আমি দিশাহারা ।
ভোরের আলোয় তোমায় দেখা,
রাতের আঁধারে কাছে পাওয়া ।
গোধূলি আলোয় ঘরে ফেরা,

পাখিদের গান গাওয়া ।
কাটে না সময় তুমি ছাড়া ।
তোমার ত্রোড়ে কত রূপ ভরে,
আমার সাধ্য কি । কি দেব
বর্ণনা ।
ছুটে ছুটে যাই, চারিদিকে
তাকাই,
মরীচিকা সম তুমি , ধরা তুমি
দিলেনা?

সবুজে সবুজে ঘেরা ,
অবসরে বসে খুঁজি তোমারে ।
কোলাহল জীবন, লাগে না মন,
নির্জনে বেশী করে মনে পড়ে ।
কবিতায় যা কিছু ভাবি, যা কিছু
লিখি,
ভাষা সুর কোথায় আমার?
যে টুকু পেরেছি লিখিতে,
তার সব টুকু প্রেরণা তোমার ।

171. **বর্ষার জলে মাঠ ঘাট হাঁটুজলে***

বর্ষার জলে মাঠ ঘাট হাঁটুজলে,
রোয়া বাঁধা শুরু সারা মাঠ
জুড়ে।

বর্ষা দেবীতে এলেও,
আনন্দ উল্লাস চাষীদের ঘরে।

কতদিন আকাশের পানে চেয়ে,
ঘরে ঘরে হতাশায় ভরে।
ভোরের আলোয় দলে দলে
মাঠে,

লাঙল,জোয়াল,গরু সাথে
করে।

রোয়া বাঁধায় ব্যস্ত সবাই,
ধরেছে বেসুরো ভাটিয়ালি গান।
লাঙলে চষা কাদা জলে,

সারি সারি ধানগাছ করিছে
রোপণ।

মাঠ ভরে লাঙল ,গরু, ট্রাক্টর,
চলছে চাষের কাজ।
কেউ লাঙল চালায়,কেউ
ট্রাক্টর,
কেউ বীজ ভাঙা,কেউ রুইছে
আজ।

উদয় অস্ত জলে ভিজে মাঠে,
দুপুরে সময় নেই ঘরে ফেরা।
এক মুঠো মুড়ি জল সারাদিনে,
খিদের চেয়েও কাজের তাড়া।

এই মাঠে সোনার ফসল,

সোনায় ভরে যাবে।
গোলায় ভরে সোনার ধানে,
চাষীর মুখে এবার হাসি ফুটবে।

এত কষ্ট করেও সারা বছর,
পায়না খেতে দুমুঠো দুবেলা।
সবার পেট ভরায় ওরা,
চাষীদের নিয়ে সরকারের
হেলাফেলা।

সঠিক দাম ফসলে যদি না পায়,
দুঃখ দারিদ্র মুছবেনা কখনও।
চাষীরা অবহেলায় ধুলায়
লুটাবে,
কষ্টের মূল্যায়ন পাবেনা
এখনো।

172. **আমি স্বপ্ন দেখি**

আমি স্বপ্ন দেখি,মেঠো পথের
একাকী পথিক আমি।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ,
যে দিকে তাকাই ধূ ধূ মাঠ,
গ্রামের চিহ্ন নেই।

দূরে দেখা যায় রাস্তার বাঁকে
পাকুড় তলে দুটি উলঙ্গ শিশু,
অকাতরে ঘুমের ঘোরে।
উলঙ্গ প্রান্তরে পথিক আমি।

আমিও চাই ভমি তলে,
ওদের সঙ্গী হতে।
হাঁটিতে বাকিটা পথ ওদেরই
সাথে।

ওরা ঘুমিয়ে,ওদের চোখে মুখে
সরলতা।

ওরা তো জানেনা পোশাকের
আড়ালে কি জটিলতা।

খাঁচার বন্দি পাখি ওরা তো নয়,

উন্মুক্ত আকাশে মুক্ত বৃহঙ্গ
ওরা,

আমি খাঁচার পাখি ,
আমার ওদের কত তফাৎ।

তবু মন চায় ওদের সাথে
কিছুটা সময় থাকি।

আমিতো খাঁচার পাখি।

একাকী পথের পথিক,
আমি স্বপ্ন দেখি।

173. **স্বপ্নে আমি তোমায় দেখি***

স্বপ্নে আমি তোমায় দেখি,
লাল মাটির দেশে আমি।
আলতা পায়ে নুপুর বাজে,

স্বপ্নে দেখা সে কি তুমি।

আলতা পায়ে চরণ ভরে,

লাল মাটির সেই পথের ধূলি।

একা তুমি মেঠো পথে,
চেয়ে থাকি জগৎ ভুলি।

কখন তুমি রাঙিয়ে দিয়ে,
পায়ে পায়ে যাও তো চলে।
বেনী দোলে দক্ষিণ বায়ে,
গ্রামটি তোমার একটু গেলে।

ছোট্ট সেই গ্রামটি ঢেকে,
কৃষ্ণচূড়া পলাশ ফুলে।
তুমি আমার মনের মাঝে,
আমি বসে বকুল তলে।

গ্রামটি তোমার ছবির মত,
ঘিরে আছে সবুজ ঝালর।

নীল আকাশে ঝলমলিয়ে,
সূর্য এখন মাথার উপর।

লাল পেড়ে সবুজ শাড়ী,
লাল মাটিতে মানায় ভারী।
তুমি তো সেই কল্ললোকের,
গল্লে শোনা, পাতালপুরীর সেই
সুন্দরী।

তুলোর মত মেঘ গুলি সব,
নীল আকাশে ভাসে।
তোমার নুপুর ধ্বনি রিনিঝিনি,
বাতাসে কানে আসে।

তোমার নয়ন জুড়ে স্বপ্ন বারে,
শান্ত শীতল গ্রামের ঘরে।
চলার পথে বিছিয়ে ফুলে,
মাধবী মালতী তোমার স্বপ্ন
নীড়ে।

স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন হয়ে,
আসুক নিঝুম রাতে।
জানি আমি
পাহাড়, নদী, অরণ্যে,
পল্লীর ঘরে ঘরে তুমি আমার
সাথে।

174. ***মুখোশের আড়ালে***

বাংলার ফুল ফল ঢেউ খেলা
বাতাসে,
বারুদের গন্ধ ভাসে আজ
গ্রাম গঞ্জ ছাড়িয়ে শহরের
দেওয়ালে।
ভোটের নামে প্রহসন,
গণতন্ত্র বিসর্জন, রক্তের হলি
খেলা, মাটি ভিজে রক্তে লাল।
বাংলা জ্বলে। ভুলুষ্ঠিত বঙ্গ
জননী,
চোখে জল। একদিন সবার
সেরা বাংলার, আজ একি দেখি
হাল।

ক্ষমতার লোভ অলিন্দে পাপের
অন্ধকারে ওরা বসে। রক্ত
পিপাসু ওরা।
আমরা খেটে খাওয়া
মানুষ, ওদের অন্ধ ভক্ত। ওদের
প্ররোচনায়,
হানাহানি, মারামারি, রক্তের
হোলি,
ভাই বন্ধু আমরা নিজেরা।
ধর্ষিত গণতন্ত্র, ওরা দেবতার
মত।
মুখোশের আড়ালে ওরা।
এই হিংসা, ধ্বংস, ভায়ের রক্তে

হোলিখেলা,
এ সবার কারিগর ওরা,
এই মুখোশধারী দানবেরা।
মৃত্যু মিছিল ঘরে ঘরে,
মায়েদ আতর্নাদ, শিশুদের
চোখের জল, বাংলার মাটিতে
মুহবেনা রক্তের দাগ
কোনোদিন।
বঙ্গ জননী মুখ লুকায় কান্নায়,
এ কাদের ধারণ করেছে, সবার
সেরা এই পবিত্র বাংলার
মৃত্তিকায়।

175. **বড় সাধ**

বড় সাধ, যদি পাখি হয়ে উড়ে
যাই,
ওই ঘাঘাবর পাখিদের ভিড়ে।
ওরা শীতের শুরুতে নীড়

ছেড়ে,
ওরা উড়ে যায় কত দেশ পার
হয়ে, দেশ হতে দেশান্তরে।

আমিও ডানা মেলে উড়ে যাবো,
ওদের সাথে, ওদের দলে।
কখনও এদেশ কখনও ও দেশ,
দেশে দেশে ঘুরবো বলে।

নদী পেরিয়ে সমুদ্র ছাড়িয়ে,
অন্য কোনো দেশে।
পাহাড়ে পাহাড়ে, কখনও ঢালে,
কখনও শুভ্র চূড়ো পেড়িয়ে,
উন্মুক্ত নীল আকাশে।

বড় সাধ ভাসব বাতাসে ওদের
সঙ্গে,
হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে
ওরা যাবে ওদের পথে।

বনে বনে এ ডালে ও ডালে,
কাটাবো কিছুটা সময় ওদেরই
সাথে।

কত দেশ কত রূপে সেজে,
আমরা চলিবে, আমরা যাযাবর।
যেখানে যাবো, দল বেঁধে রব,
সেখানেই বাঁধিব ঘর।

রূপের বাহারে নয়ন জুড়াবে,
রাতের আঁধারে চাঁদের জোছনা

।
খোলা আকাশের নীচে রাত
জেগে বসে,
রাত পোহালে আবার রহনা।

ঘুরে ঘুরে শীতের শেষে,
দলে দলে ঘরে ফেরার মুখে।
যাওয়া তো হবেনা ওদের সাথে,
স্বপ্ন ভাঙিবে পাখি না হওয়ার
দুঃখে।

176. ***মৃত্যু মিছিল বন্ধ হোক***

মৃত্যু মিছিল বন্ধ হোক,
শাসক বিরোধী বোধোদয়
হোক।
ভায়ের রক্ত ভায়ের কৃপানে,
এ জয়ের খুব কি আবশ্যক।

দলীয় পতাকা যে রঙের হোক,
সবার শরীরে রক্ত লাল।
রাজনীতি নিয়ে হিংসা কেন?
গ্রামে গঞ্জে শহরে এত উত্তাল।

শান্তির নীড় এই বঙ্গভূমি,
রামমোহন, বিদ্যাসাগর,
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সাধের
জন্মভূমি।

সেই বঙ্গের বুকে রক্তের স্রোত,
ক্ষমতা নিয়ে এত হানাহানি।
শাসক, বিরোধী, আমি, তুমি।
সবাই আমরা কিন্তু দেশের
খুনি।

শাসক, বিরোধী নেতা, নেত্রী,
সকল মানুষের ভরসা তোমরা।
হিংসার আগুন জ্বেলোনা বঙ্গে,
আহুতি দিওনা সাধারণ খেটে
খাওয়া মানুষ ওরা।

ওদের নিয়ে হিংসায় আহুতি,
ছলে বলে চাই ক্ষমতার গদী।
ইতিহাস ফিরে আসে যদি।

সামলাতে পারবে কি?
জনজোয়ারের ঢেউ।

মানুষ যাকে চাইবে সেই
ক্ষমতায়। চাই না রক্তের হোলি
খেলা।

বন্ধ হোক পুরোনো যা কিছু
হিংসা,
রক্তপাত।
নুতন দিনের নুতন সূর্য, সবার
অঙ্গীকার।

ফিরিয়ে দিতে হবে সাধারণ
মানুষের গণতন্ত্রের সকল
অধিকার।
বন্ধ হোক হিংসা, রক্তপাত।

177. **দুটি গাছে বাঁধা দড়ি***

দুটি গাছে বাঁধা দড়ি।
এপার থেকে ওপার হয়ে
ওপার থেকে এপার।
ছুটোছুটি, কাঠবিড়ালী, সংখ্যায়

তারা গোটা কুড়ি।
হাদের মাথার চিলে ঘরে,
বাসা ওদের নির্জনে তে।

জল ঝড়ের বালাই নেইতো,
সবাই আছে ওই ঘরেতে।
দুপুর রোদে গাছ দুটিতে

অনেক পাখি ডালে বসে।
কিচির মিচির করছে তারা,
গাছ দুটিকে ভালোবাসে।

এখানেই নীড় বেঁধেছে,
দলে দলে গাছের ডালে।
স্বাধীন তারা এই বনেতে,
আমার ভিটেয় ওরা খেলে।

কাঠবিড়ালী দলে দলে,
ফুডুৎ ফুডুৎ ডালে ডালে।

দড়ি দিয়ে খুব সহজে,
গাছে গাছে অবহেলে।

খাওয়ার চেয়ে দুষ্টমি শুধু,
কুচে কুচে নষ্ট সবই।
সকাল থেকে তেড়ে তেড়ে,
ভয় নেই তাদের, সাহস খুবই।

ছোটো তারা পলক ফেরে,
লাফিয়ে চলে বাড়ির চালে।
ডালে ডালে লেজ টি তুলে,

বাঁধা দড়ি, ওরাই দোলে।

মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকে,
ওদের মত শান্ত কে আর।
রঙ বে রঙের কত পাখি,
ওরা কিন্তু ওদের দোসর।

এদের নিয়ে, আছি ভালো।
নিজের ঘরে অবসরে।
থাকনা ওরা আমার সাথে,
এটা তো ওদের স্বাধীন ঘরে।

178. **রাত দুপুরে বৃষ্টি এলো***

রাত দুপুরে বৃষ্টি এলো,
ঝমঝমিয়ে নেমে।
বাঁশের বনে বহিছে বাতাস,
দুলছে থেমে থেমে।

চাঁদ তখনও মেঘের ফাঁকে,
মারছে উঁকি ঝাঁকি।
বৃষ্টি ফোঁটা পাতায় পাতায়,
জোছনাতে মুক্ত করে দেখি।

মেঘেরা আজ দল বেঁধে,
আকাশ দিলো ঢেকে।
ছাড় পেলো না পূর্ণিমা চাঁদ,
অবশেষে ঢাকলো এখন তাকে।

চাঁদ এখন মেঘে ঢেকে,
ছুটি বোধ হয় তার।
ঝড় বৃষ্টির তাড়াবেতে,

সবই অন্ধকার।

রাতের পাখি বৃষ্টি ভিজে,
ডাকছে কোথাও দূরে।
জোনাকি আলো জ্বলে নেভে,
ঝাঁঝিঁ পোকাকার সুরে।

থামছে না তো ঝড় বৃষ্টি,
শেষ প্রহরের রাতের বাকি।
পুকুর ডোবায় জল ছাপিয়ে,
মাঠ ঘাট ডুববে নাকি?

অন্ধকারে যে টুকু দেখি,
মাঠে ঘাটে জলে ভরে।
ভাসবে ক্ষেতের ফসল,
চলে যদি ঝড় বৃষ্টি এমন করে।

মাঠ ভরেছে বৃষ্টির জলে,

ভেঙেছে গাছ চারদিকে পড়ে।
মেঠো পথ এক হাঁটু জলে,
মাথায় হাত কৃষকের ঘরে।

ভোর হয়ে এল আবছা আলো,
ঝড় বৃষ্টি আরও মুষলধারে।
জনজীবন স্তব্ধ, রাস্তা বন্ধ,
জানিনা এ বৃষ্টি কদিন ধরে।

যেমনি রূপসী বর্ষা সুন্দরী,
তেমনি করুণাময়ী, ধ্বংসকারী।
যেমনি দয়াময়ী, কল্যানময়ী,
তেমনি অহংকারী, ভয়ঙ্করী।

বর্ষা কখনও করুণাময়ী,
দয়াময়ী,
কখনো

179. **বেলা বয়ে যায়***

বেলা বয়ে যায়।

হালকা রোদে গায়ে মেখে,
ফিরবো আবার তোমার,
আঙিনায়।

চলার পথে গোধূলি ঘিরে,
হয়তো যাবো তোমার নীড়ে।
যতই থাকো যতই দূরে,
খুঁজেই তোমায় পাবো ফিরে।

নিজের মনে নিজেই ভুলে,
পথহারা নিজেই হলে।
আজকে দিনে পড়লো মনে,
বন্ধু বলে ডাকতো দিলে।

সন্ধ্যা যদি নামে নামুক,
ভুলবো না সে দিনের কথা।

তোমার আমার হারানো সে
দিন,
একই সুরের কথায় গাঁথা।

সেদিন দুপুর মনে পড়ে,
নদীর ধারে বৃষ্টি ভেজা।
ক দিন ইস্কুলে না এলেই,
বাড়ীতে গিয়ে তোমায় খোঁজা।

জ্বরে যখন বেঁহুশ হয়ে,
জ্বরের মধ্যে তোমায় ডাকা।
মনে পড়ে সারাটা দিন,
মাথার ধারে তুমি একা।

ছোটো তখন বাড়ী পালিয়ে,
রথের মেলায় হারিয়ে যাওয়া।
দুজনে কেঁদে কেঁদে অবশেষে,

বেলা শেষে ফিরে পাওয়া।

নদীর স্রোতে কখন যে,
দুই কূলে দুজনে ভুলে।
মনে পড়লেও স্রোত তো
তখন।
দুজনে তখনও দুই কূলে।

অবসরে আমরা ফিরে,
পথ ভোলা পথ আবার খুঁজে।
হাত বাড়িয়ে বন্ধু বলে,
পথ তো পড়ে, দুয়ের মাঝে।

শেষ বেলায় মান অভিমান,
অনেক জমে আছে।
দুটি পথের শেষ সীমানা,
একই হয়ে গেছে।

180. ,**দিনের শেষে বেলা বহে**

দিনের শেষে বেলা বহে,
সন্ধ্যা আসে সেজে।
তুলসী তলে প্রদীপ জ্বলে,
কাঁসর ঘন্টা বাজে।

আকাশে সন্ধ্যা তারা,
নীড়ে ফেরা পাখি।
বাঁশের বনে জোনাকি জ্বলে,
মারে উঁকি ঝুঁকি।

গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেছে,
আকাশ ভরে তারা।

মেঠো পথে আনাগোনা,
পথিক ঘরে ফেরা।

মায়ের কোলে শিশু কাঁদে,
মা ধরেছে গান।
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
চাঁদের আলোয় স্নান।

আঙিনায় চাঁদের আলো,
গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
গন্ধরাজে ফুল ফুটেছে,
তারার মতো তাকে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে সব এড়িয়ে,
মাথার উপর চাঁদ।
রাতের পাখি ডাক দিয়ে যায়,
অনেক হল রাত।

নিঝুম রাতে গ্রাম ঘুমিয়ে,
নীরব লতা পাতা।
চাঁদের গায়ে কলঙ্কের দাগ,
তারই সাথে নীরব রাতের কথা।

181. ভোরে আকাশের মুখ ভার।

আজ ছুটির দিন রবিবার।
বিহানা ছাড়াই অনেকেই
এখন,

বেলা করে ,ছুটির আমেজ
আজ।

পুকুরের ধারে বকেরা ঘোরে,
ওত পেতে ধরে মাছ।

182. **ভোরের আকাশে মুখ ভার***

ভোরের আকাশে মুখ ভার,
ছুটির দিন আজ রবিবার।
বিহানা ছাড়াই এখনও
অনেকে,
বেলা করে,ছুটির আমেজ
আজ।
বকেরা দল বেঁধে পুকুর পাড়ে,
ওত পেতে, ধরে তারা মাছ।

চাষীরা অনেকে মাঠের পথে,
শুরু হয়ে গেছে রোপণের
কাজ।
ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে
তারা,
বাবুদের ছুটির আমেজ আজ।

হেলতে দুলতে বেলা দশটায়,
হাতে বাজারের থলি।
পথে হয়তো দু এক কাপ চা,
হুড়োহুড়ি,তাড়াতাড়ি সব ভুলি।

চাষীদের শ্রাবণে চাষের তাড়া,
ফিরবেনা ঘরে দুপুরে।
সাথে পিঁয়াজ ,পান্তা,নুন
ফিরবে তারা সন্ধ্যার পরে।

বাবুরা আজ চাষের আড্ডায়,
কাটবে সময় কতো
আলোচনায়।
দেশের নেতারা ব্যস্ত সবাই,
শোনা যায় দেশের সেবায়।

দেশের সেবায় নিঃস্ব অনেকে,
অনেকে নিজের সেবায়।
মুখের অন্ন যোগায় যারা,
তারা সত্যিকারে বড় অসহায়।

রোদে পুড়ে জলে ভিজ়ে,
সোনার ফসল চোখেই দেখে।
ঋণের দায়ে সব চলে যায়,
কতো টুকু ওদের থাকে।

ওই ফসলে বাজার ভরে,
ব্যাগ বাড়িয়ে সেরাটা কিনি।
ওদের ভাগ্যে কানা,পচা
জোটে,
আমরা সেটা সকলেই জানি।

বকেরা সারাদিন রোদে জলে,
মাছের খোঁজে পুকুর খাল
বিলে।
আমরা মানুষ যা পাই সব চাই,
ওরা কি করে বাঁচবে ?কিছু না
ওদের দিলে।

সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ফেলে দূরে,
ওদের ফলানো ফসল
আমাদেরই ঘরে।

কিছুটা সময় ওদের সাথে,
ওরা সমাজে,কিন্তু সবার
উপরে।

183. অভিমানী

অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি,
প্রকৃতি সাজিয়েছে এই গ্রাম
খানি।
সবুজে সবুজে যে দিকে

তাকাই,
এ গ্রাম বড় নির্মল অভিমানী।
ঝুঁকে ঝুঁকে আছে গাছ গুলি,

ঘোমটার ফাঁকে তব রূপ ঢাকি।
দোলাইয়া পা দীঘি ভরা জলে,
এই নির্জনে নীরবে থাকি।

শ্যামল বরণ, ধৌত চরণ,
নীলাম্বরী শাড়ি পরনে।
ঝুমকো লতা কর্ণে শোভিত,
কাজল তোমার নয়নে।

বেনী বাঁধা মাধবী লতায়,
মালতির মালা চরণে।

রজনী গন্ধার মালা গলায়,
এ রূপ ভোলা কি যাবে মরনে।

শস্য শ্যামল হলুদ বরণ,
দিগন্তে মেশে নীল আকাশে।
বধূর সাজে গন্ধ ছড়িয়ে,
তুমি এলে বাতাসে।

তোমার আঙিনায় ফুলের
বাহার,
দেখিব তোমায় ভরা জোছনায়।
নয়ন ভরিবে তোমায় দেখিয়া,
থেকো তুমি সবুজ এই বনছায়।

184. **জোড়া দীঘি***

জোড়া দীঘির পাড়ে,
তাল সুপারী ভরে।
নারকেল গাছ কম নেইতো,
মাবোর পাড় ধরে।

ছবির মতো দেখতে লাগে,
ফটো ফ্রেমে বাঁধা।
প্রবীণ নবীন সবার মুখে,
জোড়া দীঘির কথা।

আশে পাশের যত গ্রাম,
জোড়া দীঘি চেনে।
দিনে রাতে আসা যাওয়া,
সবার প্রয়োজনে।

দীঘির পাশের মেঠো পথ,
সকল গ্রামে মেশে।

কাপড় কাচা বাসন মাজা
স্নানতো অবশ্যই আছে।
ভোর থেকে ভিড় জমে যায়,
দীঘির ঘাটে ঘাটে।
দুপুরে অবশ্যই ভিড় বেশি,
দূর থেকে তো বটে।

জোড়া দীঘি পদ্ম ফোটে,
পদ্ম দিঘিও বলে লোকে।
রাতের বেলায় জোছনাতে,
পূর্ণিমা চাঁদ নাইতে থাকে।

আসে পাশের গাছ গুলিতে,
কতো পাখি কতো বাসায়,
কত পাখি ওত পেতে ওই,
বসে আছে মাছের নেশায়।

পাখির ডাকের কলরবে,
ভোরও আসে সন্ধ্যা নামে।
লোক চলাচল পাশের পথ,
নূতন হলে একটু থামে।

জোড়া দীঘি অনেক আগের,
বাপ ঠাকুর দার মুখে শোনা।
এক সময় পানীয় জল,
ওই দীঘি থেকে হতো আনা।

সব ঋতুতে জোড়া দীঘি,
সবার পাশে থাকে সাথে।
বহুকালের সুনাম তার,
আসে পাশে লোকের মুখে।

185. **প্রজাপতি ডানা মেলে***

প্রজাপতি ডানা মেলে,
যাবি কোথায় এখন উড়ে।
পাখায় পাখায় রঙ মেখেছ,
যেও না এখন অনেক দূরে।

রোদের মাঝে বৃষ্টি ঝেঁপে,

আজকের এই বাদল দিনে।
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
যাবি তোরা মধুর টানে।

ফুল তো ফুটে তোদের,
গন্ধ ছড়ায় বাতাস ভরে।

বর্ণে গন্ধে ফুল সেজেছে,
প্রজাপতি আসবে ঘরে।

ফুল ফুটলে প্রজাপতি,
আমন্ত্রণে যাবে ছুটি।
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে,

ফুলের উপর লুটিপটি।

অনেক দিনের মিতালি ওদের,
সবাই ওরা আপন জন।
ফুল ফুটলেই সবার আগেই,
ওদের কাছে নিমন্ত্রণ।

একই সুতোয় বাঁধা ওরা,
সৃষ্টিতে ওদের প্রয়োজন।
ফুল, প্রজাপতি একই সাথে,
ঈশ্বরের এ এক অটুট বন্ধন।
রঙ বেরঙের প্রজাপতি,
কত জাতের দেখি শূনি।

ক্ষুদ্র সে তো নিরীহ অতি,
তারই কাছেই সবাই ঋণী।
এ জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ,
সবার কাছে সবাই দামি।
ক্ষুদ্র ছাড়া বৃহৎ গড়া,
অসম্ভব। সবাই জানি।

186. **শ্রাবণ ধরা***

অঝোরে ঝিরিছে শ্রাবণ ধরা,
পথে ঘাটে মাঠে জল জমে।
সূর্য মেঘে ঢেকে আজ,
দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে।
সারাদিন ধরে গর্জায় মেঘ,
বৃষ্টি মুসলধারে।
থামার লক্ষণ নাহি দেখি আজ,
পুকুর ডোবা গেল ভরে।
মেঘেরা আজ দলে দলে,
নীল আকাশ গাঢ় অন্ধকারে।
সারাটা দিন বৃষ্টির দাপট,
কাজ ফেলে সব ঘরে।
গোয়ালের গরু গোয়ালে বাঁধা,
বের হয়নি মাঠে।

গোয়ালে দাঁড়িয়ে মাঠের পানে,
ভিজ়ে গেছে বৃষ্টির ছাঁটে।
রাখাল ছেলে ছুটির আমেজে,
আজ বসে ঘরের কোণে।
বাদল হাওয়ায় বাদলের ধারা,
এমনি শ্রাবণ দিনে।
চড়ুই বসে ঘরের চালে,
ভিজ়ে তারা বৃষ্টির জলে।
আমের ডালে শালিক দুয়ে,
নীড় ছেড়ে আজ বিকেলে।
বৃষ্টি ভিজ়ে মেঠো পথে,
দু চার জন যায় যে হাটে।
হাট বারে বৃষ্টি ভিজ়ে,
হাট জমেনি আজকে মোটে।

ক্রেতা বিক্রেতা কমই ছিলো,
আসেনি এই বর্ষার দিনে।
সকাল সকাল ঘরে ফেরে তারা,
মালপত্র বেচে কিনে।
বর্ষার রূপে গ্রাম সাজে আজ,
সবুজে গিয়েছে মুড়ে।
জলে কাদায় মেঠো পথ,
লতা পাতা কত গাছ ঘিরে।
তাকিয়ে চারিধারে বৃষ্টি
অঝোরে,
আঙিনায় কত ফুল ফোটে।
বৃষ্টিতে ধুয়ে দোলে মাথা নেড়ে,
আজ দিনটা ঘরে বসে কাটে।

187. **এই মাটিতে জন্ম আমার***

এই মাটিতে জন্ম আমার,
এই মাটিই আমার দেশ।
জন্মভূমি মায়ের সমান,
তোমার কোলে কাটাই আমি
বেশ।

এই মাটিকে স্পর্শ করে,
শুরু আমার হামাগুড়ি।
এই মাটিতে ধুলো মেখে,
নিজের মাকে আদর করি।
এই মাটিতে হাঁটতে শেখা,

পা পা পা পা হাঁটি হাঁটি।
এই মাটিতে কথা বলা,
মা মা বলে মাকে ডাকি।
মায়ের মত মাটি আমার,
এই মাটিতে বড় হওয়া।

এই মাটিকে ভালোবেসে,
মাটির ত্রোড়ে ঘুমিয়ে যাওয়া।

এই মাটিতে সুখ ও আছে,
এই মাটিতে আছে দুঃখ।
মাটি আমার গর্বের মা,
তাকে নিয়ে ভরে বুকও।

শৈশব কাটে এই মাটিতে,
এই মাটিতে কৈশোর।

এই মাটিতে যৌবন গেলো,
এই মাটিতে হলো অবসর।

জন্ম দাতা মা তো আমার,
গেলো আমায় ছেড়ে। মাটির মা
সঙ্গে আমার,
সুখে দুঃখে আমায় বুক করে।

তারই অন্ন জলে পালিত
আমরা,

তারই স্নেহে বাঁচি।
তারই কাছে হাসি কান্না,
যত দিন বেঁচে আছি।

জন্ম থেকে শেষ যাত্রায়ও,
এই মাটি মা মোদের সাথে।
এই মাটি মা ফেলে সবাই যাবে,
গর্ভধারিণীর ও হয়েছে বিদায়
নিতে।

188. **ওরে হলুদ পাখি***

ওরে হলুদ পাখি,
একা বসে গাছের ডালে,
কারে করিস এত ডাকাডাকি।
ওরে হলুদ পাখি।

সাথী হারা তুই কি এখন,
পথ হারিয়ে একা।
খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা নামে,
ধৈর্য ধরো ,হয়তো হবে দেখা।

নীড় ছেড়ে সাথী সাথে, এলি
দূরের বনে।
সাথী তোর হারিয়ে গেল,
এই গহিন অরণ্যেতে।

ফিরতে হবে একা নীড়ে,
পথ হারা পথের খোঁজে।
রাতটা আজ কাটুক বসে,
হয়তো সাথী এই বনেই আছে।

সাথী হারা পাখি,
খোলা দুটি আঁখি।
পথ চেয়ে বসে একা,
ওরে হলুদ পাখি।

ঘুম যদি না আসে চোখে,
ঘুমিও না,জেগে থেকে।
সাথী হারা বড় ব্যথা,
ভুলিও না ,মনে রেখো।

189. **মনে পড়ে***

তুমি দিও গো ঠাঁই,
যদি ফিরে যাই,
তোমার ছোট্ট নীড়ে।
পথ ভুলে আমি ফিরে এলে,
হয়তো রুদ্ধ দ্বার তোমার
দুয়ারে।

হয়তো দেখিব তোমার
আঙিনায়,
কত বসন্তের কোকিল, তোমায়

রেখেছে ঘিরে।
হয়তো ভুলে গেছো মোরে,
অনেক কাজের ভিড়ে।

বাতায়ন খুলে দেখিও দূরে,
হয়তো বা পড়িবে মনে।
আমি ভোরের পাখি হয়ে,
ঘুম ভাঙিয়ে গেছি উড়ে,
আজও আমার মনে পড়ে।
তুমি বিদায় দিয়েছ, ঘুম ঘোরে।

সন্ধ্যা আকাশে, খোঁজ যদি
মোরে,
পাবে না তারাদের ভিড়ে।
পাবে ওই পল্লীর মেঠো পথ
ধরে,
নিশচুপ দুপুরে।
পাবে না বসন্তের কোকিলের
ভিড়ে।
পাবে মোরে সবুজে ঘেরা,

পল্লীর ঘরে।

খুঁজিও যদি মনে পড়ে,
নির্জন সমুদ্র সৈকতে,
সূর্য যখন অস্তাচলে।

দেখিও। পেলেও পেতে পারো,
গ্রামের ওই বন ছায়া তলে।

আমিতো ধুলায় মিশে আছি,
তোমার চরণ ধোয়াব বলে।

মনে পড়ে যদি,তোমার অলস
মনে,
দিও রুদ্ধ দুয়ার খুলে।
আমাকে যেওনা ভুলে।

190. ***ও মাঝি রে***

ও মাঝি রে, মাঝ দরিয়ায়
নৌকা যে তোর, উথাল পাথাল
চেউয়ের টানে, সামনে ছুটে
চলে ওরে।

পাল নামিয়ে দাঁড় তুলে ভাই,
জীবনটাকে চেউয়ের তালে,
ভাসিয়ে তুই দিলি রে।

ও মাঝি রে।

ঘরে তোর নাই তো মন,
নদীই তোর বড়ই আপন,
জীবন টাকে স্রোতের টানে

কেমন করে বাঁধলি ওরে।

সূর্য এখন ডোবে ডোবে,
নদীর বুকে আঁধার নামে,
সব ছেড়ে তুই জীবন টাকে,
ভাসিয়ে দিবি ওই সাগরে।

ও মাঝি রে।

ভাববি না একটু ওরে। মন নেই
কি নিজের ঘরে।

ঘর ছাড়িয়ে নদী ডাকে,
মাঝ দরিয়ায় নৌকা ছোটে,
দু কুল এখন অনেক দূরে।

স্রোতের টানে হাল ছেড়েছিস,
নদী ছেড়ে ওই সাগরে।
ও মাঝি রে, মাঝার নদী ছেড়ে
এবার, মাঝার সাগরে।

ও মাঝি রে।

ডাকবো নাকো তোরে।

তুই ভাসরে মাঝি মাঝ দরিয়ায়,
তোর কত না স্বপ্ন এই নদী
ঘিরে।

ও মাঝি রে।

191. ***বর্ষার রূপে গ্রাম সাজে***

বারো মাসে ছয়টি ঋতু,
ছয়টি রূপে আসে।
গ্রাম বাংলায় প্রতিটি রূপ,
গ্রাম্য রূপে সাজে।

শীতের রূপে গ্রাম তো হাসে,
সোনার ফসল মাঠে ঘাটে।
খেঁজুরের রসে গুড়ের গন্ধ,
পৌষ পার্বণ পুলি পিঠে।

কবির কলমে বর্ষা সুন্দরী,
গ্রামে সে তো ঋতু রানী।
দিবা নিশি সারা শ্রাবণ ধারা,
বর্ষা কিন্তু বড় অভিমানী।

পথে ঘাটে কাদা জল,
মাঠে জল হাঁটু ভরে।
চাষীরা ব্যস্ত সবাই,
সারাদিন মাঠে পড়ে।

চারি দিকে জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়,
রাতে পথ ঘাট অন্ধকার।
দিনে রাতে সাপ ব্যাঙ,
ভুল হলেই খেতে হয় সাপের
কামড়।

চিকিৎসা কেন্দ্র শহরে,
গ্রাম থেকে অনেক অনেক

দূরে।

সময় মত পৌঁছাতে পৌঁছাতে,
সাপের কামড়ে কত প্রাণ ঝরে।

বর্ষার রূপে গ্রাম সেজে ওঠে,
সাজিয়ে রূপের ডালি।
গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা কেন্দ্র
হলে,
সাপের কামড়ে হয় না বলি।

গ্রামের বর্ষা রূপসী কন্যা,
যেন অষ্টাদশী রূপের বন্যা।
কবির হৃন্দে যুগে যুগে,
সে যে সবার অনন্যা।

আমি মনে করি,বর্ষা সুন্দরী।
বর্ষণ সিন্ধু রাতে,মেঘে ঢাকা
আকাশে,

কি অপরূপ আহা মরিমরি।
কিংবা বর্ষণ শেষে ,
পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলো,
বালমলে জোছনায় সেরা

সুন্দরী।
বর্ষা রানী বড় অভিমানী।

192. "তোমার আগে যদি আমি চলে যাই"

তোমার আগে যদি আমি চলে
যাই,
আমি মিশে রব তব পথের
ধূলিকায়।

আমার আগে যদি তুমি চলে
যাও,
আমার সাথে থেকে আমার
আঙিনায়।

তুমি জোছনায় থেকে চাঁদের
আলোতে।
আমি রব ভোরের আঁধারে,
ভোরের দখিনা বায়ে।
তুমি চলে গেলে ফুল যাবে
ঝরে,
ধুলায় শুকায়ে।

আমি বাতায়নে বসে রব নীরবে,
পাখির ডাকে কাঁদিবে এ প্রাণ।
রাতের আধারে জ্বলিবে
জোনাকির আলো, নিয়ে যাবে
বড় অভিমান।

আমি চলে গেলে খুঁজিবে
নিশীথে,
তাকিয়ে আকাশ পানে।
হয়তো থাকিব তোমার ছায়া
হয়ে,
তোমার খোলা ওই বাতায়নে।

হয়তো বা খুঁজিবে কবিতার
খাতায়,
কবিতা আর তো হয়নি লেখা।
কলম পাশে পড়ে,অবহেলে,

আর তো হবে না দেখা।

তর্ক বিতর্কে মান অভিমানে,
কেটে গেছে কতোটা সময়।
অশ্রু জল পড়ি বে ঝরিয়া,
হাসি কান্নায় দিয়ে গো বিদায়।

যদি তুমি আগে চলে যাও,
আমাকে একাকী রেখে।
তব স্মৃতি বুকে রাখিব দুঃখে,
আমার সুখ আমার দুঃখ
জানবো কাকে?

চলেতো যেতেই হবে আগে কি
পরে,
দুজনের মান অভিমান ছেড়ে।
জনম জনমে আসিব দুজনে,
যে যাক না আগে ও পরে।

193. "বৃষ্টি ভিজে সন্ধ্যা নামে"

বৃষ্টি ভিজে সন্ধ্যা নামে,
শ্রাবণ বাদল দিনে।
বৃষ্টি ভিজে সব ফেলে,
এখন ঘরের কোণে।

সন্ধ্যা প্রদীপ নিভলো এখন,
বড় বৃষ্টির ছাঁটে।
পূর্ণিমার চাঁদতো এখন,

মেঘে গেছে ঢেকে।
ঝরি ঝরি বৃষ্টি শুরু,
এখন নেমেছে মুষলধারে।
থামবে কখন কে বা জানে,
হয়তো সারারাত ধরে।
শ্রাবণ ধারা এমনি নামে,

বর্ষা বাদল দিনে।
মেঘকে দেখে পূর্ণিমা চাঁদ,
আজকে প্রমাদ গনে।
লুকিয়ে চাঁদ মেঘের কোলে,
উঠবেনা সে গাছের ফাঁকে।
জোছনায় ভোরবে না আজ,
দেখবে না কেউ তাকে।

ব্যাঙ ডাকে ডোবার জলে,
ঝাঁঝ পোকা মাঠে ঘাটে।
জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে,
বাঁশের বনে দূরের মাঠে।

সন্ধ্যা বেলায় বৃষ্টি ভিজ়ে,
ফিরছে গৃহে মেঠো পথে।
কাদা জলে দুর্গম পথ,
থামবে না আজকে রাতে।

বিদ্যুৎ বাতি সন্ধ্যায় নিভে,
সারা গ্রাম এখন অন্ধকারে।
ঝোপে ঝাড়ে শেয়াল ঘোরে,
রাস্তার কুকুর যাচ্ছে তেড়ে।

পাখিরা অনেক আগেই,
তুকে গেছে তাদের নীড়ে।
পথ ভুলে কেউ কেউ,
একটু আগেই ফিরছে ঘরে।

ঘরের ধারে দীঘির ঘাটে,

ভিড় জমে যায় সন্ধ্যা মুখে।
বৃষ্টি দেখে আগে থেকেই,
সবাই ঘরে দীঘির ঘাট শূন্য
করে।

বর্ষণ মুখরিত শ্রাবণ সন্ধ্যা,
গাঢ় অন্ধকার ওই চারিধার।
স্বপ্নময় স্বপ্নপুরী প্রতিটি ঘর,
বর্ষায় এটাই গ্রাম বাংলার রূপের
বাহার।

194. বাহিরে বৃষ্টি

বাহিরে বৃষ্টি মুষলধারে, সন্ধ্যা
নেমেছে, বাহিরে অন্ধকার।
76 ব্যাচ আড্ডায় মেতেছে,
হাতে চায়ের পেয়ালা, চপ,
মুড়ি, সিঙ্গারা।
তার সাথে কফিও দরকার।
বৃষ্টির সাথে, ঝড় বহিছে।
জানালা খোলা, বৃষ্টির ছাঁট।
গান বাজনা কবিতায় নক্ষত্রের
হাট।
চারদিকে ব্যাঙের ডাক, ঝাঁঝ
পোকাকর কনসার্ট।

শিয়ালের হাঁক ডাক।
রাতে গরম গরম খিচুড়ি,
বেগুন ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা,
চাটনি পাঁপড়।
রান্না চলেছে, বাড়ির অন্দরে,
রাত বাড়ছে, আড্ডা জমেছে,
বেড়েছে গান বাজনার বহর।

মাঝে মাঝে চা কফি, পকোড়া,
আমরা এসেছি বকখালী।
সমুদ্রের গর্জন, শোনা যায়।

সঙ্গে ঝড়, বৃষ্টি ভারী।
ফেরাতে হবে না জানি আজকে
বাড়ি।
76 ব্যাচ, আমরা তো এসেছি
বকখালী।

হঠাৎ মেঘের গর্জনে ভেঙে
গেলো ঘুম,
বাহিরে বৃষ্টি, ছুটে জানালা খুলে
দেখি,
বৃষ্টি মুষলধারে, চারিদিক নিরুণ।

195. "উনি হাতে খড়ির কারিগর"

গ্রামের ছোটো বড় সবাই জানে,
এই গ্রামের সেই পুরনো
মাস্টারমশাই।

বয়স সত্তর, কর্মঠ
দেহ, জনপ্রিয়।
সকালে বিকালে মাঠে

, ঘাটে, , হাটে, বাজারে ছাত্র
পড়িয়ে, প্রতিদিন,
রাত দশটায় বাড়ি ফেরে।
এই গ্রামের সেই পুরনো
মাস্টারমশাই।

বাড়িতে কেউ নেই

বিপত্নীক, নিঃসন্তান।
আছে দূর সম্পর্কের পিসি।
বয়স আশি।
রান্নাটা সেই করে, এখনো
পারে।
মাস্টার মশাই ওঠে খুব ভোরে
।

স্নান পূজা পাঠ সেরে,চা সে
নিজেই করে।

গ্রামে সবাই বলে হাতে খড়ির
কারিগর।

অনেকে এখন সরকারি উচ্চ
পদQ

196. "উনি হাতে খড়ির কারিগর"

গ্রামের ছোটো বড় সবাই চেনে,
এই গ্রামের শিশুদের
মাস্টারমশাই।

বয়স সত্তর,কর্মঠ
দেহ,জনপ্রিয়।

সকালে বিকালে বাড়িতে
বাড়িতে

ছাত্র পড়িয়ে,প্রতিদিন
বাড়ি ফেরে রাত দশটায়।

উনি গ্রামের শিশুদের
মাস্টারমশাই।

বাড়িতে কেউ নেই
বিপত্নীক,নিঃসন্তান।

আছে দূর সম্পর্কের পিসি।

বয়স আশির বেশি।

রান্নাটা সে করে,এখনো পারে।

মাস্টারমশাই ওঠে খুব ভোরে।

স্নান পূজো পাঠ সেরে, সে
নিজেই চা করে।

গ্রামে সবাই বলে হাতে খড়ির
কারিগর।

অনেকে এখন সরকারি
উচ্চপদে,
ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার,মাস্টার,সবাই
ছোটো বেলার ছাত্র তার।

কুড়ি বছর বয়স থেকে শুরু এই
পথ।

বাবা মা মারা গেলো একই
সপ্তাহে,

কলেজ ছেড়েই এই পথ।

তখন থেকে হাতে খড়ির
কারিগর।

খেলার ছলে লেখা পড়া।

শিশুদের নিয়ে কখনো

লেখা,কখনো পড়া,

রূপকথার কত গল্প।

ছোটো বড় সবার পছন্দ,

ওই সেই গ্রামের মাস্টারমশাই।

এখনো পর্যন্ত সবার জনপ্রিয়
তাই।

সাদা সিঁধে জীবন তার,
পিসির সঙ্গে দুবেলা নিরামিষ
আহার।

বাহিরে কয়েক কাপ চা,সারাদিন
শিশুদের সাথে সময় কাটে।

ওনার হাতে শিশুর প্রথম
শিক্ষার ভার।

ওনার জাদুতে অনায়াসে শিশু,
পেরোয় প্রথম ধাপ।

মা বাবা নিশ্চিত, শিশু তার
তৈরি,

উপরে ধাপে ওঠার।

পাড়ায় পাড়ায় তাঁকে চেনে
সবাই।

তিনি এই গ্রামের শিশুদের
মাস্টার মশাই।

তিনি বন্ধু সবার।

সবাই বলে হাতে খড়ির
কারিগর।

তিনি বন্ধু শিশু শিক্ষার।

197. "আমরা চলেছি দিঘার পথে"

মেঘে ঢাকা আকাশে,

বৃষ্টি ভেজা ভোরে,

আমরা চলেছি দিঘার পথে।

আবার দিঘায় যেতে হবে ভেবে,

ঘুম নেই গত রাতে।

ঘড়িতে সাতটা, কোলাঘাট

ছেড়ে,

বাস চলেছে দ্রুত গতিতে।

দিঘার পথে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরিছে,

বাস ভর্তি লোক আধো ঘুমে।

কেহ কেহ ব্যস্ত খবরের কাগছ

নিয়ে।

বাস চলেছে দ্রুত গতিতে।

এখন দিঘার পথে।

কয়েক মাস আগে ঘুরে গেছি,

দিঘার বাউ বন হয়ে,

সমুদ্র সৈকতে।

ভুলিনি তোমারে,
আবার চলেছি সুমুদ্রের টানে।
তোমার পরশে,
ফিরে যাব বলে পুরানো দিনে।
শ্রাবণ বর্ষায় সমুদ্র উত্তাল,

আরো বেশি সুন্দর লাগে।
আগের রাতে কাটে নি সময়,
বসে ছিনু রাত জেগে।
কয়েক ঘন্টা পরে তোমার
সৈকতে

ওই সেই ঝাউ বনে।
দেরি আর কতো, কাটে না
সময়,
শুধুই তোমায় পড়ে যে মনে।

198. "এ রাত পোহালে চলে যেতে হবে"

এ রাত পোহালে চলে জেতে
হবে,
দিঘার সৈকত ছেড়ে।
বসে আছি তাই রাত্রি অনেক,
চায় না মন ছাড়িতে তোমারে।

দিনে রাতে ঢেউ উঠিছে
নামিছে,
সাথী হয়ে কতো সব সমুদ্র
সৈকতে।
কেউ কি পারে সাড়া না দিতে,
ঢেউয়ের তালে তোমার
ডাকেতে।

ভোরের আলোয় দেখেছি
তোমায়,
নির্জন নীরব দিঘা সৈকতে।
সূর্য উদয় দেখেছি দিগন্তে,
সাগর মিশে গেছে যেথা
আকাশের সাথে।

আবার দেখেছি গোধূলি বেলায়,
সূর্য পড়েছে পশ্চিমে ঢলে।
লাল রঙ ঢেলে নাচিছে তখন,
ঢেউয়ের তালে তালে।

আবার দেখেছি পূর্ণিমা রাত,
ঝাউ বন আলো ছায়।

ঢেউয়ের মাথায় মানিক জ্বলে,
বালু চর ঝলমল চাঁদ জোছনায়।

আবার দেখেছি অমাবস্যার
রাতে,
ঘোর আঁধারে শুধুই ঢেউয়ের
গর্জন।

আর ঝাউবন অন্ধকার,
নীরব নির্জন।

রজনী দাঁড়াও তুমি,
আজকে হয়, হোক দেবী।
দু চোখ ভরে দেখি গো তাহারে,
কাল চলে যাবো দিঘা ছাড়ি।

199. আঁকা বাঁকা এই রাস্তা

আঁকা বাঁকা এই রাস্তা গেছে,
সমতল হয়ে দূরে ওই পাহাড়ের
কোলে।
কতো ছোট ছোট গ্রাম আছে,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওই পাহাড়ের
ঢালে।

রাস্তার দু পাশে সবুজের মেলা,
চা বাগান সারি সারি বাঁয়ে ও
ডায়ে।
আরো কতো গাছ মাথা তুলে,

আছে দাঁড়িয়ে।

পাহাড় সমতলের আসা যাওয়া,
এই পথে কতো গাড়ি চলে।
সারা বছর পাহাড়ে ভরা পর্যটক,
সমতল থেকে ওঠে দলে দলে।

দূরে ওই পাহাড় কতো রূপ
ধরে,
কতো রূপে, কতো সাজে
সেজে।

ঝর্ণা, নদী, চড়াই, উৎরাই,
বিপদ সংকুল খাদ সে তো
আছে।

রাতের পাহাড় বড় সুন্দর,
মনে হয় যেনো রাতের আকাশ।
পাহাড়ের ঢালে রাতের তারা,
জ্বল জ্বল করে, বহে হিমেল
বাতাস।

এই রাস্তা দিয়ে যায় যে চলে,

পাহাড় ঘেঁসে তারই কোলে।
মুগ্ধ সবাই যায় বারে বারে,
পারে না থাকতে পাহাড় ভুলে।

পাহাড় ছবি, সমতলও ছবি,
মেল বন্ধন এই রাস্তা খানি।

প্রকৃতির রূপে সাজানো রাস্তা,
দূরে দাঁড়িয়ে পাহাড়, ঘোমটা
টানি।

200. "পথ হারা পথিক হয়ে"

পথ হারা পথিক হয়ে,
ঘুরে বেড়াই পথের টানে।
আজ এখানে কাল ওখানে,
যখন যেটা আসে মনে।

অলক্ষ্যে কার বাঁধনে?
অবশেষে ফিরি ঘরে।
মানের বাঁধনে বাঁধা পরে,
এতো কাল ই খুঁজি তারে।

পাহাড় থেকে সমতলে, নদী
থেকে সাগরে,
মরুভূমি থেকে বনভূমি,
সব মাঝে আছো তুমি।

তুমি সুন্দর! ভালো লাগে,
ভালোবাসি প্রিয়।
নয়ন ভরে দেখিতে দিও।
পথ হারা পথিক আমি।
সব মাঝে আছো তুমি।

ভোরের আকাশে ঘুম ঘোরে
চাঁদ,
আমি পথে, তব জোছনায়।
তুলু তুলু তব আঁখি,
মুগ্ধ আমি, পাগল প্রায়।

চেয়ে চেয়ে দেখি, নীরবে
নিভতে,

দেখা আর হয় নাকো শেষ।
পথের ঠিকানায় পথে নামি,
দূর। দূরেই থাক তুমি প্রিয়,
তোমাকে নিয়ে আছি আমি
বেশ।

যেখানেই যাবো দেখা তব
পাবো,
এ মোর বড় বাসনা।
তোমার মাঝে বিশ্ব দেখিবো,
এ সাধ হতে করো না বঞ্চনা।
এ মোর বড় বাসনা।

201. "দুজনে""

দু ধারে ধান খেত,
দূরে চলে এই মেঠো পথ।
ডায়ে বাঁয়ে গ্রাম কতো,
ঐ গ্রামে ঢোকা রাস্তার সাথ।

এ গ্রামে তুমি থাকো,
ওই গ্রামে থাকি আমি।
সীমানায় বেড়া দেওয়া,
পাশাপাশি দুটি জমি।

দুটি বাড়ির দ্বন্দ্ব, অনেক দিনের
ওই জমি দুটি নিয়ে।

কথা বার্তা বন্ধ, দুই বাড়ির,
চোখা চোখি দুটি ছাদ দিয়ে।

যখন তুমি একা ছাদে,
তখন ছাদেও আমি একা।
দুজনের বন্ধ দুয়ার একটু খুলে,
আমার তোমার দেখা।

যখন তোমার ছাগল ছানা,
বেড়া টপকে এ দিকে তে
আসে। ওটাকে নিজের ভেবে
আদর করি,
মন দিয়েছি তোমায় ভালবেসে।

দেখেও তুমি দেখো নাকো,
তোমার বড্ড অভিমান।
ভাঙলে বেড়া আমার বাছুর,
জানি, কাঁদে যে তোমার প্রাণ।

মেঠো পথে, ধানের খেতে,
দোল খেয়ে যায় হালকা বায়ে।
আসা যাওয়ার পথে হঠাৎ,
মুখো মুখী আমরা দুয়ে।

চোখ নামিয়ে লাজুক হেসে,
পাস কাটিয়ে দ্রুত গতি।

নীল আকাশে উড়ছে পাখি,
সাথী সাথে আজকে মাতি।

দুটি মনের মাঝে একটি বেড়া,
থাকবে কত দিন।
সবুজ ঘেরা গ্রাম দুটিতে,

দুটি মন এক হয়ে,হয়েছে
রঙিন।

202. "শ্রাবণ দিনে বৃষ্টি থেমে"

শ্রাবণ দিনে বৃষ্টি থেমে, সূর্য
গেছে চলে।

অস্ত যাবে ওই দিগন্তে,
দিনটা যাবে চলে।

পাখিরা সব ফিরছে নীড়ে,
নানা কলরবে।

চড়ুই পাখি ঘরের চালে,
সন্ধ্যা হবে হবে।

মুখ আঁধারে মেঠো পথে,
চাষী ফেরে ঘরে।

দুপুরে কাজের তাড়া,

বাড়ি আসেনি ফিরে।

সন্ধ্যা প্রদীপ হয়নি জ্বালা,
বাড়ির উঠোন কাদায় ভরা।
মেঠো পথে জল জমেছে,
খানা খন্দে সারা।

আকাশ জুড়ে মেঘ রয়েছে,
ঝরবে আবার রাতে।

হয়তো বা উঠবে না চাঁদ,
থাকবে না রাতের সাথে।

বর্ষা রাতের অন্ধকারে,

ঘুমিয়ে পড়ে গ্রাম।

রাস্তা ঘাটে সাপ ব্যাঙের,
ছুটো ছুটি চলছে অবিরাম।

শিয়াল ডাকে অনাজ কানাজ,
বৃষ্টি ভেজা রাতে।

ঝাঁঝিঁ পোকাকার ডাকে মুখর,
জোনাকি আলো সাথে।

এমনি করে গ্রাম বাংলায়,
শ্রাবণ দিন গুলো কাটে।
সোনার গ্রামে সোনার ফসল,
ফলে মাঠে মাঠে।

203. "ডাক পড়েছে বকখালিতে"

ডাক পড়েছে বকখালিতে,
এবার চলো সবাই।
শনি বারের ভোর বেলাতে,
যাত্রা শুরু তাই।

ভালো লাগবে গেলে সবাই,
কাজটা রেখো দূরে।
ফিরবো এবার তাড়াতাড়ি,
একটি দিনের পরে।

গল্প ,গুজব ,
খুনসুটি আর আড্ডাতে,
বকখালি সৈকত ,জমে এবার
যাবে।

চেউয়ের তালে পা মিলিয়ে,
গানের সাথে নাচটা ভালো
হবে।

পূর্ণিমা তো কদিন পরে,
চাঁদের আলো পড়বে ঝরে।
জোছনায় বালুচরে,
আলোয় আলোয়,আলোয়
ভরে।

চাঁদের আলোয় সমুদ্রকে,
দেখতে যদি পারি।
নয়ন ভরে দেখবো ওরে,
বকখালি র ওই সাগর সুন্দরী।

কিংবা যদি মেঘের ভেলা,
ভাসিয়ে এনে বৃষ্টি হয়ে নামে।
কিংবা যদি ঝড়ো হাওয়া,
হঠাৎ এসে থামে।

ভয় পাইনা সাথে আছি,
বৃষ্টি মুখর দিনে।
বৃষ্টি ভিজে গানে গানে,
মাতবো চেউয়ের সনে।

ডাকছে সাগর বলছে হেঁকে,

ষাট উর্ধে প্রবীণ তোরা নবীন
হয়ে আয়।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পা ভিজিয়ে,
মনতো আমার,
তোদের পরশ নিতে চায়।

অনেকে যাচ্ছে একা , কেউ বা
সঙ্গীক।
সবাই গেলে ভালো হতো,
জমতো আরো অধিক।

ভালোয় ভালোয় কাটুক এবার,

বকখালি অভিযান।
তারপরে তো ডুয়ার্স ভ্রমণ,
দেখতে দেখতে আর বা
কতোক্ষণ।

204. "স্বাধীনতা"

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সূর্য, ওই
দেখ আকাশের বুক।
কতো শহীদ রক্তে,এসেছে
স্বাধীনতা,
ইতিহাস পাতায় পাতায়
রেখেছে,
স্বর্ণ কালিতে লিখে।

কতো মহীয়সী নারী নীরবে,
তুলে নিয়েছিলো হাতিয়ার।
কত মা,নিজ সন্তান দিয়েছে
বলিদান,
কতো সহজে সহেছে নীরবে,
শাসক ইংরেজের অত্যাচার।

ফাঁসির মঞ্চে দীপ্ত কণ্ঠে,

যারা গেয়েছিলো স্বাধীনতার
গান।
আজ নিজের স্বার্থে,যেয়ো না
ভুলে,
করো না দেশ মায়ের অসম্মান।

স্বাধীনতা উৎসবে অলিতে
গলিতে,রাজপথে,
কত উৎসব শহীদ স্মরণে।
ভারত মাতা মা যে সবার,
ধন্য সন্তান,দামাল ছেলেমেয়ে,
শৃঙ্খল মুক্ত মা,শহীদের
বলিদানে।

আজ শপথ নেওয়ার দিন,
নুতন করে রাজনীতির পাঁকে,

মাকে করবো না পরাধীন।
মুছে যাক,জাতি,ধর্ম,জাতপাত,
সন্তান সব,রাখ হাতে হাত।
ভারতের পতাকা উঠছে দেখো
আমরা স্বাধীন।
শপথ মোদের,
মাকে করবো না পরাধীন।

শহীদের আত্মদান যায়নি
বিফলে,
গর্ভের মহান সন্তান সব,
স্বাধীনতা যুদ্ধে, হাসিমুখে,
দিয়েছে অমূল্য প্রাণ।
ধন্য এরা, মহান এরা,
দেশবাসীর লহ শত কোটি
প্রণাম।

205. "ফুলে ফুলে বনে বনে"

ফুলে ফুলে বনে বনে,
তোমার গানের সুর,
মালা হয়ে ঝরে,
এমনি বাদল দিনে।
কোন কাননের ফুল হয়ে,
ফুটেছিলে আমার বিরহ ক্ষণে।

শ্রাবণে তব বাতায়ন রুদ্ধ

আজিকে,
সমীরে লতা পাতা দোলে বনে
বনে।
রঙে রঙে প্রজাপতি ডানা
মেলে,
ভাসে ওই দূর গগনে।

আজ খুলিবেনা দুয়ার দখিনা

বায়ে,
ঝরিবে ফুল মৃদু সমীরে।
ভিজিয়ে বসন ঢাকিয়া আঁচল,
আড়ালে রেখেছে তোমারে।

তোমার নয়নে পড়েছ যতনে,
কাজলের কলিমা রেখা।
রেখেছ নীরবে মনের গহনে,

নিজেকে রেখেছো একা।

সন্ধ্যা ঘনায়, পাখিরা
নীড়ে,
কলরব গেছে থেমে।
মেঘ গর্জনে আলোয় আলোয়,
বৃষ্টি আজ এসেছে নেমে।

ঘন ঘন চমকে বিদ্যুত বালকে
আলো আঁধারে তুমি কত দূরে।
আমার গানে তোমার সুরে,
বৃষ্টি হয়ে পড়ুক না হয় ঝরে।

নিভে যাক আলো আঁধার

নামুক,
ঝড় উঠুক মনের অন্দরে।
হারিয়েও হারালেনা তুমি,
থেকে গেলে আমার মনের
মন্দিরে।

206. যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ।

তোমাকে প্রণাম।
দিনে রাতে জাগরণে,
করি গো তাঁর নাম।

207. "বকখালি তটে বালু ধু ধু"

বকখালি তটে বালু ধু ধু,
পাড়ে ঝাউ বন আরও কতো
কিছু।
ভাঁটাতে সাগর অনেক দূরে,
জোয়ারে অনেক উঁচু।

জোয়ারে স্নানের মজা,
ভাঁটাতে হাটু জল।
বকখালি সেজেছে নুতন সাজে,
এসেছে সাগর প্রেমিক দল।

ভোরের সূর্যোদয়,
পুবের আকাশে সূর্য ভোরে,
রক্তিম আভা ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
ছড়িয়ে সাগর তীরে।

পাখিরা দল বেঁধে বসে ওই,

সমুদ্র সৈকতে।
লাল কাঁকড়ার গর্ত বলিতে,
আসে তারা ওই গুলো খেতে।

সারি সারি নৌকো চরে বাঁধা
পড়ে,
রাতে যায় দল বেঁধে,
কতো মাছ ধরে।
আসে ফিরে খুব ভোরে,
তখনও সৈকত আলো আঁধারে।

গাঙ-চিল ওড়ে ওই,
সীমাহীন আকাশের বুকে।
শিকারের খোঁজে, চোখ তার,
বালু চরে থাকে।

সাগরের কতো পাখি, ওড়ে,

বসে,
কতো খেলা করে।
সৈকতে ওড়ে বালি,
বাতাসেতে ঝরে ঝরে পড়ে।

শ্রাবণ বৃষ্টিতে ভিজে,
দলে দলে স্নানে বড়ো মজা।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাতা মাতি,
দিঘা থেকে ঘুরে এসে বকখালি
খোঁজা।

নুতন কে ফিরে পেতে, সবুজ
মনে, নবীন হয়ে,
এই আসা যাওয়া।
অতীত কে ভুলে গিয়ে,
বকখালি সমুদ্র সৈকতে,
ফিরে কিছু পাওয়া।

208. স্বপ্ন ভঙ্গ

স্বপ্ন দীপ এসেছিলো , অনেক
স্বপ্ন নিয়ে ।
নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর,
পড়তে এসে ফিরলো লাশ
হয়ে ।

যাদবপুর সবার সেরা ,
পৃথিবী জোড়া নাম ।
রেগিংয়ের ঘুঘুর বাসা,
মদ মাদকের আখড়া স্থল,
এটাই যাদবপুরের সত্যি কারের
সুনাম ।

অনেক দিনের এই ঐতিহ্য,
কার চাপে কর্তৃপক্ষ রাখল এটা

ঢেকে ।

গরুর পালে বাঘ পড়েছে,
বাঁচাবে কে আর তাকে?

কতো কিছু তদন্ত হয়েছে শুরু,
বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর কে
ঘিরে ।

মায়ের স্বপ্ন, স্বপ্নই হলো,
স্বপ্নদীপ ফিরলো নাকো ঘরে ।

তদন্ত হোক, কঠোর শাস্তি
হোক ।

ছাড়া যেন পায়না দোষীরা ।

এমন করে কতো দ্বীপের,
স্বপ্ন ভেঙেছে ওই দানবেরা ।

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে,
কেনো এতো রাজনীতি ।
জাতির মেরুদণ্ড গড়তে,
রাজনীতির উর্ধে প্রশাসনের
হতে হবে কঠোর অতি ।

কতো আশা নিয়ে কত মেধাবী,
অনেক স্বপ্ন আগামী দিনে ।
শাস্তি হোক ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের,
দুর্ভুক্ত যারা ।
বেড়ে উঠেছে বড় ছায়ায়, দিনে
দিনে ।

209. "ভোরের আলোয় সূর্য ওঠে"

ভোরের আলোয় সূর্য ওঠে,
বরছে আলো সোনা হয়ে ।
নদীর স্রোতে নৌকা চলে
মাঝি তখন খেয়া বহে ।

পাখিরা উড়ছে কেহ,
বসছে বাউয়ের ডালে ।
বকেরা মাছের খোঁজে,
বসে আছে নদীর ঘোলা জলে ।

কুকুর গুলো শুঁকছে ধুলো
নদীর চরে করছে ছুটোছুটি ।
হাঁফিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক,
বালির উপর খাচ্ছে লুটপাটি ।

গরু গুলো নদীর পাড়ে,
যে যার মতো ঘোরে ফেরে ।
রাখাল ছেলে নজর রাখে,
বসে নদীর পাড়ে ।

জাল ঘাড়ে মাছ ধরতে,
আসে জেলের দল ।
মাছের খাঁচা পিছে বাঁধা,
নদীর জলে চল ।

নদীর ঘাটে নৌকো বাঁধা,
করছে পারাপার ।
খরচ লাগে পাড়ে যেতে,
একই ভাড়া সবার ।

নদীর পাশে ধানের খেতে,
সোনার ফসল ফোলে ।
মনের সুখে বেসুরো গান,
গোলায় ফসল তোলে ।

দিলখোলা এই মানুষ গুলো,
চাষের নেশায় দিনতো তাদের
কাটে ।
দিনে রাতে বেশি টা সময়,
থাকে তারা মাঠে ।

উদয় অস্ত নদীর জলে,
সূর্য থাকে রেঙে ।
সুখ দুঃখ সবই আছে,
ছোট্ট সবুজ এই গ্রামে ।

210. নীল আকাশে

নীল আকাশের মাঝে মাঝে,
রোদ মেঘের খেলা।
আমরা সবাই 76 ব্যাচ,
চলেছি সাগরবেলা।

বাস চলেছে আপন তালে,
কেউবা ঘুমে কেউবা জেগে।
কেউবা দেখে দূরের পানে,
কেউ বা আছে ব্যবস্থাপনায়
চাইছে তারা টিফিন আগে।

হই হুল্লোড়ে মেতে আছে,
প্রবীণ সব নবীন হয়ে।

সবুজ মনে, অতীত ফিরে,
নিজেরা ফেলে মন হারিয়ে।

চার ঘন্টায় ক্লান্ত সবাই,
হোটেল ঘরে বিশ্রামে তাই।
সহপাঠী একসাথে আজ,
এর মতো আর আনন্দ নাই।

দুপুরের খাওয়া একটু পরে,
আমিষ নিরামিষ দু রকমে।
বকখালি ভ্রমণে আমরা এখন,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ উঠছে জমে।

বিকলে যাব আমরা সবাই,
হেনরি আইল্যান্ড আর ফেজার
গঞ্জ।

ফিরেই আবার সৈকতে,
আসার পথে দেখেছি তো ,
সারি সারি কতই লঞ্চ।

দিনে রাতে এক সাথে তে,
কাটবে দুই দিন আনন্দেতে।
বসবে আসর গল্প গুজবএ,
উঠবে এবার মেতে।

211. **ও মাঝি রে***

ও মাঝি রে, মাঝ দরিয়ায়
নৌকা যে তোর, উথাল পাখাল
ঢেউয়ের টানে, সামনে ছুটে
চলে ওরে।

পাল নামিয়ে দাঁড় তুলে ভাই,
জীবনটাকে ঢেউয়ের তালে,
ভাসিয়ে তুই দিলি রে।
ও মাঝি রে।

ঘরে তোর নাই তো মন,
নদীই তোর বড়ই আপন,
জীবন টাকে স্রোতের টানে

কেমন করে বাঁধলি ওরে।
সূর্য এখন ডোবে ডোবে,
নদীর বুকে আঁধার নামে,
সব ছেড়ে তুই জীবন টাকে,
ভাসিয়ে দিবি ওই সাগরে।
ও মাঝি রে।

ভাববি না একটু ওরে। মন নেই
কি নিজের ঘরে।
ঘর ছাড়িয়ে নদী ডাকে,
মাঝ দরিয়ায় নৌকা ছোটে,
দু কূল এখন অনেক দূরে।

স্রোতের টানে হাল ছেড়েছিস,
নদী ছেড়ে ওই সাগরে।
ও মাঝি রে, মাঝার নদী ছেড়ে
এবার, মাঝার সাগরে।
ও মাঝি রে।
ডাকবো নাকো তোরে।
তুই ভাসরে মাঝি মাঝ দরিয়ায়,
তোর কত না স্বপ্ন এই নদী
ঘিরে।
ও মাঝি রে।

212. "বৌদির চায়ের দোকান"

বকখালি থেকে ফিরে,
লাঞ্চ দুপুরে, ডায়মন্ড হারবারে।
অভিজাত রেস্টুরেন্ট খাবার
আয়োজন,

কাটালাম সময় নদীর পাড়ে।

দেখলাম যা সুইমিংপুলে,
ছেলে মেয়ে মদে হাবুডুবু।

প্রায় সব খুলে, দৃষ্টিকটু জলে,
শোভা না পায় কভু।

খাওয়া দাওয়া সেরে,

নদীর পাড়ে আমরা সবাই।
ষাট উর্ধে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখে,
ইঁশ নেই ওদের,ওরা মাতাল
তাই।

লজ্জায় মাথা হেঁট, একি যুগ,
হেঁট হয় বাঙালির মুখ।
ওরা থাকুক ওদের মত,
ওদের হয়তো মানসিক অসুখ।

এবার আবার ফেরার পালা,
তাপসের বৌদির চায়ের
দোকান হয়ে।
সবাই উৎসুক হয়ে,কোথায়
বৌদি?
দেখবো তাকে।
অবশেষে হলো সেই ক্ষণ।
চা টা নিয়ে বৌদির সাথে,
কেটে গেলো অনেক সময়।
প্রায় সন্ধ্যা তখন।

সামনে আমাদের বাস,
তাতে লেখা""ভালোবাসার নেই
সময়""
কিছুটা লজ্জা, কিছুটা
ভালোবাসা,
গর্বিত তাপস তখন।
বাসের লেখা হয়ে গেলো,
""ভালো বাসার কোন বয়স
নয়।

213. "প্রবীণ কে হতে চায়,আমরা নবীন"

আজ সন্ধ্যায় সৈকত আঙিনায়,
ভাঁটার টানে সমুদ্র অনেক দূরে।
আকাশে এক ফালি
চাঁদ,তারাদের মাঝে,
আমরা সবাই বালুচরে।

বালির তটে চেয়ার সাজিয়ে,
আমরা গোল হয়ে বসে।
বালমুড়ি,ঘটি গরম,পাঁপড়ি চাট,
গরম চা একে একে সব কিছু
আসে।

কলরব,হৈ হুল্লোড়ে বাঁধন হারা
সব,

সৈকতে নাচ,গান আবৃত্তি চলে।
তারই সাথে,চুটকি,খুনসুটি,
কে না কত কথা বলে।

প্রবীণ হয়েছে নবীন,
বয়স বাঁধা নয়,মন সবুজ
সতেজ।
তারারা আকাশে,মেঘও আছে
পাশে,
সন্ধ্যাটা সৈকতে লাগে ভালো
বেশ।

পসরা সাজিয়ে,কতো আছে
বসে,

আলোয় আলোয় সেজে
বকখালি।
কেনা বেচা দরাদরি,
দূরে ওঠে ঢেউ,
চিক চিক করে বালি।

আবেগে ,আবেশে,সহধর্মিনী
সাথে,
সবাই আজ স্বপ্নলোকে।
প্রবীণ নয় তো ,আমরা নবীন,
ডানা মেলে ছুঁতে চায় ওই গগন
টাকে।

214. সুন্দর পৃথিবী

সুন্দর পৃথিবী সাজে নানা রূপে,
হাতে তুলি, ক্যানভাসে কতো
ছবি আঁকে।
পথ এক চলে গেছে,
সবুজে ,ঘিরে আছে তাকে।

বড়ো ছোটো গাছ ওই,
সারি সারি রাস্তার ধারে।
কতো ফুল ফুটে আছে,
চারিদিক বনভূমি ঘিরে।

প্রজাপতি পাখা মেলে,

মধু লোভে ঘোরে ফেরে।
ভোরের আবছা আলোয়,
কতো ফুল ঝরে পড়ে।

কতো পাখি ঘুম ভেঙে,
শাখে শাখে ওঠে নামে।

পথটি চলে গেছে,
পাহাড়ের কোলে ,ওই দূর
গ্রামে ।

বাণী নামে ওই,কলকল রবে,
পাহাড়ের গা বেয়ে ।
নদী এক বয়ে যায়,
পাহাড়ের কোল দিয়ে ।

নানা পাখি নানা সুরে,
কতো স্বরে কথা বলে ।

সারা দিন কলরবে,
দেখি আমি জগৎ ভুলে ।

পড়ন্ত বিকেলে,সূর্য পশ্চিমে
হেলে,
শেষ রশ্মি পাহাড়ের কোলে ।
শাখে শাখে সূর্য কিরণে,
পাহাড় অপরূপ বলমলে ।

সন্ধ্যা নামে নামে,
সূর্য অন্তিমিত পাহাড়ের ওপারে ।

পাখিরা দলে দলে,
ফিরে যায় আপন নীড়ে ।

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে, আঁধার নামিয়ে,
তারাদের ডেকে কয় ।
""সাজাও বাসর,উৎসবের
রাত,
এই মাধবী রাতের সাথে মোর
পরিচয়"" ।

215. "চাঁদ তুমি কতো সুন্দর""

চাঁদ তুমি কতো সুন্দর ।
তোমাতে হেরিয়া নয়ন ভরিয়া,
কাটে কতো যে গ্রহর ।
হেরিয়া মেটে না তৃষা মোর,
নিশি জাগি আসে কত ভোর ।
চাঁদ তুমি কতো সুন্দর ।

তব জোছনায় ভরিয়া রজনী,
সাজ সাজ রব রাতের ধরনী ।
রাত জাগা পাখি ডেকে ডেকে
মরে,
ঘুম ভেঙে কেউ তো ওঠেনি ।
নিশি জাগি আসে কত ভোর,

চাঁদ তুমি কতো সুন্দর ।
তুমি সুন্দর বলে নিন্দুক লোক,
কলঙ্ক খুঁজে মরে ।
সেই কলঙ্ক তব গলে মনিহার
হয়ে,
আঁধার রাতে নীরবে পড়ুক
ঝরে ।

সুন্দর বলে তুমি প্রিয় মোর,
চেয়ে রই তব মুখ পানে ।
লোকে অপবাদ দিতে চায় দিক,
তুমি ভুলিও না মোরে ,আমার

বিরহ দিনে ।
নিশি জাগি আসে কতো ভোর ।
চাঁদ তুমি কতো সুন্দর ।

তব অভিসারে নিশি গ্রহরে,
নিশচুপ বনরাশি ।
জানি দাঁড়াবে মোর আঙিনায়,
আমার উন্মুক্ত বাতায়নে আসি ।

নিশি জাগি আসে কতো ভোর ।
চাঁদ তুমি কতো সুন্দর ।

216. "থেমে গেছে গান"

থেমে গেছে গান ,
নিভে গেছে আলো ।
আমার হৃদয় দুয়ার আঁধার
হলো ।

আমার প্রেরণা তুমি কি বোঝো

না,
আমাকে বাসনা ভালো ।
পারোনা রাঙাতে আমার
আকাশে,
গোধূলি বেলার আলো ।

শীতের প্রভাতে ঝরে যাই যদি,
হাজার পাতার ভিড়ে ।
ডুবে কি যাবো অতল সাগরে,
তুমি কি রবে না তীরে ।

হাত বাড়িয়ে দিও, বন্ধু বলে,

ডেকো আমায় সঙ্কোচ ভরে।
রেখো না আমায় তব আঙিনায়,
আমায় না হয় রাখিও দূরে।

স্বপনের মাঝে শিয়রে দাঁড়িও,
কবিতার মাঝে আসি।
তুমিতো ছিলে প্রথম জীবনে,

এখনও শুনি সেই নিশীথ
রাতের বাঁশি।

তুমি যোগ্য মনে করোনি
কখনও,
পারনি আমায় মেনে নিতে।
আমার কাছে তুমি পূর্ণিমার চাঁদ,

থেকো ভরা জোছনাতে।

বিরহের সুরে রেখেছি দূরে,
দূর হতে ভরিয়ে দিলে।
তুমি আজও আছো, আমি
আছি,
দুজনে দুজ নায় ভুলে।

217. "খেলা ঘরে শেষের বেলা"

খেলা ঘরে শেষের বেলা,
শুরু এবার একলা চলা।
খেলা যখন শুরু হল,
সেটা ছিলো ভোরের বেলা।

ঘুম ভেঙে পাখির ডাকে,
দেখলো দু চোখ নয়ন ভরে।
সেই যে খেলা শুরুর বেলা,
সারা দিনে নেশার ঘোরে।

খেলাতো ওই রঙ্গমঞ্চে,
রঙ মেখে সবাই বসে।

একের পর এক দৃশ্যপটে,
কখন কার দৃশ্য আসে।

প্রবেশ প্রস্থান মর্জি তারই,
কলম তো তারই হাতে।
সব খেলায় হার জিত,
সবই চলে তারই মতে।

আমরা শুধু ছুটেই চলি,
রঙ্গমঞ্চের সংলাপ বলি।
দিনের শেষে ঘরে ফেরা,
রাজা বাদশা সবই ফেলি।

সংসারে ঘর কোথায় তোর?
সবই তো রঙ্গা লয়।
দিনের শেষে যেতেই হবে,
এখানে তুই কিছুই নয়।

দিন অবসানে সন্ধ্যা আসে,
এবার ঘরে ফেরার গান।
হাত তুলে সবাই বলো,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

218. শরৎ এলো দ্বারে

ষড় ঋতুর ঘূর্ণিপাকে, ভাদ্র
এলো ঘুরে।
হওয়ায় হওয়ায় কাশ ফুল,
দোলে মাথা নেড়ে।

পেঁজা তুলোর মেঘ গুলি সব,
নীল আকাশে ঘোরে।
ছুটি এবার হয়েছে তার,
যেতে হবে ফিরে।

কাশের বনে হিমেল হাওয়া,

শরৎ এলো ঘুরে।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে,
মা আসবে ঘরে।

উমা মোদের ঘরের মেয়ে,
আসবে সেতো বাপের গৃহে।
ঘরে ঘরে তাই আয়োজন,
অপেক্ষায় মাকে নিয়ে।

মাঠে মাঠে ফসল ভরে,
মা আসবে নিজের ঘরে।

দিকে দিকে পূজার বাদ্য,
নীল পদ্ম দিঘি জুড়ে।

এসেছে খবর শীতের পরশ,
হিমেল হাওয়ায়, পড়বে পাতা
ঝরে।
ঘরে ঘরে খুশির মেজাজ,
একটি বছর পরে।

ঢাক বাজবে, ঢোল বাজবে,
বাজবে কাঁসর ঘন্টা।

মন্ডপে মন্ডপে মাকে দেখতে,
ভরবে সবার মনটা।

উৎসবেতে মাতবে সবাই,
আনন্দ ।নবীন প্রবীণ সবার
মনে। পাতা বরছে, ফুল

ফুটছে,
দোল লাগছে কাশের বনে।

219. চাঁদ মামা ছিলো দূরে এখন এলো ঘরে

জন্ম আমার ভারতবর্ষ,
ভারত আমার মা।
দূরে ছিলো অনেক দূরে,
ছোট বড় সবার চাঁদ মামা।

বিশ্বজয় করলো ভারত,
মামা এলো ঘরে।
চাঁদ এখন হাতের মুঠোয়,
সারা বিশ্ব, কুর্নিশ তারে করে।

ছোটো বেলায় গল্প শোনা,
চাঁদের বুড়ির কথা।
সারা দিন চরকা দিয়ে,

শুধুই সুতো কাটা।
ঘুম পাড়াতো গান শুনিয়ে,
বলতো মা "'খোকাকর কপালে
চাঁদ
টিপ দিয়ে যা"।
মায়ের কোলে খোকা ঘুমাতো,
মায়ের আদর মমতায়।
চাঁদ এখন ঘরের দোরে,
যে চাঁদ ছিলো অনেক দূরে।
বিজ্ঞানীরা আনলো ধরে,
চাঁদ মামা সবার ঘরে।

উড়ে গেলো চাঁদের দেশে,
"বিক্রম" চন্দ্র যান।
আগে ব্যর্থ হয়েও সফল হলো,
এবারের ISRO এর কঠিন
অভিযান।
অভিনন্দনে ভরে গেলো,
অবশেষে স্বপ্নপূরণ হলো।
ভারতবর্ষ পৃথিবীতে সবার
উপরে এলো।

220. সংসারের ইতিকথা

দক্ষিণ পাড়ার মেয়ের বাড়ি,
উত্তর পাড়ার ছেলে।
দেখে শুনে ওদের বিয়ে,
দাবি ওদের নিজেদের বনেদি
বলে।

ছেলে মাস্টারি না ব্যারিস্টারি,
কি যেন এক করে।
মেয়ে আবার খুব সুন্দরী,
বিয়ে এবার মাধ্যমিকের পরে।

দুই বাড়িতে সাজ সাজ রব,
10 ই অগ্রহায়ণ বিয়ে।
লোক জনের আনাগোনা,

বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে।
মেয়ের মা,ছেলের মা,
উত্তর পাড়ার ই মেয়ে।
একজন ভালোবেসে গ্রাম
ছেড়ে,
দক্ষিণ পাড়ায় বিয়ে।
আর একজন রয়ে গেলো,
ঘর জামাই সে ছেলে।
অবস্থাপন্ন পাত্রী সে,
বর তার অনুগত বলে।
বাবাদের মত ছিলো না,
ছিলো কিন্তু কিন্তু।

ছেলের মা মেয়ের মা,
মানলো না সব,ছোটো বেলার
বন্ধু।

ধুম ধামে বিয়ে হলো,
দুই বান্ধবী খুশি।
বৌমা পেলাম মেয়ের মতো,
আর চাইনা বেশি।

মেয়ের মা বললো
হেসে""জামাই আমার নিজের
ছেলের মতো"।
ছেলের মা বললো হেসে"লক্ষ্মী

বৌমা। কাজে পটু,লোক
লাগবে না এতো"।

ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে, দুই
বান্ধবী,

শ্বশুড়ি হয়ে গেলো।
সংসারের আসল খেলা,
এবার শুরু হলো।

পরের অংশ বড়ই কঠিন,

লিখতে আছে মানা।
যান্ত্রিক গোলযোগ,এখন
দুর্যোগ,
সবারই তো জানা।

221. "বরিষণ মুখর বাদলও দিনে""

বরিষণ মুখর বাদলও দিনে,
মেঘ গির্জায় গুরু গুরু রবে।
নিশি পোহাইয়া ভোরের আলো,
আলো আঁধারের খেলা সবে।

সময়ে রবি মেঘের আড়ালে,
ঘুম ভেঙে পাখি গেছে বনে
উড়ে।

জাগেনি অনেকে এখনো ঘরে,
ওঠেনি রাতের বিছানা ছেড়ে।

বরিষণ মুখর বাদল দিনে,
বৃষ্টির জলে মাঠ গেছে ভরে।

ওঠেনি সূর্য ,ওঠেনি এখনও
অনেকে ,রাতের বিছানা ছেড়ে।

তরলতা ভিজিছে গোপনে,
বৃষ্টি থামেনি ক্ষণিকের তরে।
বকের পাখায় সোহাগ ভরে,
বৃষ্টি পরিছে নীরবে ঝরে।

ডালে ডালে পাখি ভোরে,
বৃষ্টি ভিজে খেলা করে।
সেই রাতেই বৃষ্টির শুরু,
এখনও থামেনি,পড়িছে ঝরে।

বাদল দিনে ঘরের কোণে,
মন কেন যেনো আনমনা।
এমনি দিনে সমুদ্র সৈকতে,
পায়ে পায়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
ঘরে বসে সময় যেন কাটেনা।

পাহাড়ের ঢালে ছোটো ছোটো
গ্রামে,
এমনি দিনে যদি বৃষ্টি ঝরে।
ঝর্নার সাথে পাহাড়ের গা
বেয়ে।
ভালো লাগে।
চাই না চার দেওয়ালের ঘরে।

222. শসা ফিরে এসো

76 ভুলে শসা গেলো চলে,
ঘরে এলো কাঁচ কলা নিয়ে।
পাকা কলা ওর ভাগের,
ব্যাগে বসে শুধু কাঁদে,

শসা ব্যস্ত অন্য ব্যাচে গিয়ে।
ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো,
কি হবে দুঃখ করে।

সবাই তো তোমার জন্য,
কি হবে পাকা কলা পাকা কলা
করে?
তুমি এসো আবার ফিরে।

223. "বিরহ সঙ্গীত"

বিদায় দিনে ডাক নি মোরে,
মন কি চাই নি মোরে
দেখিবারে।
ঝরা ফুল নীরবে ঝরে, তোমারে

মনে পড়ে।
দুঃখ পাবে বলে,হয়তো মোরে
রাখলে দূরে।

তুমি ডাক নি তব চলার পথে,
চাই নি জীবনে শুধু কাঁটা হতে।
তব পথ ফুলে ভরে,
পাখিরা ডাকুক সুরে।

বিদায় বেলায় দূরে থেকে,
তব চোখ দুটি মনে পড়ে।
বলাকার ডানায়, মেলায় যেমন,
গোধূলি বেলার আলো।
পুরনো এ পথ ভুলে,বিদায়

নিলে।
নতুন পথে চলো।
দখিনা বায়ে যদি পড়ে মনে,
কোন এক অলস বেলা।
ভুলিও।রেখোনা মনে,

থামিও না পথ চলা।
দখিনা বায়ে যদি পড়ে মনে,
কোন এক অলস বেলা।
আজ তোমার বিদায় বেলা।